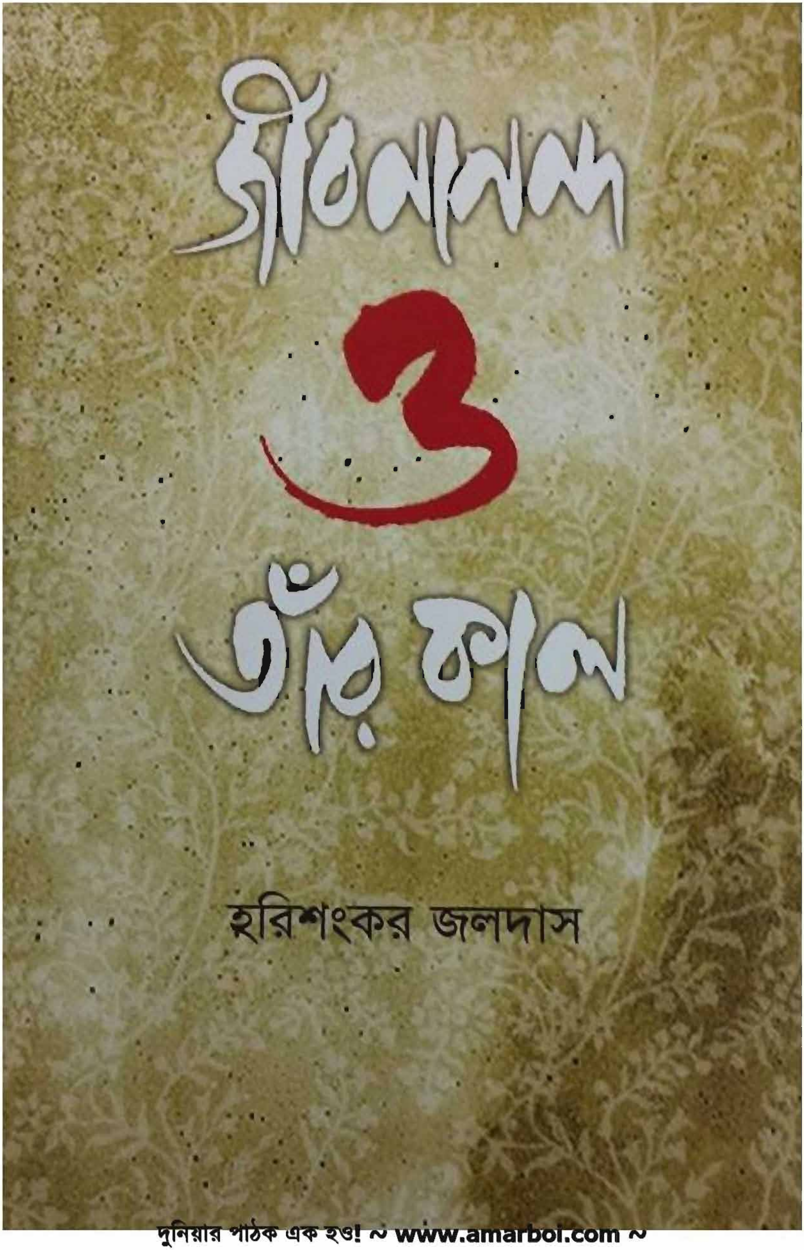

জীবনানন্দ ও তাঁর কাল

হরিশংকর জলদাস

জীবনানন্দ ও তাঁর কাল

জীবনানন্দ ও তাঁর কাল

হরিশংকর জলদাস

শুদ্ধস্বর

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১৪

জীবনানন্দ ও তাঁর কাল । হরিশংকর জলদাস

© লেখক

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
আহমেদুর রশীদ চৌধুরী
শুদ্ধস্বর, বি-৬, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা
৯৬৬৬২৪৭, ০১৭১৬৫২৫৯৩৯
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

আলোকচিত্র প্রত্যূষ শংকর

মূল্য ৩৩০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-8837-18-4

Jibanananda O tar Kal by Harishankar Jaladas.

Publisher
Ahmedur Rashid Chowdhury
Shuddhashar, B-6, Concord Emporium Shopping Complex
253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road, Kataban, Dhaka

First Published in February 2010
Second Impression February 2014

Price ৳ 330 $ 5 £ 5

এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

মোহাম্মদ মহিউদ্দীন
মোহাম্মদ টিপু সুলতান
তোমাদেরকে ভালবাসায়
ঘিরে রাখতে চাই, আজীবন।

লেখকের কথা

বালকবেলার হাতেগোনা মধুময় কয়েকটা বছর বাদ দিলে জীবনানন্দ দাশের প্রায় গোটা জীবন দারিদ্র্যে ও বিপন্নতায় কেটেছে। দরিদ্রতা ও বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু তাঁর সে সকল চেষ্টা বিফল হয়েছে বার বার। আজীবন একটা বিমর্ষ জীবনকে সঙ্গী করে তিনি পথ চলেছেন।

ত্রিশের কবিদের নিয়ে আমি যখন একটু একটু করে ভাবতে শিখছি, তখন জীবনানন্দ অন্যদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বার বার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এবং আমার ভাবনার একমাত্র কবি হয়ে উঠেছেন। এ রকম একজন মানুষ—যিনি আপাদমস্তক কবি, আমার চিন্তা ও শ্রমের বিষয় হয়েছেন। তাই তাঁকে নিয়ে লেখা।

জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে নানা সময়ে পত্র-পত্রিকায় তিন-চারটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। 'জীবনানন্দ ও তাঁর কাল'-এর মতো একটা বই লেখার চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন অগ্রজ-প্রতিম অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন ভৌমিক। বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থটি। গ্রন্থটি রচনার পেছনে আমার মেধা নয়, শ্রমই সক্রিয় ছিল।

আজ পর্যন্ত জীবনানন্দকে নিয়ে নানা ধরনের বই লেখা হয়েছে। কেউ তাঁর কবিতার নান্দনিকতা নিয়ে বই লিখেছেন, কেউ জীবনানন্দের ওপর পাশ্চাত্য প্রভাব কতটুকু—তা নিয়ে তাদের বইতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর জীবনীও লিখেছেন কেউ কেউ। কিন্তু 'জীবনানন্দ ও তাঁর কাল'- এর মত গ্রন্থ বোধহয় এই প্রথম। উল্লেখ্য, এই বইটি তত্ত্বমূলক নয়, তথ্যবহুল।

এই গ্রন্থে জীবনানন্দের ৫৫ বছরের জীবনকে সালওয়ারি বিন্যস্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে কেন্দ্রভূমিতে জীবনানন্দ দাঁড়িয়ে থাকলেও সম-সময়ের অন্যান্য সাহিত্য-কুশীলবরা এই গ্রন্থে উপেক্ষিত হননি। তথ্যগ্রন্থনার পাদপ্রদীপে চলে আসা অন্যান্য সাহিত্যিকরা হলেন—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, প্রেমেন্দ্র, সঞ্জয়, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, সুধীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত, নীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রহ্মবাদী', 'পূর্ব্বাশা', 'ঊষা', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'নিরুক্ত', 'প্রগতি', 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি' ইত্যাদি পত্রিকাও আলোকিত জায়গা পেয়েছে এই বইতে।

জীবনানন্দের সমকালের ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বের রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমরনীতি, সাহিত্যচিন্তা এই গ্রন্থে সংগ্রথিত হয়েছে। উল্লিখিত কাল-পরিধির মধ্যে ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্যে কী কী বিখ্যাত গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হয়েছে, কারা কারা সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, নোবেল কমিটি তাঁদের সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন—এ সবের মোটামুটি তথ্য আছে 'জীবনানন্দ ও তাঁর কাল' বইটিতে।

সর্বোপরি, জীবনানন্দের সমাজ, তাঁর পরিপার্শ্ব, তাঁর পরিবার-পরিজন—সবই এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। জীবনানন্দ দাশকে সামগ্রিকভাবে এই বইতে উপস্থাপন করার চেষ্টা আছে।

এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে নানা পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাদি থেকে অকৃপণভাবে তথ্য গ্রহণ করেছি। গ্রন্থমধ্যে তার উল্লেখ আছে।

বইটি লেখার সময় নানা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন আমার শিক্ষক প্রফেসর ময়ুখ চৌধুরী। এই গ্রন্থের ইংরেজি-অংশগুলোর ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক মুজিব রাহমান; তাঁর কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি। প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক সিদ্দিক আহমদের সঙ্গে আলোচনা করে জীবননান্দ - বিষয়ে নানা ধারণা স্পষ্টতর হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষ তাঁর সমকালীন ইতিহাস ও নিজের রহস্যময় ব্যক্তিত্বের সমন্বয় ও সংঘাতের ফসল। জীবনানন্দ দাশও তা-ই। সমকালকে তিনি কীভাবে নিজের জীবনে ও সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন—তার একটা হদিস দেয়ার চেষ্টা আছে 'জীবনানন্দ ও তাঁর কাল' গ্রন্থে। তবে এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন নয়। তার জন্যে যদি কোনো অপ্রশংসা থাকে, তবে তার ভাগিদার আমি।

গ্রন্থটি প্রকাশ করে 'শুদ্ধস্বরে'র আহমেদুর রশীদ চৌধুরী আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। ও হ্যাঁ, গল্পকার প্রশান্ত মৃধা আমাকে বার বার তাগাদা না দিলে বইটি লেখা শেষ করতে আমার আরো দীর্ঘদিন লেগে যেত।

ফেব্রুয়ারি ২০১০ — হরিশংকর জলদাস

জীবনানন্দ দাশের বংশলতিকা

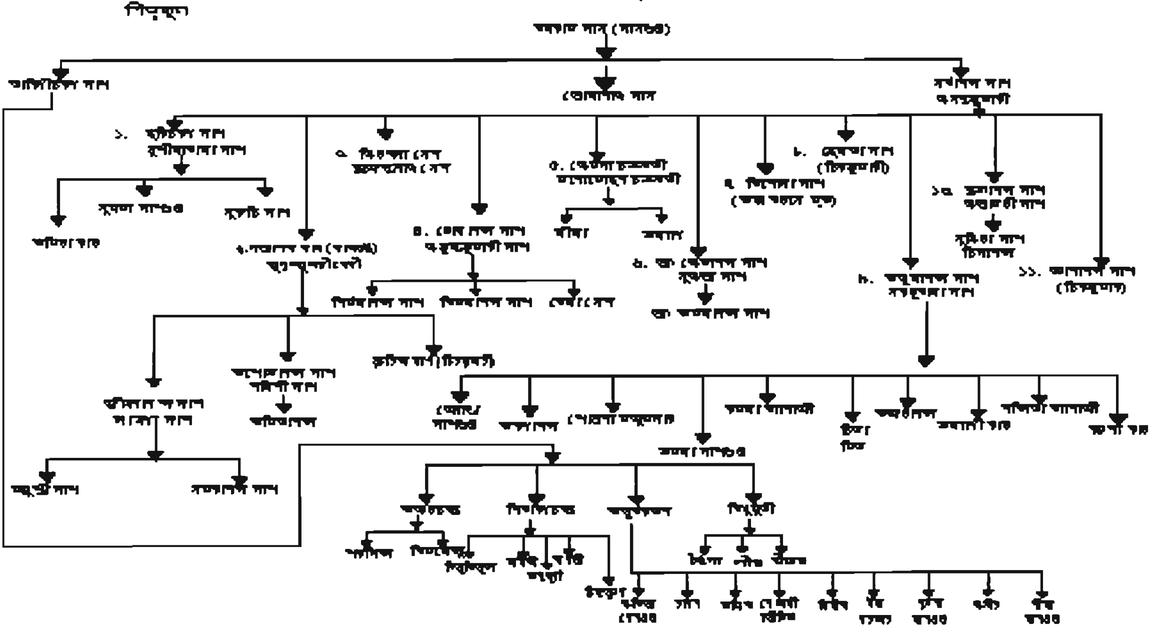
পিতৃকুল
বলরাম দাস (দাসগুপ্ত)
সর্বানন্দ দাস
প্রসন্নকুমারী
২. সত্যানন্দ দাস (দাসগুপ্ত)
কুসুমকুমারী দেবী
জীবনানন্দ দাস
লাবণ্য দাস
অশোকানন্দ দাস
নলিনী দাস
অমিতানন্দ
সুচরিতা দাস (চিরকুমারী)
মঞ্জুশ্রী দাস
সমরানন্দ দাস
৫. স্নেহলতা চক্রবর্তী
মনোমোহন চক্রবর্তী
৬. ডা. প্রেমানন্দ দাস
ডা. অমলানন্দ দাস
৭. (অল্প বয়সে মৃত)
৮. প্রেমলতা দাস
(চিরকুমারী)
৯. অতুলানন্দ দাস
১০. ব্রহ্মানন্দ দাস
১১. (চিরকুমার)

জীবনানন্দ দাশের বংশতালিকা

সূত্র:
* ভিত্তি: জীবনানন্দ দাশ বংশতা
শত সংখ্যা ১৯৯৮

* জীবনানন্দ দাশ, প্রভাতকুমার দাস
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯

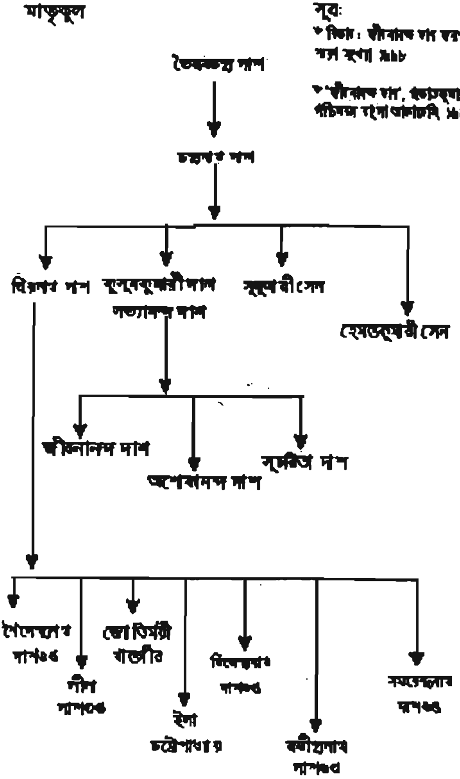
মাতৃকুল
ত্রৈলোক্য দাশ
চন্দ্রনাথ দাশ
বিশ্বনাথ দাশ
কুসুমকুমারী দাশ
সত্যানন্দ দাশ
সুখময়ী সেন
হেমন্তকুমারী সেন
জীবনানন্দ দাশ
অশোকানন্দ দাশ
সুচরিতা দাশ
শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
নীনা দাশগুপ্ত
জ্যোতির্ময়ী বাগচী
ইলা চট্টোপাধ্যায়
জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
সমরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৮৯৯

জীবনানন্দ দাশের জন্ম : ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯, ৬ ফাল্গুন ১৩০৫ বঙ্গাব্দ। শুক্রবার।

লাবণ্য দাশ বলেছেন—

> 'কবির জন্মসাল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ। [সূত্র : বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা'র ভূমিকা]

'আমার জন্ম হয়েছিল বরিশালে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফাগুন মাসে।'—জীবনানন্দ (২.৭.'৪৬ সালে লিখিত জনৈক অনুরাগীকে লেখা চিঠি থেকে)।

জীবনানন্দ মা-বাবার প্রথম সন্তান। ডাক নাম মিলু।

> **"ছোট পিসিমা (স্নেহলতা দাশ) আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে পণ্ডিতিয়া প্লেসে কাকার (শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশ) বাড়িতে যাওয়ার সময় যে মুহূর্তে বলেছেন, 'মিলু এবারে যাই,' অমনি কবি তাঁর কবিতার খাতাপত্র ফেলে রেখে পিসিমার ডান হাতখানি জড়িয়ে ধরে বলতেন, 'এখনি কি যাবে?" ['মানুষ জীবনানন্দ', লাবণ্য দাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৭৮]**

স্নেহলতা দাশ ছিলেন সর্বানন্দ-প্রসন্নকুমারীর অষ্টম সন্তান। চিরকুমারী। আই.এ পাস করে সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হন। 'আজন্ম ব্রহ্মচারিণী, স্বল্পভাষী, সদাপ্রসন্ন, শান্ত, স্নেহময়ী।'

বরিশালের সকলের কাছে 'বড় দিদিমণি' বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় সদর বালিকা বিদ্যালয়টি হাইস্কুল স্তরে উন্নীত হয়। পরে মতান্তরের ফলে তিনি সেই স্কুল ত্যাগ করেন। নিজের উদ্যোগে তাঁদের বাসস্থানের চৌহদ্দির মধ্যেই 'রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দেশভাগের পর গোটা দাশ-পরিবার বরিশাল ছেড়ে ভারতে চলে গেলেও স্নেহলতা দাশ অনেক দিন পৈতৃক ভিটে আঁকড়ে বরিশালে থেকে গিয়েছিলেন।

জীবনানন্দের জন্ম বরিশাল জেলা-শহরে। পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার পদ্মা-তীরবর্তী গাউপাড়া গ্রাম। সেখানে তাঁর পূর্বপুরুষের পরিবার 'মুন্‌সি-পরিবার' নামে পরিচিত ছিল।

জীবনানন্দের পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ [১৮৬৩—১৯৪২]। বি.এ। সত্যানন্দ ছিলেন সর্বানন্দ দাশের দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমে বরিশাল জেনারেল পোস্ট অফিসে একাউন্টেন্ট জেনারেলের দপ্তরে কাজ করতেন সত্যানন্দ। পরে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হন। প্রাবন্ধিক। 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ব্রজমোহন স্কুলটি

জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হলে মডেল স্কুল নামে একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যানন্দ এই নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পান। সত্যানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১—১৯৪১) সমবয়সী ছিলেন। সত্যানন্দ ছিলেন কর্মশীল মানুষ ও আদর্শবাদী শিক্ষক।

> ‘একমাত্র জ্ঞানযোগই যে বাবার অন্বিষ্ট ছিল সেকথা সত্য নয়; কিন্তু মধ্যবয়স পেরিয়েও অনেকদিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান এমনকি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় তাঁকে প্রগাঢ় হয়ে থাকতে দেখেছি—মানুষের জীবন ও চরাচর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব একটা বিশুদ্ধ ধারণায় পৌঁছুবার জন্যে। নিজের হিসেবে পৌঁছুতে পেরেছিলেন তিনি। উচ্ছ্বাস দেখিনি কখনো তাঁর, কিন্তু জীবনে অন্তঃশীল আনন্দ স্বভাবতই ছিল—সবসময়ই প্রায়।’ [‘আমার মা-বাবা’, জীবনানন্দ দাশ]

জীবনানন্দের মা হলেন কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫—১৯৪৮)। সুরসিক, হাস্যকৌতুকধর্মী ছড়া রচনাকার চন্দ্রনাথ দাশ (১৮৫২—১৯৩৮) ও ধনমণির প্রথম কন্যা। বরিশাল শহরেই কুসুমকুমারীর জন্ম। কবি। ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে’—বিখ্যাত ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতাটির রচয়িত্রী। কুসুমকুমারীর কাব্যগ্রন্থের নাম—‘কাব্যমুকুল’। তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রায় (১৮৮২—১৯২২) সমবয়সী।

লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভাল ছিলেন কুসুমকুমারী। বরিশালের ক্ষণস্থায়ী একটি বালিকা বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। পরে কলকাতার বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯১ সালের প্রায় গোটা সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫—১৯৪৩) ২৮ নম্বর ঝামাপুকুর লেনের বাড়িতে থেকে কুসুমকুমারী বেথুনে পড়েছেন। কিছুদিন রাখাল রায়চৌধুরীর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতেও ছিলেন তিনি। এরপর ১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ব্রহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ লাবণ্যপ্রভা বসুর তত্ত্বাবধানে থেকেছেন। ১৮৯৪ সালের ২৩ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ বঙ্গাব্দ) দশম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় সত্যানন্দ দাশের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের কারণে তাঁর আর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। সত্যানন্দ ও কুসুমকুমারীর বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্মমতে, স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে। বিয়ের আচার্য ছিলেন গিরিশচন্দ্র মজুমদার, বিয়েতে শিবনাথ শাস্ত্রীর স্ত্রী ও কন্যা যোগ দিয়েছিলেন।

বালিকা বয়স থেকেই কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করে কুসুমকুমারী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ‘ব্রহ্মবাদী’, ‘মুকুল’ ও ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ‘নারীত্বের আদর্শ’ লিখে কুসুমকুমারী স্বর্ণপদক লাভ করেন। কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সুগৃহিনী, তিনিও ব্রাহ্মসমাজের মহিলা শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

> ‘মার কাছে শুনেছি তিনি কলকাতার বেথুন স্কুলে পড়তেন। ⋯ মা খুব সম্ভব ফার্স্ট-ক্লাস অব্দি পড়েছিলেন—এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি, তার আগে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। ছাত্রী হিসেবে কৃতী ছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে পরীক্ষায় পারদর্শিতার জন্যে তিনি যে সব বই

> পুরস্কার পেয়েছিলেন তার দু'একটা অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে ছিল। ··· তিনি অনায়াসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় খুব ভালোই করতে পারতেন। এ বিষয়ে সন্তানদের চেয়ে তাঁর বেশি শক্তি ছিল মনে হচ্ছে।' [আমার মা-বাবা', জীবনানন্দ দাশ]

জীবনানন্দের জন্মের সময় সত্যানন্দের বয়স ৩৬ এবং কুসুমকুমারী বয়স ২৪। তাঁদের বিয়ের পাঁচ বছর পর জীবনানন্দের জন্ম হয়।

জীবনানন্দের পিতৃকুল :

জীবনানন্দের প্রপিতামহ বলরাম দাশগুপ্ত কিছুদিন নেমকের দারোগা ছিলেন। বলরাম দাশগুপ্তের তিন পুত্র—তারিণীচরণ, ভোলানাথ ও সর্বানন্দ (১৮৩৮—১৮৮৫)। সর্বানন্দ সর্বকনিষ্ঠ। বরিশাল জেলাস্কুল থেকে সর্বানন্দ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। চাকরি পান কালেক্টরি দপ্তরে। গাউপাড়া থেকে বরিশালে অস্থায়ী এক ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন। বিয়ে করেন নিজ গ্রামের তারিণীচরণ সেনের কন্যা প্রসন্নকুমারীকে।

হরিচরণ (১৮৬০—১৯১৮) ও দুর্গামোহন—এই দুই পুত্রের জন্মের পর সর্বানন্দ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর স্থায়ীভাবে তিনি বরিশালেই বসবাস করতে থাকেন। সর্বানন্দ নিজের নামের পদবী 'দাশগুপ্ত' বাদ দিয়ে 'দাস' লিখতে শুরু করেন। প্রথম পুত্র হরিচরণকে গ্রামের হিন্দু আত্মীয়দের সান্ত্বনার জন্যে তাঁদের সমাজের সঙ্গে যুক্ত রাখেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর দুর্গামোহনের নতুন নাম হয় সত্যানন্দ দাশ (১৮৬৩—১৯৪২)।

বরিশালে সর্বানন্দের বিপুল খ্যাতি ছিল। বরিশালের মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে অশ্বিনীকুমার দত্তকে পরাজিত করে কমিশনার হন তিনি। ৪৭ বছর বয়সে সর্বানন্দ বিসূচিকা রোগে (?) মারা যান। দাশ-পরিবারের বন্ধু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯) ও অশ্বিনীকুমার দত্ত পারিবারিক বিপর্যয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন।

সত্যানন্দ প্রথমে হবিগঞ্জে শিক্ষকতায় যোগ দেন, পরে কাজ করেন বরিশাল জেনারেল পোস্ট অফিসে একাউন্টেন্ট জেনারেলের দপ্তরে। এর পরে শিক্ষকতার আকর্ষণে বি.এ পাস করে বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনে যোগদান করেন। হরিচরণও পূর্বের কাজ ছেড়ে একই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। সর্বানন্দের সাত পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে প্রথম দুই পুত্র হরিচরণ ও সত্যানন্দ আর কনিষ্ঠ কন্যা চিরকুমারী স্নেহলতা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

জীবনানন্দের মাতৃকুল :

জীবনানন্দের মাতামহ চন্দ্রনাথ দাশ (১৮৫২—১৯৩৮)। বরিশালের গৈলা গ্রামের অধিবাসী। অত্যন্ত রসিক ব্যক্তি। ছাত্র হিসেবে মেধাবী ছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের

কারণে ছাত্রবৃত্তি পাওয়া চন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর বেশি দূর পড়ালেখা করতে পারেননি। বরিশালের কালেক্টরিতে হেডক্লার্ক পদে কাজ করতেন। হাসির কবিতা লিখে 'কুন্তলীন পুরস্কার' পেয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম—'হাসির গান', 'ক্ষেপার গান' ও 'সাময়িক চিত্র' (কাব্য)।

চন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় সামাজিক বিরোধিতার কারণে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন; পরে তিনি বরিশালের আলেকান্দায় বসবাস শুরু করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ধনমণি। তাঁদের চার সন্তান—প্রিয়নাথ, কুসুমকুমারী, সুকুমারী ও হেমন্তকুমারী।

রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক রাজনারায়ণ বসু এ বছর মারা যান। শিক্ষাবিদ্ ফজিলতুন্নেসা ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও মৃত্যু হয় এ বছর।

ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীর বিয়ে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৩৮, প্রমথ চৌধুরীর ৩১, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ২২, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ১৭, মোহিতলাল মজুমদারের ১১।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকত্ব ত্যাগ করলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের উদাসীনতা ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরকারি চাকরির কারণে রবীন্দ্রনাথ জমিদারির মালিকানা পেলেন। অতি বিশ্বাসী ম্যানেজার ফেরার হবার কারণে রবীন্দ্রনাথদের কুষ্টিয়ার ব্যবসায় বহু সহস্র টাকার লোকসান হয়।

জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের বিরোধের সূত্রপাত হয়। বিবেকানন্দ বেলুর মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। ভারতের দশম রাজ-প্রতিনিধি লর্ড এলগিন পদত্যাগ করলে কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন।

ভারতবর্ষে রেলওয়ে সিগনেলার্স শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালিত হয়। ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের জন্যে 'ইন্ডিয়ান অফিসিয়ালস সিক্রেটস এ্যাক্ট' পাস।

সরকারি হিসেব মতে ভারতীয়দের গড়ে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩০ টাকা।

শীতকালে কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। গুজরাট, রাজপুতনা, বিরার, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়।

ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিকামী বীর টেঙ্কু উমর ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। রুশ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রস্তাবানুযায়ী ২৬টি স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে হল্যান্ডের বিখ্যাত হেগ শহরে 'International Court of Arbitration' গঠিত। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র জাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এ সময় সাংবাদিক হিসেবে উইনস্টন চার্চিল দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছেন।

জীবনানন্দ ছাড়া এ বছর আর যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা হলেন কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম : ২৪মে ১৮৯৯, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ; মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার পুরনো শেরগড় পরগনার

চুরুলিয়া গ্রামে। ডাক নাম দুখু মিয়া। পিতা: কাজী ফকির আহমদ, মাতা: জাহেদা খাতুন), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শিশুসাহিত্যিক আবুল হাশেম, সঙ্গীতজ্ঞ সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ফেদোরিকো গার্সিয়া লোরকা প্রমুখ।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : টলস্টয়ের 'রেজারেকশন', রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', জলধর সেনের 'প্রবাসচিত্র' প্রকাশ পায়।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস আলোচনার পত্রিকা 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশিত হয়।

১৯০০। বয়স ১ বছর

কাকডাকা ভোরে সংসারের কাজে লেগে যেতেন কুসুমকুমারী। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন তিনি সংসারের জন্যে; সংসারের শেষ মানুষটির খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত রান্নাঘরে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। সত্যানন্দ অনেক রাত পর্যন্ত বাতি জ্বালিয়ে পড়তেন এবং লিখতেন। শিশু জীবনানন্দের দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলেও মা ঘরে না-ফেরা পর্যন্ত ঘুমোতেন না। শীতের রাত তখন হয়তো নিথর, নিস্তব্ধ। ঘরে ঢুকে গভীর রাতে মা শিশু জীবনানন্দকে নিবিড় মমতায় কাছে টেনে নিতেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৩৯। তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কুষ্টিয়ার ব্যবসার ঋণ পরিশোধ করলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৭ বছর পর আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে প্রাপ্ত অর্থ থেকে এই ঋণ শোধ করেন। 'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

ভাটপাড়ায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৮ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বঙ্গদেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। প্যারিসে জগদীশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন।

মুণ্ডা বিদ্রোহ শুরু হল। বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে ঘুন্তি থানা আক্রমণ। বীরসার আহ্বানে মুণ্ডারা কয়েক বছর আগে থেকে সংগঠিত হচ্ছিল। ১৩ জানুয়ারি ইংরেজদের হাতে বীরসা ধরা পড়েন, ২৬-এ রাঁচির জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

সমগ্র ভারতে দুর্ভিক্ষ ভীষণাকার ধারণ করে। ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক অনাহারে ও তজ্জনিত পীড়ায় মারা যায়। ব্রিটিশসৈন্য বুয়রদের রাজধানী প্রিটোরিয়া অধিকার করে। ইতালির রাজা হামবার্ট গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। চীনের ইউরোপীয় নীতি-বিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, স্পেন, রাশিয়া, আমেরিকা ও জাপানের মিলিত বাহিনী এ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করে।

এ বছর জন্মগ্রহণ করেন সজনীকান্ত দাস, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আঙ্গুরবালা, উদয়শঙ্কর, আরজ আলী মাতুব্বর, ছবি বিশ্বাস, মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা। 'নোটস অন দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস', 'বাংলার ইতিহাসের ধারা', ও 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থের লেখক 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' (১৯৮১) ধন্য সুশোভন সরকারের জন্ম। আমেরিকান সাহিত্যিক স্টিফেন ক্রেন-এর জন্ম হয় এ বছর। নারী জাগরণের নেত্রী ও 'দীপালি সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা লীলা নাগের (রায়) জন্ম।

এ বছর মৃত্যুবরণ করেন রাজনারায়ণ বসু, অস্কার ওয়াইল্ড ও প্রাচ্য ভাষাবিদ্ জগদ্বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'কথা', 'কাহিনী', 'ক্ষণিকা', 'গল্পগুচ্ছ—১ম ভাগ'; রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ 'The God of the Upanishads' (অনুমান-নির্ভর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর), সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সবিতা', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গান', জলধর সেনের 'হিমালয় ভ্রমণ', সরলা দেবী সম্পাদিত 'শতদল', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অনূদিত 'শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা', ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' প্রকাশ পায়।

১৯০১। বয়স ২ বছর

জীবনানন্দের অনুজ অশোকানন্দের জন্ম: ১২ অক্টোবর, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ; ২৫ আশ্বিন ১৩০৮ বঙ্গাব্দ। অশোকানন্দের ডাক নাম ভেবলু। তাঁর মৃত্যু: ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ ফাল্গুন ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার।

অশোকানন্দের জন্মের সময় জীবনানন্দের বয়স ২ বছর ৭ মাস ২৭ দিন, সত্যানন্দের ৩৮, কুসুমকুমারীর ২৬।

সত্যানন্দ দাশের সম্পাদনায় 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকা প্রকাশিত হল। এটা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের মাসিক মুখপত্র। এতে সত্যানন্দের বহু চিন্তামূলক রচনা ও কুসুমকুমারীর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ৩৮ বছর সচল ছিল এই পত্রিকাটি। ধর্ম, নীতি, শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা ছিল এটি।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪০। বলেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রী সুশীতলা বা সুশির পিতৃকুল কর্তৃক পুনর্বিবাহ দেবার চেষ্টা চলছে—এই সংবাদ পেয়ে দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদ গেলেন তাঁকে নিয়ে আসতে। রবীন্দ্রনাথের মনে ব্রাহ্মণ্যবোধ তখনো বর্তমান। অব্রাহ্মণ বলে কুঞ্জলাল ঘোষকে শান্তিনিকেতনের শিক্ষকতা ছেড়ে দিতে হল। এতে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পতিসর জমিদারির কাছারিতে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন। প্রিয়নাথ সেনের ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতার সঙ্গে বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র মজঃফরপুরের উকিল শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর বিয়ে হয়। মাধুরীলতার বয়স তখন ১৫।

দীর্ঘ ৬৪ বছরকাল রাজত্ব করবার পর ইংল্যান্ডের রাণী ভারতের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মারা যান। তাঁর ছেলে সপ্তম এডওয়ার্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। সীমান্তের স্বাধীন উপজাতিগুলোকে দাবিয়ে রাখার জন্যে লর্ড কার্জন সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকস্থ ভূভাগ নিয়ে 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে'র সৃষ্টি করলেন।

ব্রিটিশ ভারতে চতুর্থ বারের মত লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলার লোকসংখ্যা ২ কোটি ৮৯ লক্ষ। বৃদ্ধির হার ০.০০৭২। ৪০০ জন মুসলমান নারী ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বলে আদমশুমারির রিপোর্টে বলা হয়।

চীন সম্রাট ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের কাছে পিকিং ও সাংহাই নগরীর কতকাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। জগদ্বিখ্যাত তুর্কি সেনাপতি গাজী উসমান পাশা পরলোক গমন করেন।

জগদীশচন্দ্র বসু 'জড় ও জীবের সাড়া' বিষয়ে তাঁর আবিষ্কারের প্রমাণ দিলেন ইংল্যান্ডের রয়েল সোসাইটিতে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠা করলেন।

এ বছর জন্মেছেন সুকুমার সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, মণি সিংহ, আব্বাস উদ্দীন আহমদ, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান ফ্রাঙ্কোইজ আরমান্ড সুলী প্রুধোম (১৮৩৯—১৯০৭)। দার্শনিক কবি। ফ্রান্সের অধিবাসী।

পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'In special recognition of his poetic composition which gives evidence of lofty idealism, artistic perfection and a bare combination of the qualities of both heart and intellect'.

সুলী প্রুধোমের বিখ্যাত রচনা—'ইমপ্রেশন্স্ অব ওয়ার', 'হ্যাপিনেস'।

এ বছর লিও তলস্তয়কে নোবেল প্রাইজ না দেয়ায় সারা বিশ্বে সমালোচনার ঝড় ওঠে। উল্লেখ্য, তালিকার চূড়ান্ত পর্যায়ে তলস্তয়ের নাম ১০বার অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়নি। নানা সময়ে নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন—তলস্তয়, ম্যাক্সিম গোর্কি, গী দ্য মোপাসাঁ, হেনরিক ইবসেন, এজরা পাউন্ড, অগাস্ট স্টিন্ডবার্গ, সুইনবার্গ, আঁন্দ্রে মোলারক্স, টমাস হার্ডি, হেনরি জেম্স, পল ভালেরি প্রমুখ।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের 'ঔপনিষদিক ব্রহ্ম', 'নৈবেদ্য', 'গল্পগুচ্ছ—২য় খণ্ড'। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'চিরকুমার সভা' ও 'নষ্টনীড়' ধারাবাহিক বেরুচ্ছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'নেড়া হরিদাস', যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'চা কুলির আত্মকাহিনী', যদুনাথ সরকারের 'হিস্ট্রি অব ঔরংজীব' প্রকাশিত হয়। কিপলিঙের 'কিম', এইচ.জি.ওয়েলসের 'দি ফার্স্ট ম্যান অন দি

মুন' প্রকাশ পায়। কংগ্রেস নেতা দাদাভাই নৌরজীর 'Poverty and Un-British Rule in India'র প্রকাশ ঘটে।

প্রকাশ পায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকা।

১৯০২। বয়স ৩ বছর

খুব ছোটবেলায় জীবনানন্দের লিভারের অসুখ হয়েছিল। প্রায় মর মর অবস্থা। কুসুমকুমারী মুমূর্ষু পুত্রকে নিয়ে নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে গেলেন। ঘুরলেন লক্ষ্ণৌ, আগ্রা। সঙ্গে ছিলেন কুসুমকুমারীর পিতা চন্দ্রনাথ দাশ।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪১। নভেম্বরের ২৩ তারিখে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে (রবীন্দ্রনাথের অনুমান) রবীন্দ্রপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৯। পত্নীবিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ নিরামিষাশী হলেন। মৃণালিনী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন। ৩৯ বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন; প্রধান বক্তা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

'মন্দির' গল্পের জন্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কুন্তলীন পুরস্কার' পেলেন। প্রথম ইলেকট্রিক ট্রাম চালু হল মার্চের ২৭ তারিখে, এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুর।

লর্ড কার্জন বিতর্কিত শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন করলেন। চা বাগানের অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে মামলা করায় বিপিনচন্দ্র পাল আসাম থেকে বহিস্কৃত হলেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'ডন সোসাইটি' স্থাপিত। প্রমথনাথ মিত্রের উদ্যোগে 'অনুশীলন সমিতি' নামক একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হল। ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হল। জগন্নাথ কলেজের অডিটোরিয়ামে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গদেশের দ্বাদশ লেপ্টেনান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন কলকাতার লাটভবনে মারা যান। স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার উক্ত পদে নিযুক্তি পান।

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ মর্গান পারস্যের প্রাচীন রাজধানী সুমা থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর আগের সম্রাট নমরুদের এক শিলালিপি আবিষ্কার করেন। এতে আইনের ২৮২ টি ধারা লিপিবদ্ধ ছিল।

বুয়র দলপতিগণ আত্মসমর্পণ করলে বুয়র যুদ্ধের অবসান হয়। এ জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তিউৎসব পালিত হয়। এ বছর ব্রিটিশ-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়।

ইংল্যান্ড ও জাপানের মধ্যে মিত্রতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ খোলা হয়।

এ বছর জন্মেছেন মনীশ ঘটক, গোপাল হালদার ও 'বাংলার পালাপার্বণ' গ্রন্থের রচয়িতা চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। মারা গেলেন রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, এমিল জোলা।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান জার্মানির থিওডর মম্‌সেন (১৮১৭—১৯০৩)। রোমের ইতিহাস লিখে তিনি এই পুরস্কার পান।

তাঁর সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য—

> "The greatest living master of the art of historical writing, with special reference to his monumental work"
> **–The History of Rome**

তাঁর বিখ্যাত রচনা—'হিস্ট্রি অব রোম'।

প্রকাশিত গ্রন্থ : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অর্ঘ্য', রজনীকান্ত সেনের 'বাণী' প্রকাশিত হল। প্রকাশ পেল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'মেঘদূত ব্যাখ্যা'। ম্যাক্সিম গোর্কির 'লোয়র ডেপথস্', জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্র 'রেসপন্সেস ইন দি লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং' আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' বের হল।

১৯০৩। বয়স ৪ বছর

জীবনানন্দ বালকবেলায় গল্প শুনতেন দাদামশায়ের কাছে। মজার সে-সব কাহিনী। ঠাকুরমা শোনাতেন রূপকথার নানা রোমাঞ্চকর গল্প। আরও শুনতেন অতুলানন্দ কাকার নানা শিকার ও সাহসের কথা। মোতির মা ছিল বাড়ির পুরাতন পরিচারিকা। আপনজন হয়ে উঠেছিল সে। তার কাছ থেকে জীবনানন্দ শুনতেন পুরাণকথা, ডাইনির গল্প, প্লাবনের গল্প, মাছধরার গল্প।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪২। মেজো কন্যা রেণুকার গলক্ষত রোগ যক্ষ্মায় পরিণত হল। তখনো যক্ষ্মার কোনো ওষুধ বের হয়নি। ১৯ সেপ্টেম্বর রেণুকার মৃত্যু হয়। তখন তার বয়স ১২ বছর। তারপর বেশ কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও পদ্মার শান্ত তীরে বাস করলেন।

গ্রামের মক্তবে নজরুল লেখাপড়া শুরু করলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার্মা চলে গেলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করবেন বলে ভগিনী নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রব ত্যাগ করলেন।

'অনুশীলন সমিতি' জোরালো হল। প্রধান উদ্যোক্তা প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিনচন্দ্র পাল। সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় 'মাসিক নবনূর' প্রকাশিত হল। এর উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সুধিসমাজে বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধি।

বুদ্ধগয়া মন্দির হিন্দু মোহন্তর তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত কিনা বিবেচনার জন্যে

গঠিত কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হল। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বিদেশিপণ্য বর্জন, দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও অখণ্ড বাংলার জয়গান। এ আন্দোলনে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য। লর্ড কার্জন সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে দরবার ডেকে দেশীয় রাজন্যদের সামনে ব্রিটিশ আধিপত্য ও জাঁকজমক জাহির করলেন। কার্জন হায়দরাবাদের নিজাম মীর মহবুব আলী খাঁকে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিরার প্রদেশকে চিরকালের জন্যে ইংরেজ শাসনের অধীনে আনেন। ইঙ্গ-ফরাসি বন্ধুত্ব গাঢ় হল। সপ্তম এডওয়ার্ড প্যারিস গেলেন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ঘুরে গেলেন লন্ডন।

রোমের পোপ ত্রয়োদশ লিওঁ পরলোক গমন করেন। সার্বিয়ার রাজা প্রথম আলেকজান্ডার সপরিবারে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলেন। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মৃত্যু হয়।

নিজেদের তৈরি বিমানে প্রথম আকাশে উড়ে চিরস্মরণীয় হলেন ওহায়োর বৈজ্ঞানিক রাইট ভ্রাতৃদ্বয়। এই বিমান যাত্রার স্থায়িত্ব ছিল ১২ সেকেন্ড। ফরাসি বিজ্ঞানী মঁসিয়ে কুরি ও তাঁর পোলিশ স্ত্রী মাদাম কুরি রেডিয়াম আবিষ্কার করলেন।

এ বছর যাঁরা মারা যান তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রূপজালাল'-খ্যাত কবি ফয়জুননেসা চৌধুরানী ও ১৯০২ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী থিওডর মম্‌সেন।

এ বছর জন্মগ্রহণ করেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, আবুল ফজল, জসীমউদ্‌দীন, প্রমথেশ বড়ুয়া, যোগেশচন্দ্র বাগল, শিবরাম চক্রবর্তী। সিমেননেরও জন্ম এ বছর।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন নরওয়ের কবি বিয়র্নসেন (১৮৩২—১৯১০)। তাঁর সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য ছিল এরকম—

> 'As a tribute to his noble, magnificent and versatile work as a poet, which has always been distinguished by both the freshness of its inspiration and the bare purity of its spirit'.

তাঁর বিখ্যাত রচনা হল—'Sunhill', 'A Happy Boy', 'Arni', 'Lami', 'Hulda'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : এ বছর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল—রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'কর্মফল', রোঁমা রোঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ' Roman Rolland ফরাসি দেশের কালজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক। রোঁমা রোঁলার জন্ম ২৯ জানুয়ারির ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। 'জাঁ ক্রিস্তফ' তাঁর অমূল্য কীর্তি। এ গ্রন্থের জন্যে তিনি ১৯১৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়), স্যামুয়েল বাটলারের 'ওয়ে অব অল ফ্লেশ', গ্রিয়ারসনের 'Linguistic Survey of India'.

১৯০৪ । বয়স ৫ বছর

মোতির মার দুই ছেলে মোতিলাল ও শুকলাল ছিল জীবনানন্দের বালকবেলার নিত্যসঙ্গী, খেলার সাথী। রাজমিস্ত্রি মুনিরুদ্দি, বাগানের মালি অলি মামুদ, দুধ বিক্রেতা প্রহ্লাদ এই সময় জীবনানন্দের অতি প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪৩। শান্তিনিকেতনে ফেব্রুয়ারিতে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হলে বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তর করলেন কবি। ২৮ মে বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে ফিরে এল। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। স্কুলের অর্থ সংগ্রহের জন্যে 'হিতবাদীর' প্রকাশককে দু'হাজার টাকার বিনিময়ে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর স্বত্ব বিক্রি করে দিলেন কবি। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আত্মজীবনী রচনা করলেন। আত্মজীবনী পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উষ্মা প্রকাশ করেন। পত্রে দীর্ঘ বাদানুবাদের পর দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে যায়।

লর্ড কার্জনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়-আইন প্রণীত হলে শিক্ষার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমবায়সমিতি-আইন রচিত হয়। প্রাচীন সৌধ-সংরক্ষণ আইন তৈরি হয়। লর্ড কার্জন ঢাকা এলেন এবং কার্জনহলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। লর্ড মিন্টো ভারতের ভাইসরয় (১৯০৪—১৯১০) নিযুক্ত হলেন।

তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামা রুশ-সম্রাটের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহে কার্জন তিব্বতে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইংরেজ সেনাপতি রাজধানী লাসা অধিকার করলে দালাই লামা সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্ধি স্থাপন করেন।

বক্সার-বিদ্রোহ দমনের ছলে রুশ-সম্রাট মাঞ্চুরিয়ায় প্রচুর সৈন্য পাঠালে জাপান-সম্রাট প্রতিবাদ করেন। কালক্রমে উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করলে ভারতীয়রা উল্লসিত হয়। ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাতের ফলে মিশর, মরক্কো, শ্যামদেশ, পশ্চিম আফ্রিকা ও নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের ঔপনিবেশিক স্বার্থ নিয়ে দু'টি সাম্রাজ্যলোভী দেশ সমঝোতায় আসে।

এ বছর জন্মেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, হেমচন্দ্র বাগচী, রাধারাণী দেবী, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, সৈয়দ মুজতবা আলী।

আন্তন চেখভের মৃত্যু হয় এ বছর। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি স্যার এডুইন আর্নল্ড মৃত্যুবরণ করেন।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান ফ্রান্সের কবি এইচ.পি. মিস্ত্রাল (১৮৩০—১৯১৪) ও স্পেনের আধুনিক নাট্যশৈলীর জন্মদাতা যোশে এচেগারে (১৮৩৩—১৯১৬)।

মিস্ত্রালকে পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে কমিটি লেখেন—

> 'In recognition of the fresh originality and true inspiratoin
> of his poetic production.'

মিস্ত্রালের বিখ্যাত গ্রন্থ—'Mierio', 'Calendau', 'Nerto', 'La Reino dou

Rose'.

আর এচেগারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—La esposa del vengador', En el puno de La espenda', 'Conflicto entre dos deberes'.

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান', সখারাম দেউসকরের 'দেশের কথা', দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা', ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হরিদাসের গুপ্তকথা', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা', দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র', বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর-১ম খণ্ড', 'স্ত্রী জাতির অবনতি' (এই গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলোতে নারী সম্পর্কিত বিকৃত বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করা হয়) প্রকাশিত হয়। জেম্‌স বারীর 'পিটার প্যান' গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' নামক একটি পত্রিকা বের করলেন।

১৯০৫। বয়স ৬ বছর

খুব ছেলেবেলা থেকেই জীবনানন্দের ওপর মা-বাবার প্রভাব পড়েছিল নিবিড়ভাবে। সত্যানন্দ তাঁকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন, অন্যদিকে মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন—

> 'পাখির পালকের চাইতেও নরম অনুভবের মেদুরতা। বাবা যদি দিয়ে থাকেন তাঁকে সৌরতেজ, প্রাণবহ্নি, তবে মা তাঁর জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন স্নেহ-মমতা বনচ্ছায়া, মৃত্তিকাময়ী সান্ত্বনা। তাঁর জন্যে মা একটি নিরিবিলি পরিবেশ, শান্ত মধুর আবহাওয়া রচনা করে দিতেন সর্বক্ষণ, যাতে সেই ঘন একান্ততাকে খণ্ডিত করে না দেয় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কোলাহল, কর্মব্যস্ততার কলরব, তার দিকে মার সজাগ দৃষ্টি ছিল প্রতিটি মুহূর্তের।' ['কাছের জীবনানন্দ', সুচরিতা দাশ, 'জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ', পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১—১৩৬২]

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪৪। 'অন্ধকারের কাব্য' নামে খ্যাত 'খেয়া'র কবিতাগুলো লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদক হলেন তিনি। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি লিখলেন। তাঁর জীবনের সামাজিক ব্রত হয়ে দাঁড়াল পল্লী উন্নয়ন ও বিশ্বভারতীর বিকাশ সাধন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সঙ্কলনে ব্রতী হলেন।

১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হল। লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ—তিনটিকে আসাম প্রদেশের সাথে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠন করেন। রাজধানী হয় ঢাকা এবং গভর্নর নিযুক্ত হন স্যার র‍্যামফিল্ড ফুলার। বঙ্গের অবশিষ্ট দু'টো বিভাগ, দার্জিলিং জেলা, বিহার,

ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাকে নিয়ে করা হল পশ্চিমবঙ্গ। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা তীব্রভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু করেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ২২ মাসে বাংলায় ৩ হাজার সভা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের দিন অরন্ধন ও হরতাল পালিত হয়।

কার্লাইল সার্কুলার ঘোষিত হল। ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করা হল। এ বছরেই সরকারি দমন-পীড়ন বিরোধী 'অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি' গঠন করা হল। ভারতে প্রথম কাগজের মুদ্রা বাজারে এল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের সাহায্য-সহযোগিতায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পরিষদ গঠন করেন।

তৎকালীন স্টেট সেক্রেটারির সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ১৭ নভেম্বর লর্ড কার্জন পদত্যাগ করেন। ১৮ নভেম্বর লর্ড মিন্টো বড়লাট হয়ে আসেন। ঢাকা কার্জনহলের নির্মাণ কাজ শুরু হল; ১৯০৪-এ লর্ড কার্জন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

প্লেগরোগে ভারতে এক সপ্তাহে ৩৪ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। উত্তর ভারতে ভূমিকম্পে ২০ হাজার লোকের প্রাণনাশ হয়।

জাপানিসৈন্য পোর্ট আর্থার দখল করে। জাপানসাগরের জলযুদ্ধে নৌ-সেনাপতি এডমিরাল তোগো রুশীয় বাল্টিক নৌবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চেষ্টায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলে রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসান ঘটে। রাশিয়ায় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ৫০ হাজার ইহুদি নিহত হয়। রাশিয়ায় সংঘটিত হল 'ব্লাডি সানডে'র ঘটনা। এই ঘটনায় শান্ত মিছিলের ওপর জারের পুলিশ গুলি চালালে কয়েকশ' মিছিলকারী নিহত হয়। রাশিয়ার কলকারখানায় ঘর্মঘট পালিত হয়। ফলে রাশিয়ান শাসনতন্ত্র প্রণীত হল, প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হল।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিমিয়ার হীরকখনিতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হীরকখণ্ড 'দ্যা কলিনান' পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের 'রিলেটিভিটি তত্ত্ব' আবিস্কৃত হয়।

এ বছর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯ জানয়ারি), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

জন্মালেন কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল, জাঁ পল সার্ত্রে।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান এইচ. সিয়ন কিয়েউইৎস (১৮৪৬—১৯১৬)। উপন্যাসকার, পোল্যান্ডের অধিবাসী। কিয়েউইৎসকে পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'Beause of his outstanding merits as an epic writer'.

তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলি হল—'Quo vadis', 'The Lights of the Cross', 'The Lighthouse keeper'.

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি' ও 'বাউল', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপ সিংহ', জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'প্রবন্ধমঞ্জরী', রজনীকান্ত সেনের 'কল্যাণী'। প্রকাশ পেল শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সন্ধিক্ষণ' বের হল। বার্নার্ড শ'র 'Man and Superman', সরোজিনী নাইডুর কাব্য 'The Golden Threshold', জলধর সেন সম্পাদিত 'স্বদেশীগান সংগ্রহ', জাতীয় উচ্ছ্বাস', কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত 'স্বদেশী সংগীত' প্রকাশিত হল।

প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভাণ্ডার' নামক পত্রিকাটি।

১৯০৬। বয়স ৭ বছর

বাগানের মালী পত্নী-পুত্রহীন অলি মামুদ জীবনানন্দকে নানারকম লতা-পাতা, গাছ-গাছালির নাম শিখিয়েছিল; নানা ঋতুতে তাদের বৈশিষ্ট্যের কথাও শুনিয়েছিল সে পরম আন্তরিকতায়। অলি মামুদের মাধ্যমেই জীবনানন্দের সঙ্গে প্রকৃতির প্রথম পরিচয় গড়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪৫ বছর। কৃষি ও গো-পালন ক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রকে কলকাতা থেকে জাপানের পথে আমেরিকা রওনা করিয়ে দিলেন কবি। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে'র প্রথম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজপুরুষদের বসার জায়গা নিয়ে পুলিশ গুণ্ডামি করলে 'সাহিত্য সম্মিলন' পরিত্যক্ত হল।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ২২তম অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজীর 'স্বরাজ' ঘোষণা। বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ডাকাতি আরম্ভ হল। 'যুগান্তর সমিতি' গঠিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র ঘোষ—দু'ভাই 'যুগান্তর সমিতি' পরিচালনা করেন। বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে বৈপ্লবিকচিন্তা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পত্রিকাটি।

ঢাকায় অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক পুলিনবিহারী দাশ ও অধিনায়ক আনন্দ চক্রবর্তী। এই সমিতির দ্বারাই ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত হয় ঢাকা জেলার শশীমোহন সরকারের বাড়িতে। স্বদেশী বিপ্লবীদের দ্বারা জাতীয় কলেজ স্থাপিত। অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ।

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন সভায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিলে পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করে। পূর্ববঙ্গের বড়লাট ফুলার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে জামালপুর,

কুমিল্লা ও পাবনায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনকল্পে সবুজচন্দ্র মল্লিক ১ লক্ষ টাকা দান করেন। ৫০ বছর পর এই প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৪১ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থার বিপুল উন্নতি সাধন করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

হাওড়ার রেলস্টেশন তৈরির কাজ শেষ হয়। কলকাতায় তিলক 'শিবাজী উৎসব' উদ্বোধন করেন।

নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের উদ্যোগে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে এবং হাকিম আজমল খানের সমর্থনে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন নওয়াব মনসুরুল মুলক।

ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে সানফ্রান্সিসকো নগর বিধ্বস্ত হয়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির জয় হয়। শ্রমিকদের কাজের সময় নির্ধারিত হয় দৈনিক ১০ ঘন্টা।

এ বছর জন্মেছেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আবদুল কাদির, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সতীনাথ ভাদুড়ী, নাট্যকার নুরুল মোমেন, পাহাড়ী সান্যাল, বন্দে আলী মিয়া, মুহম্মদ এনামুল হক, রামকিঙ্কর বেইজ, শচীন দেববর্মন, স্যামুয়েল বেকেট।

ইবসেনের মৃত্যু হয় এ বছর। প্রখ্যাত বাঙালি ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসুরও মৃত্যু হয় এ বছর।

AMARBOI

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান জি. কারডুচি (১৮৩৫—১৯০৭)। ইতালির কবি তিনি।

তাঁর সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য ছিল—

> 'Not only in consideration of his deep learning and critical research but above all as a tribute to the creative energy, freshness of style. And lyrical course which characterised his poetic masterpiece'.

তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'Barbarian Odes', 'Hymn to Satan', 'New verses'.

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : এ বছর প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষ', 'খেয়া' ও 'নৌকাডুবি', সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাংলা অভিধান', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেণু ও বীণা'। প্রকাশ পায় যোসেফ কনরাডের 'লর্ড জিম' ও সাহিত্যে প্রথম নোবেল প্রাইজ বিজয়ী আর.এফ.এ. সুলী প্রুধোম-এর 'দ্য সাইকোলজি অব ফ্রি উইল'।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' প্রকাশিত হল। বের হল বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক 'বন্দে মাতরম্'।

১৯০৭। বয়স ৮ বছর

দূরের গ্রাম থেকে এক ফকির আসতো জীবনানন্দের বাড়িতে, সে যেন 'দীনতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি।' বাগানে কাজ করতে করতে জীবনানন্দকে হরেক রকম গল্প শুনাতো সে—শস্যের, ফসলের। মাটির কথা বলতে বলতে ফকির ঘাসের ওপর কাস্তে চালাতো। এ দেখে বালক জীবনানন্দ কাতর হয়ে উঠতেন। জীবনানন্দকে প্রবোধ দিয়ে ফকির বলতো—

> 'কিছু ভাববেন না খোকাবাবু, কয়েকদিনের মধ্যেই আবার খুব সুন্দর নরম কচি ঘাস হবে।' ['বাল্যস্মৃতি' : পৃ : ১৩২]

মা কুসুমকুমারীর কবিতা বালক জীবনানন্দকে খুবই বিভোর করে রাখতো। জীবনানন্দ লিখেছেন—

> "বিপাশার পরপারে হাসিমুখে রবি ওঠে' কবিতাটি প্রথম যখন আট ন'বছর বয়সে পড়েছিলাম তাঁর সব লেখার ভেতর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল; কবিতাটির নির্মল অর্থ নির্মলতর ভেতরের ধ্বনি—নদী-ধ্বনি আজও কানে বাজে, হৃদয়ে এসে লাগে।" ['আমার মা-বাবা', জীবনানন্দ দাশ]

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪৬। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন তিনি। এটি গ্যেটের 'Welt Literature'-এর অনুবাদ। শমীন্দ্রনাথকে দিয়ে শান্তি নিকেতনে ঋতু-উৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন কবি। শান্তিনিকেতন মন্দিরে ১৩ বছর বয়সি মীরার বিয়ে হয়, জামাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ের পরেই কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় প্রেরিত হন। মীরাসহ রবীন্দ্রনাথ বরিশালে আসেন এবং সেখান থেকে একা চট্টগ্রামে যান। রাজনৈতিক উন্মাদনা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্যে সকলে কবিকে নিন্দামন্দ করছে।

বন্ধু ভোলার সঙ্গে কবির ১১ বছর বয়সি কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে বেড়াতে গেল। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে সে সেখানেই মারা গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথ বেলা ও মীরাকে নিয়ে চলে গেলেন শিলাইদহে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ-গ্রন্থাগারে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' আবিষ্কার করেন। সংগৃহীত চর্যাপদের সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশ। এগুলো লিখেছিলেন ২৪ জন বৌদ্ধ কবি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে প্রথম বাঙালি গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন হরিনাথ দে।

ময়মনসিংহ ও জামালপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধে। 'সন্ধ্যা' নামক দৈনিকে প্রকাশিত একটি লেখার জন্যে ব্রহ্মবান্ধব অভিযুক্ত হন। মামলার শুনানির আগেই তিনি

মারা যান। 'যুগান্তর' সাপ্তাহিকের সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কারারুদ্ধ হন।

ডিসেম্বরে রেললাইনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছোটলাট এন্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা। সুরাটের ২৩তম কংগ্রেস অধিবেশন নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের হট্টগোলের কারণে ভেস্তে যায়। পাঞ্জাবে হিন্দুসভা গঠন। উত্তর পাঞ্জাবে রাওয়ালপিণ্ডির বিপ্লবীগণ একটি পোস্ট অফিস লুণ্ঠন ও একটি গির্জা বিনষ্ট করলে ইংরেজ গভর্নমেন্ট সন্দিহান হয়ে হিন্দু নেতা লালা লাজপৎ রায় ও শিখ নেতা অজিত সিংহকে নির্বাসিত করে। ভারতে 'Theosophical Society' প্রতিষ্ঠিত হয়, সভাপতি হন অ্যানি বেসান্ত। ভারতের সুবিখ্যাত চিত্রকর রবি বর্মার মৃত্যু হয়। বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন এ বছর মারা যান।

আগা খান মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচন দাবি করেন। ঢাকায় ষড়যন্ত্র মামলা হয়। 'ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিস্টার মি. গান্ধী ভারতীয় শ্রমজীবীদের সঙ্গে কারারুদ্ধ হন।

ইউরোপ দু'টো সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীজ রোপিত হল।

এ বছর জন্মেছেন অজিত দত্ত, সুনীলচন্দ্র সরকার, সত্যেন সেন, গোবিন্দচন্দ্র দেব, কবি সুফী মোতাহার হোসেন, মোরাভিয়া।

পরলোক গমন করেন সাহিত্যে প্রথম নোবেল প্রাইজ বিজয়ী আর.এফ.এ. সুলী প্রুধোম ও প্রসিদ্ধ বাঙালি কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান ইংল্যান্ডের কথাসাহিত্যিক রুডিয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫—১৯৩৬)।

কিপলিং সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য এ রকম—

> 'In consideration of the power of observation, orginality of imagination, virility of ideas and remarkable talent for narration which characterise the creations of this world-famous author.'

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল—'The Second Jungle Book', 'The Day's Work', 'Actions and Reactions', 'The Servant of a Dog'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : এ বছর রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশ পেল 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোক সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' ও 'চারিত্রপূজা'; বঙ্গবাসী কার্যালয় প্রকাশ করল 'বঙ্গভাষার লেখক'। প্রকাশিত হল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য', দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', বের হল বের্গসঁর 'ক্রিয়েটিভ ইভালুশান'।

১৯০৮। বয়স ৯ বছর

জানায়ারি মাসে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হল জীবনানন্দকে। বাবা এই স্কুলেরই শিক্ষক, সহকারী প্রধানশিক্ষক। কম বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তির বিরোধী ছিলেন সত্যানন্দ। তাই স্কুলে ভর্তি হতে এত দেরি হল জীবনানন্দের। মায়ের কাছে বাল্যশিক্ষা গ্রহণ। জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ দাশ 'জীবনানন্দ স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—

> 'দাদা আমার চেয়ে পুরো তিন বছরেরও বড়ো নন। শৈশবে ও কৈশোরে অনেক সময়েই আমি তাঁর সাথী ছিলাম। আমাদের শৈশব অত্যন্ত আনন্দে কেটেছে। বাবা কম বয়সে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করার বিরোধী ছিলেন। ছেলেবেলায় আমরা মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছি। সে পাঠ খুব বেশিক্ষণের জন্য নয়। খেলবার, বাগানে বেড়াবার, প্রজাপতির পেছনে দৌড়াবার, ঘুড়ি ওড়াবার প্রচুর অবকাশ ছিল।'

মা-বাবা এবং বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায়—এই তিনজন তাঁর জীবনে শিক্ষার ভিত্তি গড়েছিলেন। পিতার উপনিষদ-পাঠ ও মাতার গানের সুরে বালক জীবনানন্দের ভোরের ঘুম ভাঙতো। অলি মামুদ, ফকির, মোতির মা, মোতিলাল, শুকলাল প্রভৃতি পরিচারক-পরিচারিকার কাছে নানারকম কাহিনী ও ছড়া শুনতেন জীবনানন্দ। লাজুক স্বভাব তাঁর, কিন্তু খেলাধুলোয় নিমগ্ন, ভালো সাঁতারও কাটতে জানতেন।

বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষক ছিলেন রাখাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যানন্দ দাশ, হরিচরণ, কালীশ বিদ্যাবিনোদ, ভুবন ঘোষ, তারিণী সেন প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪৭। পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন কবি। কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যু হয়। মধ্যম-জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য হঠাৎ মারা যান। ক্ষিতিমোহন সেন বিশ্বভারতীতে যোগ দিলেন। রজনীকান্ত সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে।

মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণে দুই শ্বেতাঙ্গ মহিলা নিহত হয়। আততায়ী প্রফুল্ল চাকী আত্মঘাতী হন। তাঁর ধর থেকে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করে স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখে পুলিশ। ১৮ বছর বয়সে ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়লেন এবং ১১ আগস্ট তাঁকে ফাঁসি দেয়া হয়। বোমা বিস্ফোরণ ও হত্যার সমর্থনের অপরাধে তিলকের ৬ বছর কারাদণ্ড হয়। কলকাতার মানিকতলায় বোমা কারখানা আবিষ্কৃত হয়। অরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষসহ ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'বন্দে মাতরম্', 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা স্পষ্টতর হচ্ছে। গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিচ্ছে। ইংরেজ সরকার কর্তৃক আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের।

সংবাদপত্র আইন প্রণীত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলাসাহিত্য আবশ্যিক-পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়।

এ বছর জন্মালেন বুদ্ধদেব বসু (কুমিল্লা। পিতা : ভুবনচন্দ্র বসু ও মাতা বিনয়কুমারী), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী কাদের নেওয়াজ, শামসুন নাহার মাহমুদ।

১৯০৮-এ পরলোক গমন করেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় [মাইকেল মধুসূদন দত্ত যাঁকে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১) উৎসর্গ করেন] ও ক্ষুদিরাম বসু। ২০ মার্চ (৭ চৈত্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দ) কাজী নজরুল ইসলামের পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু হয়।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান রুডলফ্ অয়কেন (১৮৪৬—১৯২৬)। জার্মান দার্শনিক।

তাঁর সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য ছিল—

> 'In recognition of his earnest search for truth, his penetrating power of truth, his wide range of vision, and the warmth and strenght of presentation with ... in his numerous work he has vindicated and developed an idealistic philosophy of life'.

তাঁর বিখ্যাত রচনা হল—'Main Currents of Modern Thought', `The Truth of Religion', 'The Meaning and Value of Life' ইত্যাদি।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'প্রহসন', 'রাজা প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'শারোদৎসব', 'মুকুট', 'কথা ও কাহিনী', নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থ সলিল', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' ও 'মেবার পতন', বেগম রোকেয়ার 'Sultana's Dream' প্রকাশিত হল।

প্রকাশ পেল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মর্ডান রিভিউ'।

১৯০৯। বয়স ১০ বছর

বাবা সত্যানন্দ দাশের অসুস্থতার কারণে মামাবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে গিরিডিতে বেড়াতে গিয়ে সেখানে কিছুদিন থাকবার সুযোগ পান জীবনানন্দ। নতুন পরিবেশ বালক জীবনানন্দকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। উশ্রী নদীর ওপারের ঝুলন্ত সেতু, বালুতটের শিশির-ঝলমল হরিতকী বন তাঁর মর্মতলে জায়গা করে নিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪৮। রবীন্দ্র-জামাতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'Hillary Term' ব্যারিস্টারি শেষ করে বিলাত থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলকাতা হাইকোর্টে কাজও শুরু করেন তিনি। বেলার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন শরচ্চন্দ্র। সাড়ে তিন বছর পর রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন। পুত্রকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নৌকাযোগে জমিদারি পরিদর্শনে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটে নেপালচন্দ্র রায়ের। তাঁর পরিচয় হল নন্দলাল বসুর সঙ্গেও। 'গীতাঞ্জলি'র গান রচনা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাথে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ চরমে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন—

> "তুমি যেও না এখনি' বা 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না'
> ইত্যাদি লম্পটের গান।"

'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনে লিখলেন—

> 'এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।'

দশ বছর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেন। এবং সেই মক্তবেই শিক্ষকতা করার সুযোগ লাভ করেন।

বেগম রোকেয়া বিহারের ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন।

বেগম রোকেয়ার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন (১৮৫৮—১৯০৯) এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম বিহারের ভাগলপুরের এক খানদানি ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম পরিবারে। হাজী মহম্মদ মুহসীনের হুগলি কলেজে পড়াশোনা করেন তিনি। পরে পাটনা কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ পাস করেন। প্রথম স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর ১৮৯৮ সালে রোকেয়াকে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় রোকেয়ার বয়স ছিল ১৮ আর সাখাওয়াতের ৩৮। সাখাওয়াত অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭—১৮৯৪) পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাখাওয়াতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মুকুন্দদেব সাখাওয়াতকে 'মহাত্মা পুরুষ', 'মাতৃভক্ত', 'ত্যাগী', 'উদ্যমশীল', 'আত্মমর্যাদা সম্পন্ন' বলেছেন। সাখাওয়াতের কর্মজীবন নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি অ্যাসিস্টান্ট এবং কৃষি বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। এবং এই রোগেই ১৯০৯-এর ৩ মে কলকাতাতে তাঁর মৃত্যু হয়। সাখাওয়াত-রোকেয়ার দাম্পত্যজীবন পুরোপুরি সুখের ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর অনেক পরে দাম্পত্যজীবনের পীড়াদায়ক নিরানন্দ অভিজ্ঞতার কথা এক চিঠিতে রোকেয়া লিখেছিলেন—

> 'বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ Urine পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি।' ['পত্রে রোকেয়া পরিচিতি', মোশফেকা মাহমুদ, ঢাকা, ১৩৭১, পৃ. ১৫]।

সতীন-কন্যার বিরূপ আচরণ রোকেয়ার মনে এক গভীর ক্ষোভ ও বেদনার জন্ম দিয়েছিল।

বসন্তরঞ্জন রায়বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজপুতানা ও গুজরাটে ভাট-চারণদের

পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে। এবছরেই তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-এর বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

সতীশচন্দ্র আচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ডক্টরেট হন। 'হ্যামলেট' নাটকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী মঞ্চে প্রথম অভিনয় করলেন। বরিশালে বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অপরাধে দুর্গামোহন সেনকে একঘরে করা হল।

পারস্য-শাহ মুহম্মদ আলী সিংহাসনচ্যুত হয়ে রাশিয়ার ওডেসা বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়স্ক পুত্র আহমদ মির্জা রাজপদে অভিষিক্ত হলেন।

বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড মৃত্যুবরণ করেন। ফরাসি বৈমানিক লুই ব্লেরিয়ট বিমানে করে প্রথমবারের মতো ইংলিশ চ্যানেল পার হন। ফোর্ড কোম্পানি সাধারণের ব্যবহার্য মোটর গাড়ি প্রথম রাস্তায় নামাল।

এ বছর মৃত্যুবরণ করেন নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুইনবার্ন, মেরেডিথ।

আর যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা হলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ। এবছর জন্মালেন বিষ্ণু দে, [১৮ জুলাই, কলকাতার টেমার লেনের মাতুলালয়ে। পিতা: অবিনাশ চন্দ্র দে, মাতা: মনোহারিণী। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার পঞ্চম সন্তান]।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান সেলমা লাগেরলফ্ (১৮৫৮—১৯৪০)। ইনি প্রথম মহিলা নোবেল প্রাপক। সুইডেনের কথাকার তিনি।

তাঁর সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য এ রকম—

> 'Appreciation of the lofty idealism, vivid imagination and perfection that characterize her writings'.

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'Gosta Berlings Saga' (2 vols), 'Invisible Links', 'The Wonderful Adventures of Nils', 'Anna Svard'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' (১-৮), 'শব্দতত্ত্ব', 'ধর্ম', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'চয়নিকা', 'গান', 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'শিশু'। এ বছর প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—মীর মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবন', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ', দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতশিল্প'। প্রকাশিত হয় গলস্ওয়ার্দির 'স্ট্রাইফ', রাইনার মারিয়া রিলকের 'রিকুয়েমস্'।

১৯১০। বয়স ১১ বছর

জীবনানন্দ অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। ছেলেবেলায় খুব একটা বন্ধুবান্ধব ছিল না তাঁর। সে সময়ের উল্লেখযোগ্য দু'একজন বন্ধুর নাম —প্রমথনাথ দে, নগেন মুখোপাধ্যায়, হরিজীবন ঘোষ, বিমলেন্দু সেন, চন্দ্রবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে বিমলেন্দু সেন, চন্দ্রবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিজীবন ঘোষ জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারীকে 'মা' বলে ডাকতেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪৯ বছর। বাবার মত ২২ বছর বয়সে রথীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়। পাত্রী বাল-বিধবা প্রতিমা, গগনেন্দ্রনাথের বোন বিনয়নী দেবীর মেয়ে। ঠাকুর-পরিবারে এই প্রথম বিধবা বিয়ে হয়। এই বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উদ্যোগী ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে কেবলমাত্র মেয়েদের দিয়ে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করান রবীন্দ্রনাথ। এতে পুরুষ দর্শক ছিল না। কারণ তখনও পর্দা-প্রথা প্রকট।

'গীতাঞ্জলি' পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ৯০ দিনে 'গীতাঞ্জলি'র ১৩৭টি কবিতা-গান রচনা করেন। ৮ মে শান্তিনিকেতনে প্রথমবারের মত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয়।

আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নজরুলের পড়াশোনায় বাধা পড়ে। নজরুল মক্তবে শিক্ষক হিসেবে এক বছর পূর্ণ করেন। হাজি পালোয়ানের মাজার শরীফের খাদেমগিরি এবং পীরপুকুর মসজিদের ইমামতির কাজও করেন। এ সময় কিছুদিন বাসুদেব কবিয়ালের লেটোদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নজরুল।

এ বছর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সাভারকর গ্রেপ্তার হন। জলে ঝাঁপ দিয়ে যুদ্ধজাহাজ থেকে পলায়ন করেন সাভারকর। পরে ধৃত হয়ে ৫০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুলিন দাস গ্রেপ্তার হন। বিপ্লবী বীরেন সেন বাংলা পুলিশের ডি.এস.পি শামসুল আলমকে হত্যা করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সৈয়দ আমির আলী লন্ডন প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য নির্বাচিত হন।

তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামা পালিয়ে এসে কলকাতায় আশ্রয় নেন। ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাট হন তাঁর পুত্র পঞ্চম জর্জ।

দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভোটে জয় লাভ করে জেনারেল বোথা প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। ফ্রান্সে শ্রমিকদের বার্ধক্য-ভাতার প্রবর্তন হয়।

ভারতের দ্বাদশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিন্টো পদত্যাগ করেন। উক্ত পদে নিযুক্তি পান দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১৯১০ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের ভাইসরয় ছিলেন।

এ বছর জন্মেছেন অশোকবিজয় রাহা, বিমলচন্দ্র ঘোষ।

মারা গেলেন রজনীকান্ত সেন, রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ। মৃত্যুবরণ করেন লিও তলস্তয়, মার্ক টোয়েন।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান পল জোহান লাডুইগন হেইজ (১৮৩০-১৯১৪)। জার্মানির এই সাহিত্যিক একাধারে কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক। প্রাইজ দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটি তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন—

> 'As attribute to the consummate artistry, permeated with idealism which he has demonstrated during his long productive carrier as a lyric poet, dramatist, novelist and writer of world renowned short stories'.

তাঁর বিখ্যাত রচনা হল—'দ্য অ্যাংরি ওমান', 'স্প্রিং টাইম', 'বার্থ অব ভনাস', 'এগেইনস্ট দ্য স্ট্রিম'।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' (৯-১১), 'গোরা', 'গীতাঞ্জলি', ও 'রাজা' এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থরেণু'। প্রকাশ পায় মনীন্দ্রনাথ বসুর উপন্যাস 'সোফিয়া বেগম', পূর্ণচন্দ্র দাসের 'বন্দনা' কাব্য। গলস্‌ওয়ার্দির 'জাস্টিস' ও বের্গসঁ-এর 'টাইম অ্যান্ড ফ্রী উইল' প্রকাশ পেল।

সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার প্রকাশ।

এ বছর দু'টি বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়। বই দু'টি হল—সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' ও 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনকথা'।

১৯১১। বয়স ১২ বছর

ঘরকুনো স্বভাব জীবনানন্দের। নিরিবিলিতে থাকতে পছন্দ করেন বেশি। আবার খেলাধুলোতেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ। হা-ডু-ডু, কুস্তি, মার্বেল—সব রকম খেলাতে জীবনানন্দের দোসর অশোকানন্দ। মেজোকাকা চাকরি করতেন বনবিভাগে। একবার তাঁকে চিঠি লিখে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়ে নিয়েছিলেন জীবনানন্দ।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫০। শান্তিনিকেতনে কবির ৫০তম জন্মোৎসব পালিত হয়। কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইন ও জার্মান দার্শনিক কাউন্ট হের্সান কাইসার লিঙের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে।

আনন্দকুমার স্বামী অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহায়তায় রবীন্দ্র-কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। 'রাজা' নাটকের প্রথম অভিনয় হল। রচিত হল 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর'।

শিয়ারসোল হাইস্কুলে নজরুল প্রথমবার ভর্তি হন এবং ওই স্কুল ত্যাগ করেন। তারপর বর্ধমান জেলার মাথরুন গ্রামের নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক। এই বিদ্যালয়েও নজরুল বেশিদিন অধ্যয়ন করেননি।

ব্রিটিশ সরকার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে 'Companion of the Indian Empire' উপাধি দিলেন।

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হল। শিবদাস ভাদুড়ীর নেতৃত্বে খালি পায়ে ফুটবল খেলে মোহনবাগানের ছেলেরা বুটপরা সাহেবদের দল ইস্ট ইয়র্ককে হারিয়ে প্রথমবারের মত আই.এফ.এ শিল্ড পেলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি উত্তর কলকাতা গোয়াবাগান অঞ্চলে ঈশ্বরমিল লেনের পৈতৃকগৃহে জন্ম) প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে আই.এসসি পরীক্ষা পাস করেন।

সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে পঞ্চমবারের মত লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী 'মদিনা' নামক জাহাজে করে ইংল্যান্ড থেকে দিল্লী আসেন। দিল্লী দরবারে পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। সম্রাটের আদেশে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের কথা ঘোষিত হয়।

ইতালি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ত্রিপলি দখল করে। স্বদেশপ্রেমিক মিশরীয় বীর এরাবি পাশা ৬৯ বছর বয়সে মারা যান।

এ বছর জন্মগ্রহণ করেছেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, সুফিয়া কামাল, আবু জাফর শামসুদ্দীন, ওহীদুল আলম, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আশালতা সিংহ, দেবব্রত বিশ্বাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

মারা গেলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা। বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে'র মৃত্যু হল।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান বেলজিয়ামের নাট্যকার মরিস মেটারলিঙ্ক (১৮৬২—১৯৪৯)।

মেটারলিঙ্ক সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য—

> 'In appreciation of his many sided literary activities and especially of his dramatic works which are distinguishing by a wealth of imagination and by a poetic fancy which reveal sometimes in the guise of a fairy tale a deep inspiration while in a mysterious way they appeal to the readers' own feelings and stimulate their imagination'.

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল—'দ্য ইন্ট্রুডার', 'দ্য ব্লাইন্ড', 'দ্য সেভেন প্রিন্সেস', 'দ্য ব্লু বার্ড', 'দ্য লাইফ অব দ্য বী'।

প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' (১২-১৩) ও 'আটটি গল্প' বের হল। 'প্রবাসী'র ভাদ্র সংখ্যা থেকে 'জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকল। প্রকাশিত হল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত', কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্যগ্রন্থ 'উজানি', 'বনতুলসী' ও 'শতদল', অজিতকুমার দত্তের 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাব্য পরিক্রমা'। গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেল দীনেশচন্দ্র সেনের 'History of Bengali Language and Literature'.

শৈলেন্দ্রকুমার সরকারের নাটক 'সখের জলপান'কে ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে। নিষিদ্ধ হয় দেবীপ্রসন্ততন্ন রায়চৌধুরীর 'প্রসূন' নামক নিবন্ধ গ্রন্থটি, অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'দেব সমিতি বা সুরলোকে স্বদেশকথা', ভুবনমোহন দাশগুপ্তের 'আমরা কোথায়', গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মীর কাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী'।

১৯১২। বয়স ১৩ বছর

উচ্চবিদ্যালয়ে জীবনানন্দের প্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন রাখাল চট্টোপাধ্যায়, সহকারী প্রধানশিক্ষক ছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে সত্যানন্দ দাশ তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। সত্যানন্দ দাশ জীবনানন্দদের ইংরেজি পড়াতেন, জ্যাঠা হরিচরণ পড়াতেল অঙ্ক। সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন কালীশ বিদ্যাবিনোদ। বিদ্যাবিনোদ মশাইকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন জীবনানন্দ। স্কুলের অন্যান্য মাস্টার মশাইয়ের মধ্যে ভুবন ঘোষ, তারিণী সেনও জীবনানন্দকে খুব স্নেহ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫১। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র উদ্যোগে টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের ৫০ বছর জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উৎসব হল। এই উৎসব অভূর্তপূর্ব। ২৫ মে বি.এন. রেলওয়ের বোম্বে মেলে বিলেত যাত্রা করলেন রবীন্দ্রনাথ; সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। তখনও 'গীতাঞ্জলি' (Song offerings)-র সব কবিতা অনূদিত হয়নি। বিলেত যাত্রাপথে জাহাজে বসেও কবি অনুবাদে নিমগ্ন ছিলেন। নিজের সব অনুবাদ তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। অসিতকুমার চক্রবর্তী, কুমার স্বামীর তরজমাও তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। তাই তিনি নিজে অনুবাদে মনোযোগী হলেন। সোমেন্দ্রনাথ দেববর্মা লিখেছেন— নিজের কবিতাগুলোকে 'বিদেশী ভূষণে সাজাইয়া নিজের আনন্দে তিনি তন্ময় থাকিতেন।' লন্ডনে রোদেনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলি তাঁর হাতে দেন। তাঁর ঘরে বহু সাহিত্যিকের সামনে ইয়েটস্ 'Song offerings' থেকে আবৃত্তি করেন। এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এজরা পাউন্ড ও অ্যান্ড্রুজের আলাপ হয়। লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে নভেম্বরে ইয়েটস্-এর ভূমিকাসহ 'Gitanjali' প্রকাশিত হল, ৭৫০ কপি। আমেরিকায় প্রথমবারের মত 'Gitanjali'-র ৬টি কবিতা শিকাগোর 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

রেলের এক বাঙালি খ্রিস্টান গার্ড ঘোষ সাহেব নজরুলের গানে মুগ্ধ হয়ে নিজের বাসায় নজরুলকে বাবুর্চির কাজ দেন। নজরুল সে কাজ বেশি দিন করেননি। তারপর আসানসোলের এম. বখ্স-এর রুটির দোকানে ভৃত্যের চাকরি নেন নজরুল। এসময় পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর কাজী রফিজুল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের সূত্রে তাঁদের বাড়িতে পাঁচ টাকা বেতনের গৃহ-ভৃত্যের কাজ পান।

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর হয়। দিল্লীর রাজপথে শোভাযাত্রার সময় হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট লর্ড হার্ডিঞ্জ আততায়ীর নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন। বোমা নিক্ষেপকারী ছিলেন রাসবিহারী বসু ও তাঁর সঙ্গীরা।

সান ইয়েৎ সেনের নেতৃত্বে চীনে বিদ্রোহ শুরু হয়। রাজকীয় সেনাদল পরাজিত হলে চীনে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হয়। ইউয়ান-শি-কাই চীনের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন।

নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপের ভাসমান বরফস্তূপে ধাক্কা খেয়ে 'টাইটানিক' জলমগ্ন হয় (১৪ এপ্রিল রাত ১০টা)। ১ হাজার ৬ শত ৩৫ জন নরনারীর সলিল সমাধি হয়।

মিশরের মেম্ফিজ নগরের সাক্‌কারা অঞ্চলের ভূগর্ভে স্ফটিক প্রস্তরনির্মিত স্ফিঙ্কস্ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তিটি ১৪ ফুট উচ্চ; ওজন ৮০ টন। মূর্তিটির মাথা মানুষের মতো, শরীর শুয়েথাকা সিংহের মতো।

বলকান যুদ্ধ শুরু। মন্টেনেগ্রো, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও গ্রিসের মিলিত বাহিনীর কাছে তুর্কি সুলতানের পরাজয় ঘটে।

এ বছর জন্মেছেন সাগরময় ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল মিত্র, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, আয়োনেস্কো।

পরলোক গমন করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নটসূর্য), বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Andrew Lang.

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান জি. হাউপ্টম্যান (১৮৬২—১৯৪৬)। জার্মানির নাট্যকার।

হাউপ্টম্যান সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য এরকম—

> 'Primarily in recognition of his fruitful varied and outstanding production in the realm of dramatic art'.

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'The Weavers', 'The Sunken Bell', 'The Great Dream', 'Book of Passion'।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর', 'গল্প চারটি', 'জীবনস্মৃতি', 'অচলায়তন', 'ছিন্নপত্র', 'মালিনী' ও 'চৈতালি'। ইংল্যান্ড থেকে বের হল 'Song offerings'. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'গৌড়লেখমালা', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'নবীন সন্ন্যাসী', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা', ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'লন্ডন রহস্য' প্রকাশ পেল। বের হল

রবীন্দ্র-ব্যঙ্গ সমৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' নাটক। প্রকাশিত হল বার্নার্ড শ'র 'পিগম্যালিয়ন'।

১৯১৩। বয়স ১৪ বছর

স্কুলে উপরের ক্লাসে পড়বার সময় থেকেই জীবনানন্দ নিজের মধ্যে গাছ-ফুল-পাতার আকর্ষণ বোধ করতেন। টাকা জমিয়ে কলকাতার নার্সারি থেকে নানা রকম ফুলের চারা আনিয়েছিলেন। জুঁই, চামেলি, গন্ধরাজ, কাঁঠালিচাঁপা, রঙ্গন, নীলজবা, হাস্নাহেনা, কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গোলাপের চারাও ছিল সেখানে। গোলাপফুল ও কৃষ্ণচূড়ার জন্যে তাঁর বাগানটি বরিশালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সে সময়। জীবনানন্দ দাশের বরিশালের বাড়ির বিবরণ পাওয়া যায় এরকম—

> 'বগুড়া রোড আর গোরস্তান রোডের কোণে পাঁচ-ছ বিঘা জমি জুড়ে তাঁদের বসতবাড়ি, ফুল ফোটা কৃষ্ণচূড়া, বাতাবিলেবু, বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে পোড়োজমিতে সতেজ বেতবন আর কেয়াঝোপ, নারকেল সুপারির কুঞ্জ ঘেরা মাছের চোখের মতো ঝকঝকে একটি পুকুর, আম কাঁঠাল জামরুল লিচু সব বড় বড় গাছ, পরিচ্ছন্ন আঙিনার তিনদিকে আধা-শহুরে আধা-গ্রামীণ ধরনের কয়েকটি ছোট-বড় কামরাযুক্ত তিনটি পৃথক ভিটে বাড়ি।' ['জীবনানন্দ দাশ', প্রভাতকুমার দাস]।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫২। ছ'মাস আমেরিকায় ভ্রমণের পর লন্ডনে ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ। লন্ডনের হাসপাতালে অর্শ অস্ত্রোপাচার করলেন। ১ বছর ৪ মাস ১২ দিন পর ৪ অক্টোবর দেশে ফিরেন কবি। কলকাতায় এসে আত্মীয়দের মধ্যে বিরোধের কথা শুনে বিরক্ত হয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন তিনি। জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা ও জামাতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী জোড়াসাঁকোর বাড়ি ত্যাগ করে চলে যান। ১৪ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে নোবেল প্রাইজ পাবার খবর আসে। ইংরেজিতে অনূদিত 'গীতাঞ্জলি'র জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। সুইডিশ একাডেমির কাছে অন্যতম সম্ভাব্যপ্রার্থী টমাস হার্ডির বদলে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেন স্টার্জ মুর। এ ব্যাপারে রোদেনস্টাইন এবং ইয়েটস্ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১০ দিন পর কলকাতা থেকে ৫০০ শিক্ষিত ব্যক্তি এসে শান্তিনিকেতনে কবিকে সম্মান প্রদর্শন করে যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২৬ ডিসেম্বর) কবিকে D. Lit উপাধি দান করেন, নোবেল প্রাইজের ১,০৮,০০০ টাকা বিশ্বভারতীকে দিয়ে দিলেন কবি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

ঢাকা-জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ড পার্লামেন্টের সদস্য লর্ড হেডলীর সপরিবারে ইসলামধর্ম গ্রহণ। নতুন রাষ্ট্র আলবেনিয়ার জন্ম। আমেরিকা-প্রবাসী

ভারতীয় ছাত্র ও শ্রমিকরা 'গদর পার্টি' স্থাপন করেন। ভারত সরকার শিক্ষানীতির পরিবর্তন করে।

এ বছর জন্মেছেন পি.সি. সরকার, আলবেয়ার কামু।

পরলোক গমন করেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

এ বছর নোবেল পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)। ভারতবর্ষের কবি-নাট্যকার-কথাশিল্পী।

১৩ নভেম্বর সুইডিশ আকাডেমি রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রয়টারের টেলিগ্রামে জানা যায়—

> 'Stockholm, Thursday, Nov. 13/The Nobel Prize for literature for 1913 has been awarded to the Indian Poet Rabindranath Tagore.'

১৪ নভেম্বর সংবাদটি কলকাতা পৌঁছে। Empire নামে একটি সান্ধ্যদৈনিক ভারতবর্ষে প্রথম রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদটি প্রকাশ করে। সংবাদটি ছিল এই রকম—

> **æGreat honour for/Tagore/Nobel Prize conferred/**
> 'Largest contribution to/the common good'/ Reuter's service)/London, Thursday.'

এই পত্রিকা এই পুরস্কারকে 'epoch' বলে অভিহিত করেছে।

নোবেল পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ছিল ৮০০০ পাউন্ড।

তাঁর সম্পর্কে মন্তব্যে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'Because of his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse by which, with consummate skill, he has made his poetic thought expressed in his own English words a part of the literature of the West.'

রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেয়া হয় 'গীতাঞ্জলি' বা 'Song offerings' এর জন্যে। এর কবিতাগুলো কবির মূল বাংলা ৯টি কাব্যগ্রন্থ এবং ১টি নাটক থেকে তরজমা করা। 'গীতাঞ্জলি' থেকে ৫৩টি, 'গীতিমাল্য' থেকে ১৬টি. 'নৈবেদ্য' থেকে ১৫টি, 'খেয়া' থেকে ১১টি, 'শিশু' থেকে ৩টি, 'উৎসর্গ', 'স্মরণ', 'কল্পনা' ও 'চৈতালি' থেকে ১টি করে এবং 'অচলায়তন' নাটক থেকে ১টি কবিতা বা গানের অনুবাদ নিয়ে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র ১০৩টি কবিতা সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে আবার 'নৈবেদ্য'র দুটি কবিতা (৮৯ ও ৯০ সংখ্যক) ইংরেজি অনুবাদে একটি কবিতার রূপ পেয়েছে।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' প্রকাশিত হয়। ম্যাকমিলানের সুলভ সংস্করণে বের হয় রবীন্দ্রনাথের 'Gitanjali', 'গার্ডেনার', 'ক্রেসেন্ট মুন', 'গ্লিমসেস্ অব বেঙ্গল লাইফ'। প্রকাশ পায় প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ',

শরৎচন্দ্রের 'বড় দিদি', কামিনী রায়ের 'মাল্য ও নির্মাল্য', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম', ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা', নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির'। প্রকাশ পেল ডি.এইচ. লরেন্সের বিখ্যাত উপন্যাস 'সানস্ অ্যান্ড লাভার্স', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পালস্ অব বেঙ্গল'।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেন সম্পাদিত মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশ পেল। এবছরেই 'ভারতবর্ষ' প্রথম পুরোমাত্রার শারদীয় সংখ্যা হিসেবে বের হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০০। এতে লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। উল্লেখ্য, ১৩৬ বছর আগে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ বা ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১০ আশ্বিন কলকাতায় প্রথম পূজা সংখ্যা বের হয়েছিল। দাম ছিল মাত্র এক পয়সা। পত্রিকাটির নাম ছিল 'ছুটির সুলভ'। এটি ছিল কেশব সেন সম্পাদিত 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা।

১৯১৪। বয়স ১৫ বছর

স্কুলজীবনের শেষের দিকে সতীর্থদের নিয়ে জীবনানন্দ একটি সাহিত্যসভা গড়ে তুলেছিলেন। এতে মা কুসুমকুমারীর প্রশ্রয় ছিল। সেই সভার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন কুসুমকুমারী দাশ। ছেলে ও ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রামায়ণ-মহাভারতের নানা চরিত্র নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন কুসুমকুমারী। জীবনানন্দের পড়ার জন্যে মা একটি নির্দিষ্ট ঘর করে দিয়েছিলেন। ঘরটি ছিল ছোট, কিন্তু খুব সাজানো গোছানো।

জীবনানন্দকে বাবা সত্যানন্দ কিনে দেন নেলসন এনসাইক্লোপিডিয়া। এই সময়েই জীবনানন্দ পরিচিত হয়েছিলেন বায়রন (১৭৮৮—১৮২৪), শেলী (১৭৯২—১৮২২), কীট্স (১৭৯৫—১৮২১), ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০—১৮৫০), সুইনবার্ন (১৮৩৭—১৯০৯)-এর কবিতার সঙ্গে। মা পড়ে শোনাতেন নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫—১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৮—১৯২০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) প্রমুখ কবিদের কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৩। ২৯ জানুয়ারি গভর্নর লর্ড কারমাইকেল লাটভবনে সুইডেন থেকে প্রাপ্ত নোবেল প্রাইজের সোনার মেডেল ও ডিপ্লোমা রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন। ওই দিনের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় একটি বিজ্ঞপ্তি বের হয়—

> 'Rabindranath Tagore – A musical 'At Home' will be given by His Excellency and Lady Carmichael at Governor House, Calcutta on Thursday eening (today) when the governor will present the Nobel Prize to its distinguished

recipient Mr. Rabindranath Tagor."

সভায় উপস্থিত ছিলেন সুইডিশ কনসাল জেনারেল এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পিয়ার্সন প্রত্যাবর্তন করে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। 'বলাকা' কাব্যের প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান' লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' বের হলে তাতে ১২ মাসে ১২টি ছোটগল্প লিখলেন কবি।

লক্ষ্ণৌ-এ অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন রবীন্দ্রনাথ; গেলেন কলকাতায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ৫০তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন উৎসবেও।

কাজী রফিজুল্লাহ নজরুলকে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে ফ্রি-স্টুডেন্ট হিসেবে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করান। বার্ষিক পরীক্ষার পর উক্ত স্কুল ত্যাগ করলেন নজরুল।

পূর্ববঙ্গে ইংরেজ, পাঠান, শিখ, রাজপুত, মারহাট্টা ও গুর্খা সৈন্যের কৃত্রিম-যুদ্ধ প্রদর্শন করায় ইংরেজ সরকার। লর্ড হার্ডিঞ্জের চেষ্টায় দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর থেকে ৪৫ টাকা 'মুণ্ডকর' রহিত হল।

ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর কলকাতায় মারা গেলেন। পরলোক গমন করলেন উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ আলেম মৌলানা শিবলী নোমানী ও উর্দুকবি মৌলানা আলতাফ হুসাইন হালী।

অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ স্ত্রীসহ বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভুর রাজপথে জনৈক সার্বিয়ান যুবকের হাতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া-রাজ সার্বিয়া-রাজের কাছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এর প্রতিকার চান। কিন্তু সার্বিয়া-রাজ এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে শুরু হয়ে যায় প্রথম মহাযুদ্ধ। রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে, জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান অগ্নি ইউরোপের ৬টি দেশে বিধ্বংসী রূপ নেয়।

পাঞ্জাব বিপ্লবীদলের ৩ শ' ৭২ জন শিখ কানাডা থেকে 'কেমোগাটামারু' নামক জাহাজে করে এসে কলকাতার দক্ষিণে বজবজ নামক স্থানে অবতরণ করেন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৮ জন শিখ নিহত হন। হরদয়াল নাগ, অবনী মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবী নেতা জার্মানির সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

পানামা খালের উদ্বোধন হল। ফোর্ড মোটরকার কোম্পানি পৃথিবীতে প্রথমবারের মত শ্রমিকদের বোনাস দিল।

এ বছর জন্মেছেন বিরাম মুখোপাধ্যায়, আস্‌হাব উদ্দীন আহমদ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, জয়নুল আবেদিন।

১৯০৪ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী এইচ.পি. মিস্ত্রাল ও ১৯১০ সালে নোবেলজয়ী পল জোহান লাডুইগন হেইজ মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে এ বছর সাহিত্যে কোনো নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়নি।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশ পেল রবীন্দ্রনাথের 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' ও 'স্মরণ'; ইংরেজিতে বের হল 'দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার', 'সাধনা' ও 'কবীর'। শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিত মশাই' এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হল। প্রকাশ পেল পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের 'বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিবিলাস'। ২৭ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ' সমাপ্ত হল। বের হল প্রসন্নকুমার আচার্যের 'প্রাচীন ভারতীয় স্থপতিবিদ্যার অভিধান'। এই গ্রন্থটির জন্যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট উপাধি প্রদান করে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ', দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' প্রকাশিত হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কেচ বই রোদেনস্টাইনের ভূমিকায় সমৃদ্ধ হয়ে লন্ডন থেকে প্রকাশ পেল। বের হল ইয়েট্স-এর 'রেসপনসিবিলিটিজ'।

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' ও চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশিত হল।

১৯১৫। বয়স ১৬ বছর

বোন সুচরিতার জন্ম : ১ এপ্রিল ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ চৈত্র ১৩২১ বঙ্গাব্দ; বৃহস্পতিবার। সুচরিতা মৃত্যুবরণ করেন ২২ মে ১৯৮০, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ; বৃহস্পতিবার। সুচরিতার জন্মের সময় সত্যানন্দ দাশের বয়স ৫২ আর কুসুমকুমারীর ৪০। সুচরিতার ডাক নাম খুকু। জীবনানন্দ তাঁকে মাঝে মাঝে খুকি বলে ডাকতেন। খুকি চিরকুমারী। এম.এ. বিটি। ব্যক্তিজীবনে তমলুকের 'রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে'র প্রধানশিক্ষিকা ছিলেন। এই বৃহদায়তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। শেষ বয়সে ভারত সরকার প্রদত্ত শিরোপাও পেয়েছিলেন সুচরিতা। ১৯৫২ সালে ৩৭ বছর বয়সী সুচরিতার বর্ণনা পাওয়া যায় এরকম—

> 'ছোটখাট চেহারার মাঝারি মাপের ভদ্রমহিলা, চোখে পুরু চশমা, ব্যক্তিত্বদীপ্ত, পোষাকে আশাকে সুরুচিশোভন, বাঁ দিকে ঘাড় একটু কাৎ করে হাঁটেন।' ['আলেখ্যঃ জীবনানন্দ', ভূমেন্দ্র গুহ, পৃষ্ঠা. ১৩]

এ বছরই বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন থেকে জীবনানন্দ ম্যাট্রিক পাস করেন। প্রথম বিভাগে পাস করেন তিনি। পরীক্ষা দেয়ার বয়স পূর্ণ হয়নি বলে এক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে।

রবীন্দ্রনাথকে স্বরচিত কয়েকটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন জীবনানন্দ, দেখবার জন্যে। কবিতাগুলো সম্পর্কে রূঢ় মন্তব্যের উত্তর এল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> 'তোমার কবিত্বশক্তি আছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে। বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয়, বরঞ্চ উল্টো।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৪। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা এসে পিতার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন কবি। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ইংল্যান্ড হয়ে প্রথমবারের মত শান্তিনিকেতনে আসেন।

বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিদর্শনে আসেন ২০ মার্চ। এর আগে কোনো ব্রিটিশ রাজপুরুষ আশ্রমে আসেননি।

এন্ড্রুজ কলেরায় আক্রান্ত হলে রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় ভাল হয়ে উঠেন। বহু পরিজনসহ রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীর গেলেন। বিতস্তার নৌকাগৃহে রচনা করলেন 'বলাকা' কবিতাটি।

৩ জুন সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে 'Sir' উপাধি প্রদান করা হয়।

রানিগঞ্জের শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন নজরুল। মোহামেডান বোর্ডিং-এ নিখরচায় থাকতেন তিনি। দশম শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুলে পড়েছেন। রাজবাড়ি থেকে মাসিক সাত টাকার বৃত্তি পেতেন। এই সময়েই নজরুলের সঙ্গে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম.এসসি পরীক্ষায় মিশ্রগণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ভারতরক্ষা আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে শত শত যুবক গ্রেপ্তার হল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মিলন সাধনের চেষ্টা শুরু হল এ সময়। এম.এন. রায় অস্ত্র সংগ্রহার্থে বিদেশ গেলেন। উড়িষ্যা প্রদেশের উপকূলে জার্মান জাহাজ হতে অস্ত্র নামাতে গিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের বন্দুক যুদ্ধ হয়। এতে বাঘা যতীন ও চিত্ত নিহত হন। এ ধরনের সশস্ত্র আন্দোলন সাধারণ জনগণ দ্বারা নিরুৎসাহিত হচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বছর চলছে। রাশিয়া জার্মানি আক্রমণ করে পরাজিত হল। ইতালি আগমনকালে আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজ জার্মান সাবমেরিন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জলমগ্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ধীরে ধীরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ বছর জন্মেছেন প্রতিভা বসু, দিনেশ দাস, সুশীল রায়, চারু মজুমদার। মারা গেলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান রোঁমা রোঁলা (১৮৬৬—১৯৩৯)। ফ্রান্সের অধিবাসী। উপন্যাসকার, জীবনীকার ও দার্শনিক।

তাঁর সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য—

> 'As a tribute to the lofty idealism of his literature production and to the sympathy and love of truth, which he has described different types of human beings.'

রোঁমা রোঁলার বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখনীয়—'জাঁ ক্রিস্তফ', 'ডন', 'মর্নিং', 'বিপ্লব', 'দ্য মার্কেট প্লেস', 'লাভ এ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ', 'দ্য হাউস'।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের 'শান্তি নিকেতন' (১৪), কাব্যগ্রন্থ (১-৬ খণ্ড) প্রকাশ পেল। ইংরেজিতে বের হল 'দি মহারানি অব আরাকান'। প্রকাশ পেল কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাশীর কিঞ্চিৎ', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', দ্বিজেন্দ্রলালের 'গান', হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা : সেকালের ও একালের', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ', কালিদাস রায়ের 'ব্রজবেণু', শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গবাণী', জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহ নক্ষত্র', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলার ইতিহাস', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মণিমঞ্জুষা'। প্রকাশিত হল রোদেনস্টাইনের 'সিক্স পোর্ট্রেটস্ অব রবীন্দ্রনাথ', ডি.এইচ. লরেন্সের 'দি রেইনবো'। 'দি রেইনবো' অশ্লীলতার দায়ে ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ হল।

সুকুমার রায়ের সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকা ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা বের হল।

১৯১৬। বয়স ১৭ বছর

বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে আই.এ-তে ভর্তি হন জীবনানন্দ। অমিতানন্দ দাশের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়—১৯১৬ থেকে জীবনানন্দ ইংরেজিতে কবিতা লেখা শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৫। উত্তরবঙ্গের জমিদারি অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে কবি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন এবং প্রতিকারে নিমগ্ন হন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষ বসুর নেতৃত্বে ছাত্ররা অধ্যাপক ওটেনকে প্রহার করলেন। এতে শাসকগোষ্ঠী প্রকট নির্যাতন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করেন। রাসবিহারী বসু রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে কলকাতা থেকে জাপান পলায়ন করেন।

চতুর্থ বারের মতো রবীন্দ্রনাথ বিদেশ যাত্রা করেন, যান জাপান; সঙ্গে এন্ড্রুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে। জাপানে চিত্রশিল্পী তাইক্কান-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন কবি। তারপর জাপান থেকে আমেরিকা যান; আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃতা দেন।

লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ অধিবেশন বসে। স্বাক্ষরিত হয় লক্ষ্ণৌ চুক্তি। কংগ্রেস মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন মেনে নেয়। তিলক 'লোকমান্য' উপাধি পেলেন; জগদীশচন্দ্র বসু পেলেন 'স্যার' উপাধি। মুম্বাই-এ

প্রথম ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। বেসরকারি প্রচেষ্টায় প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপিত, নাম—'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'।

হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির সভায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমাণ করলেন—অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী মিথ্যে।

জার্মান সৈন্যরা ফ্রান্সের ভার্দুন নগরের ওপর প্রবল গোলাবর্ষণ করে। উত্তরসাগরের জলযুদ্ধে বহু ইংরেজ-জার্মান রণতরী জলমগ্ন হয়। জার্মান সাবমেরিনের টর্পেডোরের আঘাতে ইংল্যান্ডের সমর-সচিব লর্ড কিচ্‌নার সঙ্গীরাসহ নিহত হন। তুরস্ক রুমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ পদত্যাগ করেন। ভাইসরয় হয়ে আসেন লর্ড চেম্‌সফোর্ড।

এ বছর জন্মগ্রহণ করেন সমর সেন, কাননবালা দেবী, কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। পরলোক গমন করেন হেনরি জেমস্, ১৯০৪ সালে সাহিত্যে নোবেল জয়ী যোশে এচেগারে, ১৯০৫ সালে নোবেল জয়ী এইচ. সিয়ন কিয়েউইৎস।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান ডি. হেইডেনস্ট্যাম (১৮৫৯—১৯৪০)। উপন্যাসকার। সুইডেনের নাগরিক।

তাঁর সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য এ রকম—

> 'In recognition of his significance of the leading representative of a new era in Sweedish Literature.'

হেইডেনস্ট্যাম-এর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'The Pilgrimage of St. Bridget', 'The Tree of the folkungs', 'New Poem'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ (৮-১০), 'শান্তিনিকেতন' (১৫-১৭), 'ফাল্গুনী', 'ঘরে বাইরে', 'সঞ্চয়', 'পরিচয়', 'চতুরঙ্গ', 'গল্পসপ্তক', 'বলাকা' প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে প্রকাশ পেল 'ফ্রুট গ্যাদারিং', 'হাংরি স্টোন অ্যান্ড আদার স্টোরিজ', 'অ্যাস্ট্রে বার্ডস'।

বের হল শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভ্র আবীর', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কাঞ্চনমালা'। প্রকাশিত হল জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা', প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারি কথা'। প্রকাশ পায় রমাপ্রসাদ চন্দের 'ইন্ডো-এরিয়ান রেসেজ', জেমস্ জয়েসের 'পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট এ্যাজ এ ইয়ং ম্যান' এবং রোঁমা রোঁলার 'অ্যাবাভ দি ব্যাটল ফীল্ড'।

১৯১৭। বয়স ১৮ বছর

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন জীবনানন্দ, প্রথম বিভাগে। ইন্টারমিডিয়েটে তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজি, বাংলা, কেমিস্ট্রি।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৬। আমেরিকা থেকে জাপান প্রত্যাবর্তন করেন কবি। এর পর পিয়ার্সনকে জাপানে রেখে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ।

'সবুজপত্রে'র জন্যে প্রথম চলতি ভাষায় গল্প লিখলেন—'পয়লা নম্বর'। গো-কোরবানীকে উপলক্ষ করে বিহারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধলে কবি 'ছোটো ও বড়ো' নামক প্রবন্ধটি লিখলেন। আমেরিকার লিন্‌কলন শহর থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া একটি ট্রেডল মেশিন দিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রেস স্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ।

শিয়ারসোল স্কুলে প্রি-টেস্ট দিয়ে নজরুল ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। শৈলজানন্দও বাঙালি পল্টনে যোগ দিতে যান। কিন্তু প্রভাবশালী মাতামহের তদবিরে শেষ পর্যন্ত শৈলজানন্দকে ফিরতে হয়। নজরুল পল্টনে যোগ দিয়ে প্রথমে লাহোরে এবং পরে নৌশেরাতে যান। তিন মাস ট্রেনিং-এর পরে করাচি সেনানিবাসে গেলেন। কর্মদক্ষতার জন্যে ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে দ্রুত উন্নীত হন নজরুল। করাচিতে থাকার সময়েই সাহিত্যচর্চায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হন তিনি। সেনানিবাসে জনৈক পাঞ্জাবি মৌলভীর সহায়তায় ফার্সি কবিদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো পাঠ করেন নজরুল।

ভারত সচিব মি. মন্টেগু ভারত সফরে এলেন। বঙ্গদেশের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল পদত্যাগ করলে উক্ত পদে লর্ড রোনাল্ডশে নিযুক্তি পান।

লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবে লেনিনের জয় হয়। বিপ্লবের ফলে সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের হল।

মহাসমরের তৃতীয় বছর চলছে। প্রায় আড়াই বছরের যুদ্ধে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার রুশ সৈন্য নিহত হল। রাশিয়া যুদ্ধ থেকে বিরত হল। আমেরিকা, জাপান, চীন বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিল। তুরস্কের সৈন্যদের হাতে ইংরেজ জেনারেলরা পর্যুদস্ত হতে লাগল নানা সমরক্ষেত্রে।

এ বছর জন্মেছেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, বিনয় ঘোষ।

মারা গেলেনে অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান দুজন—কার্ল গিবল্লেরাগ (১৮৫৭—১৯১৯) এবং হেনরিক পন্টাপপিদান (১৮৫৭—১৯৪৩)। ডেনমার্কের অধিবাসী কার্ল মূলত কবি। হেনরিকের লেখালেখিও ডেনমার্ককে নিয়ে।

কার্ল সম্পর্কে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his varied and rich poetry which is inspired by lofty ideas'.

আর হেনরিককে পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটির মন্তব্য ছিল এ রকম—

> 'For his authentic description of present-day life in Denmark'.

কার্ল-এর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'অ্যান আইডিয়ালিস্ট', 'এ ক্লাসিক্যাল মাউথ', 'ওয়ান্ডার ইয়ার', 'দ্য বুক অব মাই লাভ'।

হেনরিকের প্রখ্যাত বইগুলো হল—'দ্য প্রমিস্‌ড ল্যান্ড', 'চিলড্রেন অব দ্য সয়েল', 'লাকি পেটার', 'কিংডম অব দ্য ডেড'।

প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রকাশ পেল। ইংরেজিতে প্রকাশিত হল 'সাইকল অব স্প্রিং', 'মাই রেমিনিসেন্সেস', 'স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড আদার প্লেজ', 'পার্সন্যালিটি', 'ন্যাশনালিজম'। বের হল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্তঃ ১ম পাঠ', 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'শব্দকথা', দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীকথা', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরগাছা', বীরবলের 'হালখাতা', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে'। এলিয়টের '**প্রুফ্রক**' এবং ভ্যালেরির 'La Jeune Parque' প্রকাশিত হল।

১৯১৮। বয়স ১৯ বছর

বি.এ পড়বার উদ্দেশ্যে জীবনানন্দ দাশ কলকাতায় এসে প্রাচীন ও অভিজাত প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। আবাসিক ছিলেন অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলের। সত্যানন্দের সঙ্গে বরিশালস্থ মিশনের সুসম্পর্কের সুবাদে জীবনানন্দ অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৭। আন্তঃপ্রাদেশিক ভাব বিনিময়ের ভাষা হিসেবে হিন্দিকে সমর্থন করে শান্তিনিকেতন থেকে কবি গান্ধীকে পত্র দিলেন। এও জানালেন যে, জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেলেও শেষ পর্যন্ত কবির যাওয়া হল না। এ সময় চীনে পিয়ার্সনকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিল।

১৩ মে বড় মেয়ে বেলার মৃত্যু হয়। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' নামক পত্রগুলো কবি রাণু মুখার্জীকে লিখছেন। প্যাটেলের 'অসবর্ণ বিবাহ বিলে'র সমর্থনে খোলা চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল ২৩ ডিসেম্বর।

করাচির সেনানিবাসে 'ব্যথার দান' গল্পটি লিখলেন নজরুল।

কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হল। 'মন্টেগো-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে ভারতীয়রা অসন্তুষ্ট হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যাপারে বাঙালি মুসলমানরা নিস্পৃহতা প্রকাশ করে।

প্রথম সর্বভারতীয় অনুন্নত শ্রেণীর সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনের সূত্র ধরেই গান্ধীজীর 'হরিজন আন্দোলন' গড়ে ওঠে।

রাশিয়ায় জার নিহত হন, কমিউনিস্টদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বলশেভিক

গভর্নমেন্টের সঙ্গে জার্মানির সন্ধি হয়। ব্রিটেনে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়।

জার্মানির বিমানবহর লন্ডন ও প্যারিস নগরে বোমাবর্ষণ করলে বহুলোক হতাহত হয়। জার্মানসৈন্য বেলজিয়ামের উপকূলভাগ ত্যাগ করে। ইংরেজসৈন্য সিরিয়ার আলেপ্পো নগর অধিকার করে। মিত্রবাহিনী কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে। হাঙ্গেরি অস্ট্রিয়ার অধীনতা অস্বীকার করল। মিত্রপক্ষ জার্মানিতে প্রবেশ করল। অবরোধের ফলে জার্মানির অভ্যন্তরে বিপুল অব্যবস্থার সৃষ্টি হল। সমগ্র জার্মানিতে বিপ্লব হল। জার্মান-সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সপরিবারে হল্যান্ড পলায়ন করলেন। ইউরোপের সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হল।

এ বছর জন্মেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সরদার জয়েনউদ্দীন।

পরলোক গমন করলেন স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে এ বছর কোনো নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়নি।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের 'গুরু', 'পলাতকা' প্রকাশিত হল। ইংরেজিতে বের হল 'লাভার্স গিফ্‌ট অ্যান্ড ক্রসিং', 'মাসি অ্যান্ড আদার স্টোরিজ', 'স্টোরিজ ফ্রম টেগোর', 'প্যারটস্ ট্রেনিং'। প্রকাশ পেল জলধর সেনের 'এক পেয়ালা চা', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ', কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে', শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যায়ের 'দত্তা', নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী'।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত 'সওগাত' পত্রিকা প্রকাশিত হল।

১৯১৯। বয়স ২০ বছর

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ পাস করেন জীবনানন্দ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার ১৩২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় জীবনানন্দের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হল। কবিতার নাম—'বর্ষ আবাহন'। কবিতাটির শেষে কবির নামের পরিবর্তে শুধু 'শ্রী' উল্লিখিত হয়। সম্ভাবনাময় এক তরুণ কবির আত্মপ্রকাশের প্রোজ্জ্বল অভিব্যক্তিতে 'বর্ষ আবাহন' কবিতাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

কবিতাটির পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ১৬। কবিতাটি এ রকম—

'ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে
দীপ্ত-নীলে, শুভ্র রাগে

প্রভাত রবি উঠ্‌ল জেগে
দিব্য পরশ পেয়ে।

নাই গগনে মেঘের ছায়া
যেন স্বচ্ছ স্বর্গকায়া!
ভুবনভরা মুক্ত মায়া
মুগ্ধ-হৃদয় চেয়ে।

অতীত নিশি গেছে চলে
চির-বিদায়-বার্তা বলে,
কোন আধারের গভীর তলে
রেখে স্মৃতি-লেখা।

এসো এসো ওগো নবীন,
চলে গেছে জীর্ণ মলিন
আজকে তুমি মৃত্যু-বিহীন
মুক্ত সীমা-রেখা।’

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৮। সুরেন্দ্রনাথ করকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত দক্ষিণ ভারত সফরে যান কবি। বেশ কয়েকটি জনসভা ও ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিলেন। ঘুরলেন কোয়াম্বাতুর, পলিঘাট, সালেম, তরুচিরপল্লী, তাঞ্জোর, মাদুরা, মদনাপল্লী ইত্যাদি স্থান। কিন্তু মাদ্রাজের বর্ণহিন্দুরা কবির বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করলেন। কারণ, তিনি প্যাটেলের অসবর্ণ বিবাহ বিলে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে এম্পায়ার থিয়েটারে ইংরেজিতে বক্তৃতা করলেন কবি।

১৩ এপ্রিল অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ডায়ারের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে ৩৭৯ জনকে নিহত এবং ১২০০ জনকে আহত করে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৩০ মে রবীন্দ্রনাথ ‘স্যার’ উপাধি বর্জন করে বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে খোলা চিঠি লিখলেন।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত ‘সওগাতে’ (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) নজরুলের ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’ প্রকাশ পায়। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প এবং প্রথম মুদ্রিত রচনাও বটে। ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’র শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায় নজরুলের ‘মুক্তি’ কবিতটি বের হয়। এ বছরেই ‘সওগাতে (কার্তিক ১৩২৬) তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ‘তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা’ প্রকাশিত হয়। এই বছরে করাচিতে থাকার সময় তিনি ‘রিক্তের বেদন’ গ্রন্থের গানগুলো এবং ‘বাঁধনহারা’ পত্রোপন্যাসের অনেকটা অংশ লেখেন। ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’র কার্তিক সংখ্যায় (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) ‘হেনা’ গল্প এবং মাঘ সংখ্যায় ‘ব্যথার দান’ গল্প প্রকাশিত হয়।

ভারত-সচিব লর্ড মন্টেগু ও গভর্নর জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের রিপোর্টের ভিত্তিতে ‘ভারত শাসন আইন’ রচিত হল। বিনা বিচারে আটক করার জন্যে ‘রাউলাট অ্যাক্ট’ বিধিবদ্ধ হল। ফলে সমগ্র ভারতব্যাপী হরতাল পালিত হল।

এটাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন। এ বছরেই শিক্ষা বিষয়ে স্যাডলার কমিশন গঠিত হয়। এম.এন. রায়ের উদ্যোগে সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরে মেক্সিকোতে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়।

ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে জার্মান ও মিত্রপক্ষের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হল। মহাযুদ্ধে জয়লাভ করায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে 'বিজয় উৎসব' পালিত হল। জার্মানির কাছ থেকে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো কেড়ে নেয়া হল, জার্মানির সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দেয়া হল; ট্যাঙ্ক, কামান, বিষবাষ্প ও বিমাননির্মাণ জার্মানিতে নিষিদ্ধ করা হল। জার্মানিতে নাৎসি দলের অভ্যুত্থান হল। ভবিষ্যৎ-যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 'লীগ অব নেশনস্'-এর জন্ম হল।

এ বছর জন্মেছেন মনীন্দ্র রায়, বাণী রায়, খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী, সিকানদার আবু জাফর, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবু রুশদ।

মারা গেলেন অক্ষয়কুমার বড়াল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯১৭ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী কার্ল গিবল্লেরাগ।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন কার্ল স্পিটলার (১৮৪৫—১৯২৪)।

কার্লকে পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটি লেখেন—

> æIn special appreciation of his epic – 'Olympian Spring"

তাঁর বিখ্যাত রচনাসমূহ হল—'বাটার ফ্লাই', 'ওলিম্পিয়ান স্প্রিং'।

প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাপান যাত্রী' প্রকাশিত হল। ইংরেজিতে প্রকাশ পেল 'দি সেন্টার অব ইন্ডিয়ান কালচার', 'দি হোম অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সিন্দুর কৌটা', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের মহাভারত', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঙ্ক তিলক', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'হসন্তিকা' প্রকাশ পেল। বের হল ইয়েটস্-এর 'দি ওয়াইল্ড সোয়ানস্ অ্যাট কূলি'।

১৯২০। বয়স ২১ বছর

প্রেসিডেন্সি কলেজেই এম.এ পড়া শুরু করলেন জীবনানন্দ। একই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগেও ভর্তি হন তিনি। অনুমান করা যায়—তাঁর মত লাজুক প্রকৃতির ছাত্র আইন পড়তে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পাওয়ার ভরসায়। মা চেয়েছিলেন কাকা ব্রহ্মানন্দ বা পিসতুতো বোন অমিয়ার স্বামী ব্রজসুন্দর রায়ের বাড়িতে থেকে জীবনানন্দ এম.এ এবং ল' পড়ুন। কিন্তু জীবনানন্দের এটা পছন্দ হয়নি। মাকে গোপন ইচ্ছের কথা লিখলেন—

> 'বাবা আসিয়া এখানে একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিতে পারিতেন

কিনা তা-ই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু সেসব স্বপ্ন সুদূরপরাহত।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৯। বিশ্বভারতী সংগঠনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে ব্যস্ত। পশ্চিম ভারত সফর করতে গিয়ে সরবমতীতে গান্ধীজীর আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ একদিন থাকলেন।

১১ মে তিনি রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে নিয়ে পঞ্চমবারের মতো বিদেশ ও চতুর্থবারের মত ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করলেন। জাহাজে সহযাত্রী ছিলেন মহামান্য আগা খাঁ। আগা খাঁর সঙ্গে হাফিজ ও সুফিধর্ম বিষয়ে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ আনন্দ লাভ করলেন।

ইংল্যান্ডের প্লিমাউথ বন্দরে অবতরণ করলে দীর্ঘ ৪ বছর পর বন্ধু পিয়ার্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে কবির। 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করার কারণে লন্ডনের ইংরেজ বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিকভাবে সমাদর করলেন না। ক্ষুব্ধ চিত্তে ইংল্যান্ড ত্যাগ করে ফ্রান্সের প্যারিসে উপস্থিত হলেন কবি। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়ায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাকে লন্ডনে রেখে গেলেন। প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ **'ফাউস্ট'**-এর অভিনয় দেখলেন।

পরে পিয়ার্সন ও কেদারনাথ দাশগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয়বারের মতো আমেরিকায় গেলেন। সেখানেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঠাণ্ডা আচরণ প্রদর্শিত হল। কোথাও থেকে কোনো আহ্বান নেই। নভেম্বরে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ইউরোপ থেকে নিউইয়র্কে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে দিলে নজরুল কর্মহীন হয়ে পড়েন। কলকাতায় ফিরে শৈলজানন্দের সঙ্গে মেসে বসবাস শুরু করেন নজরুল। কিন্তু মুসলমান বলে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মেস থেকে বিতাড়িত হন নজরুল। এরপর মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন তিনি। পারিবারিক কারণে চুরুলিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু। ৬০ টাকা বেতনে 'নবযুগে' নজরুলের কর্মজীবনের সূচনা।

খিলাফৎ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ—এ দু'টো অন্যায়ের প্রতিবাদে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। এতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সাড়া দিল।

লর্ড সিন্‌হা উড়িষ্যা-বিহার অঞ্চলের ছোটলাট নিযুক্ত হলেন। এ পদে প্রথম ভারতীয় তিনিই। বিদেশের মাটি তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হল। প্রধান উদ্যোক্তা মানবেন্দ্রনাথ রায়। সুভাষচন্দ্র বসু আই.সি.এস হলেন। ভারতের প্রসিদ্ধ জননেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু হয়।

বাণিজ্যিকভাবে রেডিওর উৎপাদন শুরু হয় এ বছর।

তৎকালীন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পশ্চিম ভারত থেকে প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান আফগানিস্তানে চলে যায়। ইউরোপীয় খ্রিস্টান শক্তিপুঞ্জ তুর্কি সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। ফলে

ব্রিটিশরা ইরাক ও দার্দানেলিসের এবং ফরাসিরা সিরিয়ার কর্তৃত্ব লাভ করে।

মৌলানা মুহম্মদ আলী ও অন্যান্য নেতা ইউরোপ গিয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালির রাজশক্তির সঙ্গে কথা বলে 'খেলাফত' রক্ষা করার চেষ্টা চালান এবং ব্যর্থ হন।

৭২ দিন কঠোর অনশন ব্রত পালন করে 'সিন্‌ফিন্‌' নেতা লর্ড ময়ের কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করলে আইরিশ বিদ্রোহ ভীষণাকার ধারণ করে।

এ বছর জন্মালেন তরুণ কথাসাহিত্যিক সোমেন চন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আবদুল আহাদ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আর পরলোক গমন করলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, বাল গঙ্গাধর তিলক।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ন্যুট হ্যামসুন (১৮৫৯—১৯৫২)। নরওয়ের অধিবাসী, ঔপন্যাসিক।

ন্যুট হ্যামসুনকে যে কারণে নোবেল প্রাইজ দেয়া হল, তা এ রকম—

æFor his monumental work 'Growth of the Soil".

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'গ্রোথ অব দ্যা সয়েল', 'হাংগার', 'দ্য মিসটিরিয়াস ম্যান', 'দ্য রিং ইজ ক্লোজড', 'ভিক্টোরিয়া', 'নিউ আর্থ', 'গেম অব লাইফ'।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের 'অরূপ রতন' ও 'পয়লা নম্বর' প্রকাশিত হল। প্রকাশ পেল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নানা চিন্তা', 'প্রবন্ধমালা' ও 'কাব্যমালা'। বের হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি', শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', নগেন্দ্রনাথ সেনের 'মধুস্মৃতি', অনুরূপা দেবীর 'মা', সরোজিনী নাইডুর কাব্য 'The Bird of Time', এইচ.জি. ওয়েলসের 'দি আউটলাইন অব হিস্ট্রি'।

'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশিত হল মুজফ্‌ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রণোদনায়। এটি সান্ধ্য দৈনিক, মালিক ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক। ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতার কারণে 'নবযুগ' পত্রিকার প্রকাশ পরে স্থগিত হয়ে যায়।

১৯২১। বয়স ২২ বছর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যে জীবনানন্দ এম.এ. পাস করেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে। আইন পরীক্ষা দেননি। এম.এ এবং ল' পড়বার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসে তাঁর আর এক বাল্য-সহপাঠী হরিজীবনও থাকতেন। এম.এ পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে 'ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি' রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন জীবনানন্দ। তাই পরীক্ষায় আশানুরূপ ভাল ফল করতে পারলেন না। আশানুরূপ ফল করতে

না পারার আশঙ্কায় পরীক্ষায় বসতে চাননি তিনি। কিন্তু পিতা সত্যানন্দের চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসেন জীবনানন্দ।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬০। এ বছর নিউইয়র্কে হেলেন কেলারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ঘটে। লেনার্ড এল্‌মহার্স্টের সঙ্গেও প্রথম পরিচয় হয় এ সময়। নিউইয়র্ক থেকে সিকাগো হয়ে ইংল্যান্ড ফিরে এলে 'স্যার' উপাধি ত্যাগের অজুহাতে ইংরেজরা তাঁর প্রতি উদাসীন মনোভাব দেখিয়ে যেতে থাকে। ইংল্যান্ড থেকে বিমানযোগে প্যারিস এলেন ১৬ এপ্রিল। এটাই তাঁর বিমান যাত্রার প্রথম অভিজ্ঞতা। প্যারিসে রোঁমা রোঁলা ও প্যাট্রিক গেডিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রবীন্দ্রনাথের। ম্যুনিকে টমাস মানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর। ভিয়েনায় এলে উইনটারনীজের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে কবির। বিদেশ থেকে ১৬ জুলাই দেশে ফিরলেন রবীন্দ্রনাথ। অসহযোগ আন্দোলনকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন না করায় গান্ধী ও অন্যান্যের সমালোচনার সম্মুখীন হলেন কবি।

পাঁচ বছর পর পিয়ার্সন ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে, এল্‌মহার্স্ট এসে ভার নিলেন শ্রীনিকেতনের। তিনিই বিশ্বভারতীর প্রথম ভিজিটিং প্রফেসর। ইনি বিশ্বভারতীতে চীনা ও তিব্বতি ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম চর্চার সূত্রপাত করলেন। ২৩ ডিসেম্বর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন হল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংল্যান্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি মেম্বার নির্বাচিত হন। ১৮ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দেন তিনি। ৩০ জুন ১৯২৪ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের ৬০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আশীর্বাণী রচনা করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা যান। কান্দিরপাড়ের সেনগুপ্ত পরিবারের গিরিবালা দেবী ও আশালতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে নজরুলের। এরপর আলী আকবরের সঙ্গে দৌলতপুর চলে যান। সেখানে সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিসের প্রেমে আপ্লুত হন নজরুল। নার্গিসের সঙ্গে বিয়ে হয়। কন্যাপক্ষের একটি শর্ত নিয়ে নজরুলের সঙ্গে কন্যাপক্ষের মতান্তর হয়। শর্তটি হল—বিয়ের পর নজরুল স্ত্রী নার্গিসকে নিয়ে দৌলতপুর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারবেন না। বিয়ের রাতেই (১৭ জুন) বিয়ের আসর থেকে উঠে পায়ে হেঁটে নজরুল কুমিল্লা শহরে চলে আসেন।

শান্তিনিকেতনে নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ। সাক্ষাতে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে 'আগমনী' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ৩/৪ তালতলা লেনের বাসায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করলেন নজরুল।

ভারতে অসহযোগ আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছে। অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে নিন্দিত হয়ে বিপিনচন্দ্র পাল রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু আই.সি.এস প্রত্যাখ্যান করলেন।

স্যাডলার কমিশনের সুপারিশক্রমে আলীগড়, লক্ষ্ণৌ ও ঢাকা নগরে

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। চীনে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হল। ভারতের গভর্নর জেনারেল চেমস্‌ফোর্ড পদত্যাগ করলে লর্ড রিডিং উক্ত পদে নিযুক্তি পান।

দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে মফ্‌লা জাতি তৃতীয় বারের মতো ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। তারা সরকারি অফিস-আদালতে আগুন লাগায়, রাজকোষ লুণ্ঠন করে। মালাবারে সামরিক আইন জারি হয়।

চাঁদপুর রেলস্টেশনে জমায়েতকৃত ৪ হাজার শ্রমিকের ওপর গুর্খা সৈন্যরা অত্যাচার করলে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের সমস্ত দেশীয় কর্মচারী ধর্মঘট করে।

ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বোম্বাই-এ এলেন। এই উপলক্ষে শোভাযাত্রার সময় কংগ্রেসীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হলে কিছু মানুষ হতাহত হয়। ফলে সমগ্র ভারতে হরতাল পালিত হয়। যুবরাজ কলকাতায় পৌঁছালে পুনরায় ভারতব্যাপী হরতাল পালিত হয়।

ব্রিটিশ-ভারতে ষষ্ঠ বারের মতো লোকসংখ্যা গণনা করা হয়।

এ বছর জন্মেছেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু , আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিম, আইনজ্ঞ গাজী শামছুর রহমান, সত্যজিৎ রায়, আবদুল গনি হাজারী, পটুয়া কামরুল হাসান।

মারা গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান আনাতোল ফ্রান্স (১৮৪৪—১৯২৪)। কবি ও নাট্যকার। ফ্রান্সের নাগরিক তিনি।

তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'In recognition of his brilliant literary achievement which are characterised by nobility of style, magnimous human sympathy, charm and a true French temper.'

তাঁর বিখ্যাত রচনা – 'The Crime of Sylvestre Bonnard', 'The God of Athurist'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের 'ঋণশোধ' প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে বের হয় 'গ্রেটার ইন্ডিয়া', 'দি রেক', 'পোয়েমস্‌ ফ্রম টেগোর', 'গ্লিমসেস অব বেঙ্গল', 'দি ফিউজিটিভ' ও 'থট রেলিকস্‌'। প্রকাশ পায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর', উপন্দ্রেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্বপ্নবাণী', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'A brief Sketch of Bengali Phonetics', বেগম রোকেয়ার 'মতিচূর' (দ্বিতীয় খণ্ড), আলডুস হাক্‌স্‌লির 'ক্রোম ইয়োলো', ডি.এইচ. লরেন্সের 'উইমেন ইন লাভ'।

মুন্সী আবদুল হান্নান চৌধুরীর 'খিলাফৎ কবিতা' ও চন্দ্রনাথ দাসের 'মহাত্মা গান্ধীর কবিতা' নিষিদ্ধ করল ইংরেজ সরকার।

১৯২২। বয়স ২৩ বছর

কলকাতার সিটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের ‘টিউটর’ পদে যোগদান করেন জীবনানন্দ। তাঁর কর্মজীবনের সূচনা এখানেই। থাকতেন হ্যারিসন রোডের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ। বরিশাল থেকে অশোকানন্দ গণিতে এম.এসসি পড়বার জন্যে কলকাতা এলে ১৮/২-এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিটে ঘরভাড়া নেন জীবনানন্দ। সেখানে দু'ভাই একত্রে থাকতেন। একটি থাকবার ঘর, একটি রান্নাঘর। দু'জনে মিলে রান্না করতেন। মাঝখানে অশোকানন্দের পরীক্ষার বছরে বরিশাল থেকে একজন কাজের লোক এসেছিল। কখনো বাসাবাড়িতে মা এসে উপস্থিত হলে ‘ভাঙা হাটে চাঁদের আলো’ ঝলমল করতো। এ সময় খুব ঘন ঘন বাসা বদল করেছেন জীবনানন্দ—

> ‘হ্যারিসন রোডের একটি বোর্ডিং, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের একটি মেসে, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের সংলগ্ন একটি গলির মধ্যে একখানি ঘর, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের একখানা ঘর এবং প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং—এক বছরের মধ্যে বাসস্থানের এত পরিবর্তন হয়।’ [‘জীবনানন্দ দাশ’, অশোকানন্দ, ‘পূর্ব্বাশা’, নব পর্যায়, ফাল্গুন ১৩৭১]

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬১। ১৪ জানুয়ারি ‘মুক্তধারা’ নাটক রচনা শেষ করলেন তিনি। এল.কে.এলম্‌হার্স্টকে প্রথম পরিচালক করে শ্রীনিকেতনে ‘Rural Reconstruction’-এর উদ্বোধন হল। আমেরিকা থেকে প্রেরিত টাকায় এর ব্যয়ভার নির্বাহ হতে লাগল। বিশ্বভারতী সোসাইটি রেজিস্টার্ড হলে পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মের কপিরাইট বিশ্বভারতীকে দান করলেন। লেভী সাহেব আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলেন। ৬০ বছর বয়সে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হল শান্তিনিকেতনে। এন্ড্রুজকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ ভারত সফরে গেলেন রবীন্দ্রনাথ; মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অতিথি হলেন দু'দিনের জন্যে। অক্টোবরের ১১ তারিখে এন্ড্রুজকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমবারের মত সিংহলে গেলেন কবি।

সাপ্তাহিক ‘বিজলী’তে (৬ জানুয়ারি) নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশিত হয়। একই বছর ‘প্রবাসী’ ও ‘সাধনা’তে কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এই কবিতাটির জন্যে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি দ্রুত বহুব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। বাংলাসাহিত্যে ‘বিদ্রোহী কবি’ রূপে আখ্যায়িত হন তিনি। আশালতা তথা প্রমীলার সঙ্গে গভীর প্রণয়। মুসলিম পাবলিশিং হাউস থেকে নজরুলের প্রথম গ্রন্থ ‘ব্যথার দান’ গল্প-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : এম. আফজালুল হক। এই সময় আকরাম খাঁর ‘দৈনিক সেবক’ পত্রিকায় মাসিক একশত টাকা বেতনে নজরুল চাকরি শুরু করেন। ‘ধূমকেতু’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ‘অগ্নিবীণা’ গ্রন্থের প্রকাশ এ সময়ে। প্রকাশক : শরৎচন্দ্র গুহ, আর্য পাবলিশিং হাউস। প্রথম প্রবন্ধ-গ্রন্থ ‘যুগবাণী’ প্রকাশিত হল। প্রকাশক : কাজী নজরুল ইসলাম, আর্য পাবলিশিং হাউস। নজরুল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি শুনিয়ে আসেন। ‘ধূমকেতু’তে ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাটি প্রকাশিত হয় (২২ সেপ্টেম্বর)। কবিতাটি রচনার

জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ ওঠে। নজরুলের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। কুমিল্লায় নজরুলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জার্মান থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'দিন ভ্যানগার্ড' বের হল। ভারতের ফ্যাক্টরিতে সাপ্তাহিক ছুটি ও ওভারটাইম প্রথার প্রচলন হয়। ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের ওষুধ 'ইউরিয়া স্টিবমোইন' আবিষ্কার করলেন। গোবর গুহ লাইট হেভিওয়েট বিভাগে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন। স্টালিন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি হলেন। ইতালিতে ক্ষমতায় এলেন মুসোলিনী। স্বরাজ আন্দোলনের নেতা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী ৬ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করলেন। মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লর্ড কর্নারভন এবং হাওয়ার্ড কার্টার ফেরাউন তুতেন খামিনের মমি আবিষ্কার করেন। খ্রিস্টীয় ধর্মগুরু দশম পোপ পায়াসের মৃত্যু হয়। মোস্তফা কামাল পাশা তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এ বছর জন্মেছেন অরুণকুমার সরকার, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবদুল হক চৌধুরী।

মৃত্যুবরণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দিরা দেবী।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান জে, বেজাভেস্তে (১৮৬৬—১৯৫৪)। কবি ও নাট্যকার। স্পেনের অধিবাসী।

বেজাভেস্তেকে নোবেল প্রাইজ দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For the happy manner in which he has continued the illustrious traditions of the Spanish drama.'

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য 'Women's Letter', 'The Fantastic Theatre', 'Loves', 'Labour's Last'.

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', 'শিশু ভোলানাথ'। ইংরেজিতে বের হল 'ক্রিয়েটিভ ইউনিটি'। প্রকাশ পেল দীনেশচন্দ্র সেনের 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি', মোহিতলাল মজুমদারের 'স্বপন পসারী', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'পাপের ছাপ'। প্রকাশিত হয় হেরমান হেস্‌সের 'সিদ্ধার্থ', মার্সেল প্রুস্তের 'রিমেমব্রান্‌স্ অব থিংস পাস্ট', জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস', এলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'।

পত্রিকা বের হল 'আত্মশক্তি' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। প্রকাশ পায় নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু', রজনীপাম দত্তের 'লেবার মান্থলি'।

এ বছর ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করেন গানের সংকলন 'বন্দে মাতরম্', মৌলভী হাফিজুর রহমানের 'গানের তুফান' ও নজরুলের 'যুগবাণী' গ্রন্থকে।

১৯২৩। বয়স ২৪ বছর

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬২। লর্ড লিটন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করতে এলেন। কিন্তু অসহযোগী অধ্যাপকরা লর্ড লিটনের সংবর্ধনা সভা বর্জন করলেন।

অতুলপ্রসাদ সেনের অতিথি হয়ে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌতে গেলেন, কয়েকদিন থাকলেন তিনি সেখানে। ১৪ এপ্রিল টাটার অর্থানুকূল্যে রতনকুঠি নামক অতিথিভবনের শিলান্যাস হল শান্তিনিকেতনে। এ সময় 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' পত্রিকার (১৯২৩—১৯৩১) প্রকাশ। 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখলেন 'রথযাত্রা' নাটিকা ও 'সমস্যা ও সমাধান' প্রবন্ধ। নন্দলার বসু পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে যোগ দিলেন এ বছর।

চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন; ডেপুটি মেয়র হলেন সোহরাওয়ার্দি, প্রধান কর্মাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র বসু। হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ প্যারিসে গবেষণা করতে গিয়ে অর্থাভাবে পড়লে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে স্যার আশুতোষ তাঁর বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন। পরে এই হেমেন্দ্রনাথ ঘোষই ভারতে প্রথম পেনিসিলিন তৈরি করেন।

ভারতের জনমান্য নেতা মৌলানা মুহম্মদ আলী ও শওকত আলী কারাগার হতে মুক্তি পেলেন।

কারাগারে বসে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' লেখেন নজরুল। এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' গীতিনাট্য নজরুলকে উৎর্গ করেন (১০ ফাল্গুন ১৩২৯)। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল—

> 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম/স্নেহভাজনেষু।'

এক জনসভায় হেমন্ত সরকার, অতুল সেন, মৃণালকান্তি বসু, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ ব্যক্তি নজরুলের অনশনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ অনশন ভাঙার জন্যে নজরুলকে কালিম্পঙ্ থেকে টেলিগ্রাম পাঠান—

> 'Give up hunger strike, our Literature claims you'.

এই টেলিগ্রাম নজরুলকে দেয়া হয়নি। 'Addresse not found' মন্তব্য সহ সেটি রবীন্দ্রনাথের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। বিরজাসুন্দরীর হস্তক্ষেপে ৩৯ দিন পর নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন। ১৫ ডিসেম্বর জেল থেকে মুক্তি পান নজরুল, এক বছর তিন সপ্তাহ পর। 'দোলন চাঁপা' কাব্যের প্রকাশ (আশ্বিন ১৩৩০)। প্রকাশক : শরৎচন্দ্র গুহ, আর্য পাবলিশিং হাউস। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এতে ভূমিকা লিখেছিলেন।

এ বছরেই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে বুদ্ধদেব বসু নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেল। এখানে ধর্মান্ধতা বন্ধ হল, পশ্চিমি পোশাক পরা শুরু হল; সারা দেশ জুড়ে শিল্পায়ন আরম্ভ হল।

হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে ব্যর্থ অভ্যুত্থান হল এবং হিটলার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

দীর্ঘদিন কালাজ্বরে ভুগে সুকুমার রায় মারা গেলেন। পরলোক গমন করলেন

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। ইতালিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত হলেন পিয়ার্সন।

আর এ বছর জন্মালেন শিবনারায়ণ রায়, কবীর চৌধুরী।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান আয়ারল্যান্ডের কবি ডব্লিউ. বি. য়েটস্ (১৮৬৫—১৯৩৯)।

তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his always inspired poetry, which in a highly artistic form, gives expression to the spirit of a whole nation.'

তাঁর বিখ্যাত রচনাবলির মধ্যে উল্লেখনীয় 'দ্য কাউন্টেস ক্যথ্লিন', 'দ্য ট্রেমলিং ভেইল', 'দ্য কেলটিক ট্যুইলাইট'।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশ পায় শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা', অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'রূপক ও রহস্য', গিরিশচন্দ্র বসুর 'উদ্ভিদ জ্ঞান', দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা', সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা'। প্রকাশিত হয় রিল্‌কের 'সনেটস্ টু অর্ফিয়ুস', 'ডুইনো এলেজিস্', আদ্রেঁ মোরোয়ার 'এরিয়েল', জাঁ ককতোর 'দি গ্রান্ড একার্ট', বার্নার্ড শ'র 'সেন্ট জোয়ান'।

দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮—১৯৪১) সম্পাদিত 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ, সহ-সম্পাদক : গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪—১৯২৫)। বের হয় চিত্তরঞ্জন দাশের 'Forward' পত্রিকা। বাংলার শ্রমজীবী মানুষের প্রথম পত্রিকা 'সংহতি' প্রকাশিত হল।

মোবারক আলীর কাব্য 'কাইয়ের ঘাট হাঙ্গামার কবিতা' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হল।

১৯২৪। বয়স ২৫ বছর

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬৩। ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, এলম্‌হার্স্ট, কালিদাস নাগকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ২১ মার্চ চীন যাত্রা করলেন, ব্যয়ভার বহন করলেন ঘনশ্যাম দাস বিড়লা। পিকিং তথা বেজিং-এ বিপুল সংবর্ধনা পেলেন কবি। তারপর সাংহাই হয়ে জাপান ঘুরে দেশে ফিরলেন ২১ জুলাই।

পেরুর স্বাধীনতা উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে মাদ্রাজ, কলম্বো, প্যারিস, শেরবুর্গ হয়ে ৭ নভেম্বর বুয়েনস্ এয়ার্সে পৌঁছলেন রবীন্দ্রনাথ। তিন সপ্তাহের সমুদ্রযাত্রায় 'পূরবী'র বহু কবিতা লেখা হল। বুয়েনস্ এয়ার্সে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সংস্পর্শে এলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে ওকাম্পো তাঁর বাগানবাড়িতে আতিথ্য দিলেন, পরিচর্যা করলেন। 'পূরবী' কাব্য উৎসর্গ করলেন ওকাম্পোকে। ওকাম্পোর নাম দিলেন— 'বিজয়া'। ৩৫ বছরের ওকাম্পোর সাথে ৬৩ বছরের রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

মেদিনীপুর কলেজে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নজরুলের গান ও আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় এক স্কুলশিক্ষকের কন্যা কমলা নিজের গলার হার খুলে নজরুলকে দেন। এই ঘটনায় সমাজে ধিকৃত হয়ে মেয়েটি আত্মহত্যা করে। ২৪ এপ্রিল নজরুল গিরিবালা দেবীর কন্যা আশালতা সেনগুপ্ত (জন্ম. ১৯০৮) কে বিয়ে করেন। বিয়ের পর নজরুল পত্নীর নামকরণ করেন—প্রমীলা। বিয়ের কাজী ছিলেন মইনুদ্দীন হোসেন। সেপ্টেম্বরে প্রথম পুত্র আজাদ কামাল ওরফে কৃষ্ণ মহম্মদের জন্ম হয় এবং ডিসেম্বরে ছেলেটির মৃত্যু ঘটে। ১০ আগস্ট 'বিষের বাঁশী' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ। প্রকাশক : কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল কাব্যটি উৎসর্গ করেন মিসেস এম. রহমানকে। মিসেস এম. রহমান ছিলেন নজরুল-প্রমীলার বিয়ের প্রধান উৎসাহদাত্রী। একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থটি। ২২ অক্টোবর 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১১ নভেম্বর 'ভাঙার গান' কাব্যটি বাজেয়াপ্ত হয়। ২৪ ডিসেম্বর 'রিক্তের বেদন' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখলেন—'প্লাঙ্কসূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প প্রবন্ধ।' আইনস্টাইন কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে এই সূত্র বিশ্বে প্রচার লাভ করল। পরে এটি 'বোস-আইনস্টাইন থিয়োরী' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

দক্ষিণেশ্বরে গোপীনাথ সাহা গুলিতে টেগার্ট ভ্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করলেন। বিচারে গোপীনাথের ফাঁসি হল। ভারত গভর্নমেন্ট মি. গান্ধীকে জেল থেকে মুক্তি দিল।

মিশরের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন সা'দ জগলুল পাশা। মিশরের প্রধান সেনাপতি ও সুদানের গভর্নর জেনারেল Sir Lee Stak কায়রোর রাজপথে অজ্ঞাতনামা লোকের গুলিতে নিহত হলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ৭৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এতে বিরক্ত হয়ে সা'দ জগলুল পাশা পদত্যাগ করেন। পারস্যে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হল।

কর্নেল নর্টনের নেতৃত্বে একদল অসম সাহসী ইংরেজ তৃতীয়বারের মতো এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন।

এ বছর উল্লেখনীয় যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা হলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ (যাঁর উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে সিগনেট প্রেস থেকে 'বনলতা সেন'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়), জগন্নাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, এস.এম. সুলতান, সমরেশ বসু, সানাউল হক।

মারা গেলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লেনিন, ফ্রানৎস্ কাফকা, ১৯২১ সালে সাহিত্যে নোবেল জয়ী আনাতোল ফ্রান্স।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান হ্বলাদিশ্ল রেমেন্ট (১৮৬৭—১৯২৫)। উপন্যাসকার। পোল্যান্ডের অধিবাসী তিনি।

যে কারণে নোবেল পুরস্কার পান, তা হল—

'For his great national epic – 'The Peasants.'

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখনীয়—'দ্য পিস্যান্টস', 'দ্য কমেডিয়ান', 'ফর্মেন্টস', 'দ্য প্রমিস্‌ড ল্যান্ড', 'লিলি', 'ইন দ্য লাইট অব জাসটিস্'।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশ পায় ইংরেজিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'লেটারস্ ফ্রম অ্যাব্রড', 'দি কার্স এট ফেয়ারওয়েল'। বের হল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিদায় আরতি', বুদ্ধদেব বসুর 'মর্মবাণী', গোলাম মোস্তফার 'রক্তরাগ', রাজশেখর বসুর 'গড্ডলিকা', বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'পদ্মরাগ', সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল', মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা'। প্রকাশিত হয় ফর্স্টারের 'প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া', রোঁমা রোঁলার 'গান্ধী জীবনী'।

পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'সত্যাগ্রহী', ফনীন্দ্রনাথ পালের 'যমুনা' এবং 'শনিবারের চিঠি' [সাপ্তাহিক। সম্পাদক: যোগানন্দ দাস (১৩৩১—)। নীরোদ চৌধুরী (১৩৩৫)। সজনীকান্ত দাস (১৩৩৫—, ১৩৩৮—, ১৩৪৫—)। রঞ্জন দাস (১৩৬২—১৩৮৯)। ১৩৩৬ সালে বন্ধ। পুনঃপ্রকাশ: ১৩৩৮ সালে]।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় 'গে নেক' উপন্যাসের জন্যে আমেরিকার 'নিউব্যারি' পুরস্কার পেলেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'রক্তরেখা' নামক কবিতার বইটি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করল।

১৯২৫। বয়স ২৬ বছর

১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০—১৯২৫) মৃত্যু হয়। এ সময় জীবনানন্দ 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' নামক কবিতাটি লেখেন। প্রকাশিত হয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার 'চিত্তরঞ্জন দাশ সংখ্যা'য় [শ্রাবণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ]। কবিতাটি পড়ে কবি কালিদাস রায় (১৮৮৯—১৯৭৫) বলেছিলেন—

> এই কবিতাটি পড়ে মনে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রবীণ কবি ছদ্মনামে কবিতাটি লিখেছেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীও (১৮৬৯—১৯৩২) কবিতাটি পড়ে সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন তাঁর সম্পাদিত 'দি সার্ভেন্ট' নামক দৈনিক পত্রিকায়। এই 'চিত্তরঞ্জন দাশ সংখ্যা'তেই পূর্বজ খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে লিখেছিলেন কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু কবিতাটি প্রকাশের ব্যাপারে জীবনানন্দ-মাতা কুসুমকুমারী ক্ষুব্ধ হন। তিনি জীবনানন্দকে রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কবিতা লিখতে চিঠি দিলেন। জীবনানন্দ তাঁর মা সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কিন্তু মায়ের চিঠি সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে কোনও কবিতা জীবনানন্দ লেখেননি। কিন্তু বিবেকানন্দ বিষয়ে কবিতা লিখলেন। মায়ের চিঠির মাস তিনেক পরে 'বঙ্গবাণী'তে 'বিবেকানন্দ' নামে

জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হল।

'কল্লোল'-এর তৃতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) জীবনানন্দের 'নীলিমা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবির নাম প্রিন্টিং-এ ভুল হয়, লেখা ছিল 'জীবনান্দ দাশগুপ্ত'। কবিতাটি অনেক তরুণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে সময়ের তরুণতম কবি ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩—১৯৭৬)। তিনি জীবনানন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে—

> "এক টুকরো নীলিমার মতো একটি কবিতা উড়ে এসে পড়ল 'কল্লোলে'। লেখক শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ঠিকানা? এক ডাকেরও পথ নয়। মাঝখানে বৈধতার চৌকাঠকে অটুট রেখে হৃদয়ের কারবার করতে হবে, 'কল্লোলে'র সে মন্ত্র ছিল না। বিনা সই সুপারিশে সটান হাজির হলাম তাঁর মেসে। দরজায় ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের কপাটও খুলে গেল। শুধু খুলে গেল বললে পুরো বলা হবে না। খোলার মধ্যে আবার বন্ধ হবার সঙ্কেত আছে।" ['অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]।

জীবনানন্দের প্রথম গদ্যরচনা 'স্বর্গীয় কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে' প্রকাশিত হল 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায়। পর পর তিনটি সংখ্যায় (পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল এটি। নিবন্ধটি সাধুভাষায় লিখিত। উল্লেখ্য, কালীমোহন দাশ জীবনানন্দ দাশের মাতামহ চন্দ্রনাথ দাশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

জীবনানন্দ দাশ বোধহয় ইংরেজি কবিতা লিখেই কবিতা-জীবন শুরু করেছিলেন। ১৯২৫-এ লেখা ইংরেজি কবিতার একটি পুরো খাতা ইদানীং পাওয়া গেছে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬৪। ২১ জানুয়ারি ইতালির উদ্দেশে আর্জেন্টিনা ত্যাগ করলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮ দিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইতালিতে পৌঁছালেন; ভারতে ফিরলেন ১৭ ফেব্রুয়ারি। মি. গান্ধী শান্তিনিকেতনে এলেন।

দেশব্যাপী 'চরকা-আন্দোলন' জোরদার হচ্ছে। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন নেই। ফলে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ খদ্দরনীতি বা খিলাফৎ আন্দোলন কোনোটিকেই সমর্থন করলেন না।

জোসেফ তুচ্চি ইতালি থেকে শান্তিনিকেতনে পড়াতে এলেন।

১৬ জুন দার্জিলিং-এ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হলে নজরুল হুগলিতে বসে 'অর্ঘ্য', 'ইন্দ্রপতন', 'অকাল সন্ধ্যা', 'সান্ত্বনা' ইত্যাদি কবিতা রচনা করেন। এ বছর 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। নজরুল গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে। এ সময় কাব্যগ্রন্থ 'ছায়ানট', 'পুবের হাওয়া', 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়।

প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক পাস করেন বুদ্ধদেব বসু।

লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। চীনের রাষ্ট্রনায়ক সানইয়েৎ সেনের মৃত্যু হয়। মি. জন লোগি বেয়ার্ড নামক একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক 'টেলিভিশন' যন্ত্র

আবিষ্কার করেন।

এ বছর জন্মেছেন অরুণ ভট্টাচার্য, কেদার ভাদুড়ী, রশীদ করীম, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, শাহেদ আলী, মুনীর চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক।

মৃত্যুবরণ করেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান জর্জ বার্নার্ড শ' (১৮৫৬—১৯৫০)। নাট্যকার। ইংল্যান্ডের অধিবাসী।

তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his work which is marked by both idealism and humanity, its stimulating satire often being infused with a singular poetic beauty'.

জর্জ বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য—'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' 'সেন্ট জোন', 'আরমস্ অ্যান্ড দ্য ম্যান', 'উইডোয়ারস্ হাউস', 'দ্য ডেবিলস্ ডিসাইপল্' ইত্যাদি।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী', 'গৃহ প্রবেশ', 'প্রবাহিনী', 'সংকলন' ও 'গীতিচর্চা' প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে প্রকাশ পায় 'টক্‌স ইন চায়না', 'পোয়েম্‌স' (অনুবাদক : টমসন), 'রেড ও লিয়াভার্স', 'ব্রোকেন টাইজ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ'। বের হয় গোকুল নাগের 'পথিক', নজরুলের 'সাম্যবাদী', 'পুবের হাওয়া', 'চিত্তনামা', 'রিক্তের বেদন', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মিলনরাত্রি'। প্রকাশ পায় সমারসেট মম-এর 'পেইন্টড ভেইল', হ্যারল্ড ল্যাস্কির 'এ গ্রামার অব পলিটিক্স', কাফ্‌কার 'দি ট্রায়াল'।

'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'শেষস্মৃতি' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'আবাহন' নামের গানের বই নিষিদ্ধ হয়।

১৯২৬। বয়স ২৭ বছর

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'কালি কলম' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় [মাসিক। সম্পাদক: মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৩৩৩), মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৩৩৪), মুরলীধর বসু (১৩৩৫)]। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় 'পতিতা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটির রচয়িতা জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। কবি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় ব্যথিত হয়ে এই সময়ে

আরও লিখলেন 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতাটি।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬৫ বছর। ৮৬ বছর বয়সী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে দ্রুত ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসে বক্তৃতা দিলেন কবি। ভ্রমণ করলেন ময়মনসিংহ, আগরতলা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা। কুমিল্লার অভয় আশ্রমের উৎসবে যোগদান করলেন রবীন্দ্রনাথ।

মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ১২ মে ইতালির উদ্দেশে যাত্রা করলেন রবীন্দ্রনাথ; সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী প্রমুখ। এটা রবীন্দ্রনাথের অষ্টমবার বিদেশযাত্রা। ৩১ মে মুসোলিনীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। এতে স্বদেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ফ্যাসিস্ট উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করে মুসোলিনীর প্রতি বিশ্বাসে ফাটল ধরল রবীন্দ্রনাথের। ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ড গেলে রোঁমা রোঁলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কবির। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের চিঠি ছাপা হলে অধ্যাপক তুচ্চি বিশ্বভারতী থেকে প্রত্যাহৃত হলেন।

নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল (অরিন্দম খালেদ)-এর জন্ম হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রার্থী হিসেবে পরাজিত হন নজরুল। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ও 'সর্বহারা', প্রবন্ধগ্রন্থ 'দুর্দিনের যাত্রী' ও 'রুদ্র মঙ্গল' প্রকাশিত হয়।

এ বছর (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) বেগম রোকেয়ার 'অভিভাষণ' (১৯২৬-এ বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত সভানেত্রীর ভাষণটি) 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। 'সবুজপত্রে' মোট তিনজন মুসলমান লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়। বেগম রোকেয়া ছাড়া অন্য দু'জন হলেন—তরীকুল আলম (১৮৮৯—১৯৩২) এবং এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০—১৯৫১)।

এ বছর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পুলিশের গুপ্তচর ভূপেন চ্যাটার্জী জেলের মধ্যেই গুলিতে নিহত হল। চিৎপুরে নাখোদা মসজিদ নির্মিত হল। এপ্রিলে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা বাঁধে। এই দাঙ্গা পাবনা ও ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম অধ্যাপক-উপাচার্য নিযুক্ত হলেন যদুনাথ সরকার। আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে চেম্বারলেন ও ব্রঁয়ো 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' লাভ করলেন। জন লোগী বেয়ার্ড প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে টেলিভিশন দেখালেন।

লর্ড রিডিং পদত্যাগ করলে লর্ড আরউইন রাজ-প্রতিনিধি হয়ে ভারতে আসেন। চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজ, ফরাসি, আমেরিকান প্রভৃতি বৈদেশিক শক্তিবর্গ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে চীনে সৈন্য পাঠায়।

এ বছর জন্মালেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, মনীন্দ্র

গুপ্ত, আবু ইসহাক, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, উত্তমকুমার, ফতেহ্ লোহানী।

পরলোক গমন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী ইমদাদুল হক।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান গ্রাৎসিয়া মেডেসানি দেলেদ্দা (১৮৭৫—১৯৩৬)। কথাকার। ইতালির অধিবাসী। সাহিত্যে দ্বিতীয় মহিলা-নোবেলজয়ী।

তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For her idealistically inspired bitings, which plastic clarity picture the life on her native island and with depth and sympathy deal with human problems in general.'

দেলেদ্দার বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'দ্য মাদার', 'কোসিমা', 'ফ্লাওয়ার অব সার্ডিনিয়া', 'আরনেস্ট সোল', 'দ্য গড অব দ্য লিভিং', 'দ্য সিক্রেট অব দ্য সলিটারি ম্যান', 'দ্য ইভিল ওয়ে' ইত্যাদি।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ', 'নটীর পূজা', 'রক্তকরবী', 'ঋতু উৎসব', 'শেষ বর্ষণ'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)। [সুনীতিকুমারের মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ ODBL দু'খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথমখণ্ডে ধ্বনিতত্ত্বের (৮টি অধ্যায়) এবং দ্বিতীয়খণ্ডে (৫টি অধ্যায়) আছে রূপতত্ত্বের আলোচনা। এই গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে ঝ্যুল ব্লকের মারাঠি ভাষাবিষয়ক গ্রন্থটি— 'La Formation de la Langue Marathe (১৯০৮)। কিন্তু সুনীতিকুমারের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য]। বের হয় নরেন্দ্রনাথ দেবের 'ওমর খৈয়াম', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকা বিদায়', 'দ্বন্দ্বে মাতরম্', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। প্রকাশিত হয় আঁদ্রে জিদের 'ইফ ইট ডাই', কাফ্কার 'দি ক্যাসল'।

প্রকাশিত হয় অমল বোস ও সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট', মুজফ্ফর আহমদ সম্পাদিত প্রথম বাংলা কমিউনিস্ট পত্রিকা 'গণবাণী', সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'উত্তরা' নামক মাসিক পত্রিকা। এ বছর 'আনন্দবাজার' পত্রিকা প্রথম পূজা সংখ্যা বের করে। ৫৪ পৃষ্ঠার এ পূজাসংখ্যার দাম ছিল দুই আনা। একই বছর 'ভারতী' পত্রিকাও শারদীয় সংখ্যা বের করে। দাম ছিল এক টাকা। এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ নাটক 'ষোড়শী'। 'আনন্দবাজার' পত্রিকা পূজা সংখ্যায় প্রথম উপন্যাস ছাপে ১৯৩৯ সালে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহরতলী'।

১৯২৭। বয়স ২৮ বছর

৪৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে জুলাই মাসে 'প্রগতি' পত্রিকা প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় [পত্রিকাটি প্রথমে হাতে লেখায় প্রকাশিত হয়েছিল]। সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় 'খুশ-রোজী' নামক কবিতাটি ছাপা হয়। কবির নাম—'শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত'। প্রথম বর্ষের পরবর্তী সংখ্যাগুলোতেও তাঁর পদবি 'দাশগুপ্ত' উল্লিখিত হয়েছে। এ সময় প্রচুর কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ। এই সময়েই কবি তাঁর পদবি 'দাশগুপ্ত' ছেঁটে 'দাশ' লিখতে শুরু করেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-এর বিখ্যাত কবিতা 'নির্জন স্বাক্ষর', 'বোধ' ইত্যাদি 'প্রগতি'তে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার মাধ্যমেই বুদ্ধদেব বসু প্রথম জীবনানন্দের পক্ষে জোরালো সওয়াল-জবাব করেছিলেন।

মাসিকরূপে 'শনিবারের চিঠি'র নব পর্যায়ে পুনঃপ্রকাশ ঘটে [১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৯ ভাদ্র থেকে] সম্পাদক: যোগানন্দ দাস (১৮৯৩—১৯৭৯) হলেও প্রকাশ্য-পরিচালক ছিলেন সহ-সম্পাদক সজনীকান্ত দাস (১৯০০—১৯৬২)। পরবর্তী কয়েক বছরে অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদেরকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ক্ষতবিক্ষত করাই 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমাগত 'শরবর্ষণ' ও 'আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য' হয়ে উঠেছিলেন জীবনানন্দ। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে অভব্য ভাষায় বিদ্রূপ করা হতে থাকে 'শনিবারের চিঠি'তে। প্রায়ই তাঁর নামের বিকৃত উচ্চারণে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নঞর্থক ইঙ্গিতে 'জীবানন্দ নহে' বা 'জিহ্বানন্দ নহে' বলে উল্লেখ করা হতো।

জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্য 'ঝরা পালক'-এর প্রকাশ। প্রকাশকাল: ১০ আশ্বিন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ। [প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল কার্তিকের শেষে কিংবা অগ্রহায়ণের প্রথম দিকে। সূত্র: 'জীবনানন্দ দাশ', প্রভাতকুমার দাস, পৃ.২২]। কাব্যটির প্রকাশক ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার (যদিও গ্রন্থটি সম্পূর্ণ কবির টাকায় মুদ্রিত)। ৯০/২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। মুদ্রাকর: এ. চৌধুরী, ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৯ নং কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা। প্রচ্ছদ: গায়ে জলপাই রঙের লিনেন ফিনিস্ মলাট-কাগজের ওপর ডানদিকে/বামদিকে, আড়াই ইঞ্চি/চার ইঞ্চি মাপের পৃথকভাবে সাঁটা নীল রঙের জরির ওপর রিভার্স-এ নামাক্ষর এবং আটটি ছোটবড় পালকের ছবি। প্রথমে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। ইনি 'কল্লোল' ও 'শনিবারের চিঠি'রও প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন। তাঁর আঁকা 'মস্ত এক পালকের ছবি' ওয়ালা প্রচ্ছদটি জীবনানন্দের পছন্দ হয়নি। ফলে কবি প্রথম আঁকা এই প্রচ্ছদটি 'ঝরা পালকে' ব্যবহার করেননি। [সূত্র : 'আমি চলে যাবো', ইন্দ্র মিত্র]

উৎসর্গ : কল্যাণীয়াসু [জীবনানন্দের কাকা অতুলানন্দের কন্যা শোভনা]।
মূল্য : এক টাকা।
ক্রাউন ৮ পেজি, পৃ. [১০] + ৯৩। কাগজে বাঁধাই।
'ঝরা পালকে'র ভূমিকা এ রকম—

> 'ঝরা পালকে'র কতকগুলি কবিতা 'প্রবাসী', 'বঙ্গবাণী', 'কল্লোল', 'কালি কলম', 'প্রগতি', 'বিজলি' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল। বাকীগুলি নূতন।
> কলিকাতা শ্রীজীবনানন্দ দাশ
> ১০ আশ্বিন, ১৩৩৪

'ঝরা পালকে' কবিতার সংখ্যা : ৩৫।

কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ—
১. আমি কবি—সেই কবি, ২. নীলিমা, ৩. নব নবীনের লাগি, ৪. কিশোরের প্রতি, ৫. মরীচিকার পিছে, ৬. জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, ৭. বেদিয়া, ৮. নাবিক, ৯. বনের চাতক—মনের চাতক, ১০. সাগর-বলাকা, ১১. চলছি উধাও, ১২. একদিন খুঁজেছিনু যারে—, ১৩. আলেয়া, ১৪. অস্তচাঁদে, ১৫. ছায়া-প্রিয়া, ১৬. ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার কুমার, ১৭. কবি, ১৮. সিন্ধু, ১৯. দেশবন্ধু, ২০. বিবেকানন্দ, ২১. হিন্দু-মুসলমান, ২২. নিখিল আমার ভাই, ২৩. পতিতা, ২৪. ডাহুকী, ২৫. শ্মশান, ২৬. মিশর, ২৭. পিরামিড, ২৮. মরুবালা, ২৯. চাঁদনীতে, ৩০. দক্ষিণা, ৩১. যে কামনা নিয়ে, ৩২. স্মৃতি, ৩৩. সেদিন এ ধরণীর, ৩৪. ওগো দরদিয়া, ৩৫. সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়।

কবিতাগুলোর রচনাকাল : ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল।

অবনীন্দ্রনাথকে জীবনানন্দের 'ঝরা পালকে'র উপহার লিপি—

> 'পরম পূজনীয় শিল্পাচার্য্য/শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
> মহাশয়ের /শ্রীচরণ কমলেষু/শ্রীজীবনানন্দ দাশ।'

বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' উপহার লিপি—

> 'অচিন্ত্যকে/জীবনানন্দ।'

'ঝরা পালক' প্রকাশিত হওয়ার পর নানা জনে নানা মন্তব্য করেন।

১. 'ঝরা পালক' 'সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু সেই মন্তব্যসহ চিঠিটি আজও অনাবিষ্কৃত।

২. 'কল্লোল' (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)-এ 'প্র'-স্বাক্ষরিত জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' গ্রন্থের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তার কিয়দংশ—

> "ঝরা পালক' কবিতার বই, শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত প্রণীত। দাম এক টাকা। কয়েক বছরের মধ্যেই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত কাব্যসাহিত্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তরুণ কবির সমস্ত

> কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিত। তাঁর ছন্দ, ভাষা, ভাব সবেতেই বেশ বেগ আছে। ত্রুটি যা কিছু আছে তা কখন কখন সেই বেগের অযথা আতিশয্য। নজরুল, মোহিতলালের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি বটে কিন্তু সে প্রভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যের পথে ফেরাতে পেরেছেন বলে মনে হয়।"

৩. 'সম্মিলনী' (১ মাঘ ১৩৩৪)-তে 'ঝরা পালকে'র আলোচনা বের হয়।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬৬। জোড়াসাঁকোর ভবনে 'নটীর পূজা'য় অভিনয় করে নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়ালেন। এটা ছিল পাবলিকের সামনে শান্তিনিকেতনের ছাত্রীদের প্রথম নৃত্যাভিনয়।

ভরতপুরের রাজা কিষণ সিংহের আমন্ত্রণে 'হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে' সভাপতিত্ব করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ রাজপুতনায় গেলেন। ভ্রমণ করলেন জয়পুর, আহমেদাবাদ। মে মাসে সপরিবারে আসামে গেলেন। 'তিনপুরুষ' উপন্যাস (যেটি 'যোগাযোগ' নামে প্রকাশিত) লেখা শুরু করলেন। কলকাতায় ফিরে দূরপ্রাচ্যে যাত্রা করলেন জুলাই-এ। ভ্রমণ করলেন সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, কুয়ালালামপুর, তাইপিং, মালয়, জাভা, বলিদ্বীপ ইত্যাদি দেশ। সর্বত্র বিপুল সমাদর পেলেন। অক্টোবরে কলকাতায় ফিরলেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম মীর উসমান আলী খাঁ বিশ্বভারতীতে 'আরবি বিভাগ' চালু করার জন্যে ১ লক্ষ টাকা পাঠালেন।

বুদ্ধদেব বসু প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইন্টামিডিয়েট পরীক্ষা পাস করলেন। এজন্যে তিনি মাসিক কুড়ি টাকা হিসেবে বৃত্তি পেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ও বিজ্ঞান বিভাগের ডীন পদ লাভ করেন।

বরিশালের কুলকাঠি গ্রামের মসজিদের সামনে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এড়াবার জন্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ব্লান্ডির আদেশে পুলিশরা মুসলমানদের ওপর গুলি চালায়। এতে ১৯ জন নিহত হয়।

মিশরের জাতীয় দলের নেতা সা'দ জগলুল পাশা প্রাণত্যাগ করেন।

ব্রিটেনে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে আইন পাস হল। বিমানে করে প্রথমবারের মতো লিন্ডবার্গ আটলান্টিক পার হলেন। ব্রাসেল্‌সে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সভা' স্থাপিত হল। এর অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এ বছর জন্মেছেন লোকনাথ ভট্টাচার্য, রাজলক্ষ্মী দেবী, আতোয়ার রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, কাজী দীন মুহাম্মদ, গল্পকার নাজমুল আলম, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শহীদুল্লা কায়সার।

পরলোক গমন করেছেন যোগীন্দ্রনাথ বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন ফ্রান্সের দার্শনিক লেখক আঁরী বার্গাসঁ (১৮৫৯—১৯৪১)।

নোবেল কমিটি পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে লেখেন—

> 'In recognition of his rich and vitalising ideas, the brilliant

> skill with which they have been presented'.

বার্গাসেঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'ক্রিয়েটিভ ইভোলিউশন', টাইম এ্যান্ড ফ্রি উইল', 'ম্যাটার এ্যান্ড মেমারি'।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' ও 'ঋতুরঙ্গ' প্রকাশ পায়। 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে বেরোতে থাকে 'যোগাযোগ'। জসীমউদ্‌দীনের প্রথম কাব্য 'রাখালী'-এর প্রকাশ। মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী', গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' প্রকাশিত হয়। বের হয় আবুল ফজলের 'চৌচির', নজরুলের 'ফণি-মনসা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'বাঁধন-হারা', পরশুরামের 'কজ্জলী', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমরা কি ও কে'।

ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত 'প্রগতি' প্রকাশ করলেন। ['প্রগতি'র জন্ম হল ১৩৩৪-র আষাঢ়ে। ভাদ্র ১৩৩৪-এর 'কল্লোল'-এ 'প্রগতি'র পরিচয় দেয়া হল এভাবে—'প্রগতি'—সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ঢাকা ৪৭ নং পুরানা পল্টন হইতে প্রকাশিত। শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু কর্তৃক সম্পাদিত। প্রতিসংখ্যা চার আনা মাত্র। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা। এই পত্রিকাখানি কিছুকাল পূর্ব্বে হাতে লিখিয়া বাহির হইত। এই আষাঢ় মাস হইতে ছাপিয়া বাহির হইল। পত্রিকাখানি ছোট হইলেও ইহার লেখা প্রভৃতি পড়িয়া মনে হয়, এই পত্রিকা পরিচালনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের শক্তি ও আদর্শে বিশিষ্টতা আছে। আমরা এই পত্রিকাখানির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি]। 'শনিবারের চিঠি' মাসিক আকারে বের হল। 'গণবাণী' পত্রিকায় 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র প্রথম বঙ্গানুবাদ ছাপা হয়, আবদুল কাদির প্রমুখের উদ্যোগে 'শিখা' পত্রিকা প্রকাশিত হল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ হল।

১৯২৮। বয়স ২৯ বছর

জীবনানন্দ সিটি কলেজের চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। জীবনানন্দ দাশ সিটি কলেজের সবচেয়ে কনিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। 'রামমোহন রায় ছাত্রাবাস'-এ সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম ও হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে গোলমাল দেখা দিলে কলেজের ছাত্রসংখ্যা কমে যায়। ফলে কলেজে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। বলি হন জীবনানন্দ।

> 'এই ডামাডোলে পাকেচক্রে জীবনানন্দ হিন্দু ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন (নামপঞ্জী, পৃ. ৪২৩)।'

সবমিলে ১১ জনের চাকরি যায়। কলেজের নীতিপরায়ণ কঠোর অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (১৮৫৭—১৯৩৮) সত্যানন্দকে লিখেছিলেন—

> 'আর্থিক কারণে আপাতত আপনার ছেলেকে ছাঁটাই করা হলেও

> আবার যখন অধ্যাপক নেওয়া হবে, তখন তাঁকে নেব।'
> (প্রভাতকুমার দাসকে দেয়া অশোকানন্দের সাক্ষ্য।
> সূত্রগ্রন্থঃ 'জীবনানন্দ দাশ' : প্রভাতকুমার দাস)।

কিন্তু জীবনানন্দ এই কলেজে আর কোনোদিন সুযোগ পাননি। এরপর প্রায় দেড় বছরের বেকার জীবন।

চাকরি যাওয়ার পশ্চাতে ভিন্ন একটি কারণ আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১—১৯৬০) সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' নামক কবিতাটি বের হয়। কবিতাটি অশ্লীল বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করেন। ফলে জীবনানন্দের চাকরি যায়। এই তথ্যটির সূত্র অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থটি। কিন্তু জীবনানন্দ ব্যাপারটি স্বীকার করেননি। গল্পটিকে নস্যাৎ করে জীবনানন্দ জানিয়েছেন—

> "অচিন্ত্য তার 'কল্লোল যুগ' বইতে আমার সিটি কলেজের চাকরি নিয়ে সাহিত্য করেছে।"

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার 'সংবাদ-সাহিত্য' বিভাগে সজনীকান্ত দাস অত্যন্ত অশালীন ভাষায় জীবনানন্দের এক একটি কবিতা উল্লেখ করে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। এতে তাঁর উল্লেখে লেখা হতো—'জীবানন্দ নহে' বা 'জিহ্বানন্দ নহে'। 'শনিবারের চিঠি' জীবনানন্দকে 'কবি-গণ্ডার' হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ সময় বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের পক্ষ অবলম্বন করে তীব্র ভাষায় 'প্রগতি' পত্রিকায় লিখতেন। 'প্রগতি'র (২য় বর্ষ, আশ্বিন ১৩৩৫) সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—

> 'জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে আমার মনে হয়। তিনি এ পর্যন্ত মোটেই Popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ; অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য Imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে, জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময় সাপেক্ষ; তাঁর কবিতা একটু ধীরে-সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে আস্তে বুঝতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬৭। মার্চে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকো ভবনে 'সাহিত্যে আধুনিকতা' বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নবীন ও প্রবীণ লেখকরা অংশ নেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতামালা দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে কবি মাদ্রাজের পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু পথিমধ্যে শরীর খারাপ হয়ে পড়লে যাত্রা বাতিল করতে হয়। মে মাসে দ্বিতীয়বারের মতো কলম্বো গেলেন। ভারতে ফিরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গৃহে ৩ সপ্তাহ কাটালেন। 'মিতা' ('শেষের কবিতা') ও 'যোগাযোগ' উপন্যাস রচনা শেষ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সময় শান্তিনিকেতনের পাকশালায় আমিষ ভোজনের সূচনা হয়। বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ।

ডিসেম্বরে বড়লাট আরুইন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এলেন। এটাই ব্রিটিশ যুগে কোন বড়লাটের প্রথম ও শেষ বারের মতো শান্তিনিকেতন পরিক্রমা।

কলকাতার রাস্তায় পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অবশিষ্ট জীবন ক্রাচ ও চাকা-চেয়ারের সাহায্য নিয়ে চলাচল করতে হয়েছে তাঁকে। এই শারীরিক অসুবিধা নিয়েই লাহোরে গিয়ে ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তিনি।

চুরুলিয়ায় নজরুল-মাতা জাহেদা খাতুনের মৃত্যু হয় (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)। নজরুলের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ঘনিষ্ঠতা হয়। নজরুলের কাব্য সংকলন 'সঞ্চিতা'-এর প্রকাশ। সংকলনটি নজরুল উৎসর্গ করলেন—

'বিশ্বকবি-সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু।'

প্রথম বিভাগে আই.এসসি পরীক্ষা পাস করে ১৯২৮ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে বি.এসসি ক্লাসে ভর্তি হন। কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' রচনা করেন এবং ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশ পায় এটি। এই তথ্য মানিকের নিজের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র'-এর ১১শ খণ্ডের তথ্য মতে 'অতসী মামী'র তিনমাস আগে মানিকের 'ম্যাজিক' নামের একটি গল্প প্রকাশিত হয় [আশ্বিন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ] অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকায়। ধারণা করা যায়—'অতসী মামী' লিখিত ও পত্রিকায় প্রেরণের পরেই হয়তো 'ম্যাজিক' গল্পটি লিখিত ও পত্রিকায় প্রেরিত হয়েছিল, কিন্তু মুদ্রিত হয়েছিল আগে। উল্লেখ্য, মানিকের লেখকজীবন শুরু হয়েছিল কবিতা চর্চার মাধ্যমে। কৈশোরে কবিতা চর্চার নিদর্শন স্বরূপ প্রায় একশটি কবিতার সম্পূর্ণ একটি খাতা তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভেতর পাওয়া গেছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে ভগৎ সিং সন্ডার্সকে হত্যা করেন। শুরু হয় কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা। গান্ধী ডোমিনিয়ন স্টেটাস দাবি করলেন কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে। সুভাষচন্দ্র বসু গঠন করলেন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'।

লীগ অব নেশনস্-এ কেলগচুক্তি (যুদ্ধবর্জন) স্বাক্ষরিত হল। সদস্য না হয়েও আমেরিকা ও রাশিয়া এতে স্বাক্ষর করল।

নিউইয়র্কের স্ট্র্যান্ড থিয়েটারে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র দেখানো হল, ছবির নাম—'লাইটস্ অব নিইউয়র্ক'।

এ বছর পরলোক গমন করেন টমাস হার্ডি, লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহ, শশাঙ্কমোহন সেন।

আর জন্মগ্রহণ করেন অরবিন্দ গুহ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মযহারুল ইসলাম।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান নরওয়ের এস. উন্দসেৎ (১৮৮২—১৯৪৯)। কথাশিল্পী।

নোবেল প্রাইজ দেয়ার কারণ হিসেবে কমিটি লেখেন—

> 'Principally for her powerful description of northern life during the middle ages'.

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখনীয়—'The happy age', 'Jenny', 'Foetus', 'Of the poof', The Wise Vergin', 'Kristin Lavransdatter', 'Kristin Lavransdatter', 'The Garland', 'The Mistress of Husaby'.

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' প্রকাশ পায়। ইংরেজিতে 'ফায়ার ফ্লাইজ', 'লেটার্স টু ফ্রেন্ড', 'বার্থডে বুক', 'লেটার্স অ্যান্ড অ্যাড্রেসেস' বের হয়। প্রকাশিত হয় নজরুলের 'সঞ্চিতা' ও 'জিঞ্জীর', হেমচন্দ্র বাগচীর 'দীপান্বিতা', প্রবোধ সান্যালের 'যাযাবর', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা'। প্রকাশ পায় শাহাদাৎ হোসেনের কাব্য 'মৃদঙ্গ', শশাঙ্কমোহন সেনের 'মধুসূদন', যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'টুটাফাটা'। বিষ্ণু দে-র 'পুরাণের পুনর্জন্ম লক্ষণ' গল্পটি 'প্রগতি' পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা। শ্যামল রায় ছদ্মনামে রচিত প্রথম প্রবন্ধ 'শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয় 'ধূপছায়া' (বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ আষাঢ়) পত্রিকায়। বের হয় লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' (অশ্লীলতার দায়ে ইংল্যান্ডে ১৯৬০ পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকে), হাক্সলির 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট'।

প্রকাশিত হয় যুগান্তর দলের 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়ের 'বেণু' পত্রিকা, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা' পত্রিকা।

১৯২৯। বয়স ৩০ বছর

এ বছর খুলনার বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে মাত্র মাস তিনেকের জন্যে অধ্যাপনা করেন জীবনানন্দ। ভাল না লাগায় চাকরি ছেড়ে দেন। পরে কলকাতায় ফিরে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ বাস করতে থাকেন। এ সময় অর্থ রোজগারের প্রয়োজনে গৃহশিক্ষকতা করেছেন। চাকরির জন্যে বিভিন্ন স্থানে আবেদন করছেন, কিন্তু তেমন কোনো চাকরির আশ্বাস পাননি।

২৯ ডিসেম্বর দিল্লীর রামযশ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন জীবনানন্দ। চাকরিটা পান সে কলেজের তদানীন্তন উপাধ্যক্ষ সুকুমার দত্তের সহায়তায়; সুকুমার দত্ত অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইপো ছিলেন। দিল্লীর রামযশ কলেজে মাত্র মাস চারেক অধ্যাপনা করেন জীবনানন্দ। ১৯৩০-এর এপ্রিল

মাস পর্যন্ত চাকরি করেন সেখানে। এরপর বরিশালে এলে পারিবারিক উদ্যোগে তাঁর বিয়ের আয়োজন করা হয়। ফলে জীবনানন্দ আর দিল্লী ফিরে যাননি। তাতে রামযশ কলেজের চাকরি যায়। পরবর্তী ৪/৫ বছর জীবনানন্দ বেকার-জীবন যাপন করেন।

বুদ্ধদেব বসু 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ' শিরোনামের একটি নাট্যাঙ্গিকের লেখায় জীবনানন্দের 'কয়েকটি লাইন' কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে তাঁর কবিতার সরল নিরলঙ্কার ঘরোয়া ভাষার এবং ক্লান্ত উদাস সুরের বিশিষ্টতা তুলে ধরেন—

> "তিনি যে একজন খাঁটি কবি তার প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে।" ··· আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি মাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে। একেই বলে Magic line. আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হয়ে উঠেছে; শব্দের মূল্যবোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।" ['প্রগতি', ভাদ্র ১৩৩৬]

বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭—১৯৫৪) পছন্দ হয়নি। তিনি বললেন—এটা হলো 'অক্ষমতাকে বাহবা দেওয়া।' 'বোধ' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখলেন যে, জীবনানন্দের ভাষা 'ক্ষণিকা'র ভাষার উন্নত সংস্করণ।

যতীন্দ্রনাথ লিখলেন—

> 'এ ভাষা সরল নয়, সহজ নয়; কারণ চেষ্টা করেও অর্থ বোধগম্য হয় না।' [জীবনানন্দ দাশ: বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত']।

'বোধ' কবিতাটি বিষয়ে 'শনিবারের চিঠি'র মন্তব্য—

> "কবিতাটির নামকরণে বোধ হয় কিছু ভুল আছে, 'বোধ' না হইয়া কবিতাটির নাম 'গোদ' হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬৮। ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ।

১ মার্চ পুনরায় বিদেশ যাত্রা করলেন কবি, কানাডার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ত্রৈবার্ষিক সম্মেলনে শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ দেয়ার জন্যে। সঙ্গে গেলেন অপূর্বকুমার চন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কানাডা থেকে আমেরিকায় ফিরে বহু শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পাসপোর্ট নিয়ে গণ্ডগোল হবার কারণে বিরক্ত হয়ে আমেরিকা ত্যাগ করলেন কবি। জাপান হয়ে কলকাতায় ফিরলেন জুলাই-এ।

চট্টগ্রামের কাট্টলিতে গ্রাম্য ইউনিয়ন ক্লাব কর্তৃক নজরুল সংবর্ধিত হন। চট্টগ্রামে এসে হবীবুল্লাহ্ বাহার ও শামসুন্নাহার—দুই ভাইবোনের আতিথ্য গ্রহণ করলেন নজরুল। বন্ধু মুজফ্ফর আহমদের জন্মস্থান সন্দীপ যান। কলকাতার অ্যালবার্ট হলে নজরুলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও প্রধান অতিথি হন সুভাষচন্দ্র বসু। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ,

হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ।

এন্টালির ৮/১ পানবাগান লেনে জানুয়ারিতে নজরুল-পুত্র সব্যসাচীর জন্ম। ডাক নাম—সানি, সান ইয়াৎ সেনের নামানুসারে নজরুল পুত্রের এ নাম রাখেন।

ডিসেম্বরে (অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) সংগীত সংকলন ‘চোখের চাতক’ প্রকাশিত হয়। নজরুল বইটির উৎসর্গ পত্রে লেখেন—

> ‘কল্যাণীয়া বীণাকণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু।’

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা হয় এবছর। পার্লামেন্টের মধ্যে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ ধ্বনি দিলে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশন করার পর যতীন দাসের মৃত্যু হয়।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ভারতীয় কংগ্রেস সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

কলকাতায় নিয়মিত বিমান উঠা নামা ও এয়ারমেল সার্ভিস শুরু হয়। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাস হয়।

বিপ্লবীদের আক্রমণে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট ও ঢাকায় পুলিশ অফিসার মি. হডসন আহত হন।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। অধিক ফলনে শস্যের দাম পড়ে যায়। শিল্পদ্রব্য বাজার হারায়। ইউরোপের নামজাদা কয়েকটি ব্যাংক ফেল করে।

দুই কোটি ডলার ব্যয়ে উত্তর আমেরিকার শিকাগো নগরে ৪২ তলা বিশিষ্ট জগদ্বিখ্যাত নাট্যশালার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

এ বছর জন্মগ্রহণ করেন শামসুর রাহমান, শান্তিকুমার ঘোষ, কল্যাণ সেনগুপ্ত, গাজীউল হক, দ্বিজেন শর্মা, জাহানারা ইমাম, উৎপল দত্ত।

পরলোক গমন করলেন অভিনেতা অমৃতলাল বসু। হোফমান স্টালের মৃত্যু হয় এ বছর।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান টমাস ম্যান (১৮৭৪—১৯৫৫)। উপন্যাসকার। জার্মানির অধিবাসী তিনি।

তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> æPrincipally for his great novel – ‘Budden Brooks’ which had won steadily increased recognition as one of the classic works of contemporary literature”.

টমাস ম্যানের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—‘বাডেন ব্রুকস্’, ‘দ্য ম্যাজিক মাউন্টেন’, ‘ডক্টর ফস্টাস’, ‘রয়েল হাইনেস’, ‘ডেথ ইন ভেনিস’, ‘মারিও অ্যান্ড ম্যাজিসিয়ান’ ইত্যাদি।

প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের ‘যাত্রী’, ‘পরিত্রাণ’, ‘যোগাযোগ’, ‘তপসী’, ‘মহুয়া’ প্রকাশ পায়। ইংরেজিতে বের হয় ‘থটস্ ফ্রম টেগোর’। প্রকাশিত হয় জসীম

উদ্‌দীনের ‘নকসী কাঁথার মাঠ’, অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘রাখী’, বুদ্ধদেব বসুর ‘সাড়া’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’, জগদীশ গুপ্তের ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’, নজরুলের ‘সন্ধ্যা’, ‘চক্রবাক’, সজনীকান্ত দাসের ‘পথ চলতে ঘাসের ফুল’।

প্রকাশ পায় রবার্ট ব্রিজেসের ‘টেস্টামেন্ট অব বিউটি’, বার্নার্ড শ’র ‘দি অ্যাপল কার্ট’, রোঁমা রোঁলার ‘রামকৃষ্ণ জীবনী’।

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘বিদ্রোহী আয়ারল্যান্ড’, ধীরেন্দ্রনাথ সিংহের ‘গল্পে ও চিত্রে ছেলেমেয়েদের কংগ্রেস’ নামক বই দু’টি নিষিদ্ধ হয়।

১৯৩০। বয়স ৩১ বছর

বিয়ে হয় জীবনানন্দের। কনে—লাবণ্য গুপ্ত (১৯০৯—১৯৭৪)। কনের পিতা রোহিনীকুমার গুপ্ত। মাতা সরযূবালা দেবী। রোহিনীকুমার খুলনার সেনহাটির কুলীন বৈদ্য পরিবারের সন্তান আর সরযূবালা যশোর জেলার ইতিনা গ্রামের তারাপ্রসন্ন সেনের একমাত্র মেয়ে। মা-বাবা সম্পর্কে ‘মানুষ জীবনানন্দ’ গ্রন্থে লাবণ্য দাশ লিখেছেন—

> ‘আমার মা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের মেয়ে। গল্প শুনেছি—তিনি মুরগীর মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, বাড়িতে আনতেও দিতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী এবং তাঁর স্বভাবটি ছিল কঠোর ও কোমলের অপূর্ব সমন্বয়।’
>
> ‘আমার বাবা যেমনি ছিলেন স্ফূর্তিবাজ, তেমনি ছিল তাঁর দরাজ মন। হিন্দু সন্তান, কোনরকম কুসংস্কারের ধার দিয়েও তিনি যেতেন না।’

লাবণ্য মা-বাবার দ্বিতীয় কন্যা। তাঁরা তিন বোন, এক ভাই। নাম—প্রমীলা, লাবণ্য, ননী এবং শান্তিবিন্দু। লাবণ্য ১৯৩০-এ ম্যাট্রিক পাস করেন। ইডেন হোস্টেলে থেকে ঢাকার ইডেন কলেজে পড়াশোনা করছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে আকৃষ্ট হলে লাবণ্যকে দ্রুত বিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে এবং জীবনানন্দের পছন্দানুযায়ী জীবনানন্দ ও অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে লাবণ্যের সঙ্গে জীবনানন্দের বিয়ে হয়। বিয়ের আগে ঢাকায় লাবণ্যকে দেখে কুসুমকুমারী পছন্দ করেন। এবং মা-বাবার ইচ্ছানুযায়ী জীবনানন্দ একা ঢাকায় যান লাবণ্যকে দেখতে। লাবণ্য গুপ্ত জীবনানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> ‘ইনি নামক ব্যক্তিটি আমাকে যা-ই ভাবুন না কেন, ঠিক হয়ে বসব কি—আমি তখন আমার হাসি সামলাতে ব্যস্ত। যাই হোক, কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আমি তাঁর দিকে ফিরে বসলাম। কিন্তু অসীম ধৈর্য ভদ্রলোকটির। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না ফিরলাম, তিনি চুপ করেই বসে রইলেন। তাঁর দিকে ফেরার পর তিনি আমাকে তিনটি প্রশ্ন

> করলেন—আপনার নাম কি? আই.এ-তে কি কি সাবজেক্ট নিয়েছেন এবং কোনটি আপনার বেশী পছন্দ।' ['মানুষ জীবনানন্দ', লাবণ্য দাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৭৮]

জীবনানন্দ-লাবণ্যের বিয়ের তারিখঃ ৯ মে ১৯৩০; ২৬ বৈশাখ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ। শুক্রবার। শুক্লা চতুর্দশী তিথি।

বিয়ের স্থানঃ ঢাকা, ব্রাহ্মসমাজের রামমোহন লাইব্রেরি। বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্ম মতে। বিয়ের আচার্য ছিলেন মনোমোহন চক্রবর্তী। বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪), অজিতকুমার দত্ত (১৯০৮—১৯৭৯) প্রমুখ কবি-বন্ধুরা।

৩১ বৈশাখ বুধবার সন্ধ্যায় বরিশালের সর্বানন্দ-ভবনে নববধূর সংবর্ধনা উপলক্ষে বউভাত অনুষ্ঠান এবং বিশেষ উপাসনা হয়।

বিয়েতে কন্যাপক্ষ থেকে জীবনানন্দকে একটি আঙটি উপহার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই আঙটির জন্যেও তিনি বিশেষ লজ্জাবোধ ও কুণ্ঠাবোধ করতেন।

পরবর্তী জীবনে লাবণ্য দাশ বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সাধারণ শিক্ষিকা থেকে সহকারী প্রধানশিক্ষিকা হয়েছিলেন। জীবনানন্দ-বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মানুষ জীবনানন্দ'। [গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮। প্রকাশকঃ ময়ুখ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা-১২, প্রচ্ছদ-শিল্পীঃ মনোজ বিশ্বাস, মুদ্রাকরঃ অজিতকুমার সামই, ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। দামঃ তিন টাকা]। ১৯৭৪ সালে বিয়ের ৪৪ বছর পর হাঁপানি রোগে লাবণ্য দাশ মারা যান।

জীবনানন্দ দাশের মাতামহী প্রসন্নকুমারী পরলোক গমন করেন; মৃত্যুর তারিখঃ ৫ আষাঢ় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ। তখন তাঁর বয়স ৮৬ বছর।

বেকার জীবন জীবনানন্দের। মাঝে কিছুদিন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসাও করেছেন। কোনোটিই স্থায়ী হয়নি এবং সফলতার মুখও দেখেননি জীবনানন্দ।

এ বছর (৩ পৌষ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) ৬৬ হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছেন—

> 'শ্রীচরণেষু,
> আপনার স্নেহাশীষ লাভ করে অন্তর আমার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজকালকার বাংলাদেশের নবীন লেখকের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে, তাদের মাথার ওপরে স্পষ্ট সূর্যালোকের মত আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে। ··· আর আমার জীবনের

> আকিঞ্চন সেই আরাধ্যশক্তি ও সেই কল্যাণময় শান্তির উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আশা করি এর থেকে আমি বঞ্চিত হব না।'

এ সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬৯ বছর। বরোদায় বক্তৃতা দেয়ার জন্যে উত্তর ভারত যাত্রা করলেন রবীন্দ্রনাথ। নিমন্ত্রক: মহারাজ সহাজি রাও। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গেলেন অমিয় চক্রবর্তী।

মার্চে সপরিবারে অক্সফোর্ড যাত্রা করলেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্দেশ্য: হিবার্ট-লেকচার প্রদান। তাঁর বক্তৃতার বিষয়—'দি রিলিজিয়ন অব ম্যান।' মে মাসে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আপ্রাণ চেষ্টায় ও অজস্র অর্থ ব্যয়ে রবীন্দ্রনাথের ১২৫টি ছবির প্রদর্শনী হল প্যারিসে। এটাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী। রবীন্দ্রনাথ ঘুরলেন লন্ডন, বার্লিন, মিউনিখ, ফ্রাঙ্কফুট, মারবুর্গ, ডেনমার্ক, রাশিয়া, হামবুর্গ, নিউইয়র্ক।

মে মাসে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু নজরুলকে বিপর্যস্ত করে। এই সময় অসুস্থ পুত্রের শিয়রে বসে হাফিজ অনুবাদ করেন কবি। 'প্রলয় শিখা' বাজেয়াপ্ত হয়, 'চন্দ্রবিন্দু'র ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ছয় মাসের কারাদণ্ড হয় নজরুলের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন বুদ্ধদেব বসু।

এ বছর বিষ্ণু দে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ হন। ১৯২৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথমবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে পারেননি তিনি। একটি ঘটনায় মানসিকভাবে উত্তেজিত হয়ে লজিক পরীক্ষা দিতে পারেননি বলে পরীক্ষার ফল অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন শুরু। গান্ধীর ডান্ডি অভিযান। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট। লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের শুরু। কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করে। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিনয়-বাদল-দীনেশের আক্রমণ। বাংলার বিপ্লবীদের গুলিতে ঢাকায় বাংলার আই.জি.পি লোম্যান নিহত এবং পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট হডসন আহত হন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার অপরাধে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বছরের জেল হয়। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কর্পোরেশন ভবনে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন সি.ভি. রমন। 'সীতা' নাটক প্রদর্শনের জন্যে শিশির ভাদুড়ী আমেরিকা গেলেন। প্রথম বাংলা নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মিত হল। ছবির নাম—'দালিয়া'। কাহিনীকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিচালক: মধু বসু; জুলাইর ২৬-এ তা প্রথম প্রদর্শিত হল ক্রাউন সিনেমায়।

বাঙালি ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের ইন্‌জেক্‌শান 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' আবিষ্কার করেন।

জার্মানিতে নাৎসীদের উত্থান ঘটে। নেতার নাম অ্যাডলফ হিটলার। অন্যান্যদের সহায়তায় ভ্যানেভার বুশ প্রথম কম্পিউটার নির্মাণ করলেন।

এ বছর জন্ম নেয়া বিখ্যাত ব্যক্তিরা হলেন শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার নন্দী, সুনীল বসু, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, আবদুল্লাহ আল-মুতী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, এম.আর. আখতার মুকুল, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

পরলোকগমন করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি.এইচ. লরেন্স।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান সিনক্লেয়ার লিউইস (১৮৮৫—১৯৫১)। কথাশিল্পী। আমেরিকান।

পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his vigorous and graphic art of description and his ability to create with wit and humour, new types of characters.'

লিউইসের বিখ্যাত রচনাগুলো হল—'Our Mr. Wrenn', 'Hike and the Aeroplane'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'শেষের কবিতা'। ইংরেজিতে বের হল 'দি রিলিজিয়ন অব ম্যান'। প্রকাশ পায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থ 'মরুমায়া', বুদ্ধদেব বসুর কাব্য 'বন্দীর বন্দনা', জসীমউদ্‌দীনের 'বালুচর', অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'অসমাপিকা', বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'কালের ভেরী', নজরুলের 'প্রলয় শিখা', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'ঝিলিমিলি', প্রবোধ সান্যালের 'প্রিয় বান্ধবী', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'অমাবস্যা'। বের হল রোঁমা রোঁলার 'বিবেকানন্দ জীবনী', এলিয়টের 'অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে'।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতের ছোটগল্প গ্রন্থ 'চলার পথে' নিষিদ্ধ হয়। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য 'ডমরু' বাজেয়াপ্ত হল।

১৯৩১। বয়স ৩২ বছর

বৈবাহিক জীবনের ১০ মাসের মাথায় কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম। জন্মতারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ, ৩ ফাল্গুন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের Literary Notes (১৯৪৭)-এর সুবাদে জানা যায়—মঞ্জুশ্রী দাশের জন্মঃ ফাল্গুন ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ। মঞ্জুশ্রীর ডাকনাম মঞ্জু। মঞ্জুশ্রী বিভিন্ন সময়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে

স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। শেষজীবনে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে কর্মরত ছিলেন। অল্প অল্প লেখালেখি করতেন। শেষ বয়সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং মানসিক রোগের চিকিৎসালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তারিখ: ১৯ মার্চ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

এই সময়ের জীবনানন্দ-জীবনের খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় এভাবে—

> 'তাঁর প্রথম সন্তান মঞ্জুশ্রী জন্মগ্রহণ করেছে; এক মঞ্জুশ্রী ছাড়া আর কাউকে আশ্রয় করার কথা ভাবছেন না এখন; স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা তেমন উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে উঠতে পারছে না। এদিকে কলকাতার পথেঘাটে কৃচিৎ দু'একটি মেয়ে তাদের বিশিষ্ট রূপচারিত্র্য নিয়ে তাঁর চোখে আটকে যাচ্ছে, তাঁর কোনো এক অনেককাল আগের পরিচিত গ্রাম্য কিশোরীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।' ['জীবনানন্দ দাশের দিনলিপি', সম্পাদক : ভূমেন্দ্র গুহ]

১৯৩১-এ যখন জীবনানন্দ দাশ প্রতিষ্ঠিত-বেকার, তখন তিনি খবরের কাগজ ফেরির কথা ভেবেছেন। [সূত্র : Literary Notes : July-September-1931]

শ্রাবণ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশ। [১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আকার: ১০″ x ৬॥″; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৮, তার ভেতরে ১৩ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন। প্রকাশক: শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, রুম নং ১৭ স্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫ ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা। মুদ্রক: মডার্ন আর্ট প্রেস, দুর্গা পিতুড়ি লেন। প্রতিসংখ্যা ১ টাকা; বার্ষিক চার টাকা চার আনা]। 'পরিচয়ে'র মাঘ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর অশ্লীলতার অপবাদ শুরু হয় তাঁর বিরুদ্ধে। পরিচয়গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেই এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। 'শনিবারের চিঠি' ব্যাপারটিকে আরো ঘোলা করে। 'ক্যাম্পে' কবিতাটি 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হবার পর কবিতাটিকে চূড়ান্ত অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করে সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে লেখেন—

> "বনের যাবতীয় ভাই-হরিণকে তাহাদের হৃদয়ের বোন ঘাই হরিণী 'আঘ্রাণ' ও 'আস্বাদের' দ্বারা তাহার পিপাসার সান্ত্বনার জন্য ডাকিতেছে। পিস্তুতো মাস্তুতো ভাইবোনদের আমরা চিনি। হৃৎতুতো বোনের সাক্ষাৎ এই প্রথম পাইলাম।"

সজনীকান্তের স্থূলতায় ক্ষুব্ধ হয়ে জীবনানন্দ এই অভিযোগের একটা ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। তাতে বলেছিলেন যে, 'হৃদয়ের বোন' শব্দ-বন্ধটির জন্যে তিনি শেলীর 'Soul's Sister' অভিব্যক্তির কাছে ঋণী। এখানেই নিবিড় বিরক্তি নিয়ে তিনি আরো লিখেছিলেন—

> 'বাংলাদেশে সজনে গাছ ছাড়া আরো ঢের গাছ আছে।'
> ['শতভিষা', একচত্বারিংশ সংকলন, পৃ.৭]

জীবিতাবস্থায় জীবনানন্দের এই ব্যাখ্যা কোথাও ছাপা হয়নি।

এই বছরেই মার্চ থেকে অত্যন্ত নিভৃতে ছোটগল্প লেখায় মনোযোগী হন জীবনানন্দ। পরবর্তী তিন বছর নিভৃত চর্চায় একটার পর একটা ছোটগল্প লিখে গেছেন তিনি। তাঁর গল্প সংখ্যা প্রায় ৯৭। গল্পগুলোর শিরোনাম—১. আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস, ২. সঙ্গ-নিঃসঙ্গ, ৩. রক্তমাংসহীন, ৪. জামরুল তলা, ৫. নিরুপম যাত্রা, ৬. পালিয়ে যেতে, ৭. পূর্ণিমা, ৮. মেয়ে মানুষ, ৯. হিশেব-নিকেশ, ১০. কথা শুধু কথা—কথা, কথা, কথা, কথা, কথা, ১১. কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়, ১২. মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে, ১৩. মাংসের ক্লান্তি, ১৪. বিবাহিত জীবন, ১৫. নকলের খেলায়, ১৬. মা হবার কোনো সাধ, ১৭. শুধু মাঠ, শুধু রক্ত, শুধু ভালবাসা, ১৮. প্রেমিক স্বামী, ১৯. মহিষের শিং, ২০. প্রণয় প্রেমের ভাবে, ২১. বাসরশয্যার পাশে, ২২. বাসর ও বিচ্ছেদ, ২৩. তাজের ছবি, ২৪. পাতা-তরঙ্গের বাজনা, ২৫. আর্টের অত্যাচার, ২৬. বিস্ময়, ২৭. শাড়ি, ২৮. হাতের তাস, ২৯. কোনো গন্ধ, ৩০. বেশি বয়সের ভালবাসা, ৩১. বত্রিশ বছর পরে, ৩২. তিমিরময়, ৩৩. সাত ক্রোশের পথ, ৩৪. চাকরি নেই, ৩৫. ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া, ৩৬. শেষ পছন্দের সময়, ৩৭. কুষ্ঠের স্ত্রী, ৩৮. সুখের শরীর, ৩৯. নষ্টপ্রেমের কথা, ৪০. বাসর রাত, ৪১. প্রণয়-প্রণয়িনী, ৪২. মেয়েমানুষের রক্তমাংসা, ৪৩. একঘেয়ে জীবন, ৪৪. কিন্নর লোক, ৪৫. হৃদয়হীন গল্প, ৪৬. বিবাহ অবিবাহ, ৪৭. শীতরাতের অন্ধকারে, ৪৮. বাসনা কামনার গল্প, ৪৯. অঘ্রাণের শীত, ৫০. অশ্বত্থের ডালে, ৫১. সমুদ্রের স্রোতের মতো, ৫২. বিচ্ছেদের কথা, ৫৩. মজলিস, ৫৪. লোভ, ৫৫. মানুষ-অমানুষ, ৫৬. জিনিসের জন্ম ও যৌবন, ৫৭. ঐকান্তিক অতীত, ৫৮. ক্ষমা-অক্ষমার অতীত, ৫৯. ভগ্নস্তূপ, ৬০. প্যাঁচা ও জোনাকীদের মধ্যে, ৬১. প্রণয়হীনতা, ৬২. আকাঙ্ক্ষার জগৎ, ৬৩. মৃত্যুর গন্ধ, ৬৪. প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা, ৬৫. লোকসানের মানুষ, ৬৬. জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর, ৬৭. মানুষের মুখের আভা, ৬৮. জন্মমৃত্যুর কাহিনী, ৬৯. জাদুর দেশ, ৭০. নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ, ৭১. মেহগিনি গাছের ছায়ায়, ৭২. করুণার রূপ, ৭৩. এক এক রকম পৃথিবী, ৭৪. বাইশ বছর আগের ছবি, ৭৫. কবিতা আর কবিতা, তারপরেও আবার কবিতা, ৭৬. কুড়ি বছর পরে, ৭৭. রক্তের ভিতর, ৭৮. মনোবীজ, ৭৯. কবিতা নিয়ে, ৮০. রক্ত মাংসের স্পন্দন, ৮১. ধূসর পাণ্ডুলিপি, ৮২. পৃথিবীটা শিশুদের নয়, ৮৩. করুণার পথ ধরে, ৮৪. মায়াবী প্রাসাদ, ৮৫. অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি, ৮৬. সোনালি আভায়, ৮৭. সাধারণ মানুষ, ৮৮. আস্বাদের জন্ম, ৮৯. কুড়ি বছর পর ফিরে এসে, ৯০. এক সেতুর ভিতর দিয়ে, ৯১. বৃত্তের মতো, ৯২. বাসনার দেশ, ৯৩. ভালোবাসার সাধ, ৯৪. বই, ৯৫. উপেক্ষার শীত, ৯৬. বিন্দুবাসিনী, ৯৭. সোমনাথ ও শ্রীমতি।

এ সময় ‘মৃণাল’, ‘বিরাজ’ ও ‘কল্যাণী’ নামে তিনটি উপন্যাসও রচনা করলেন জীবনানন্দ। উপন্যাসগুলো তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭০। বার্নার্ড শ’র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আলোচনা হল ৮ জানুয়ারি। সাত মাস পর ৩১ জানুয়ারি দেশে ফিরেন রবীন্দ্রনাথ। জুলাই-এ অর্থের সন্ধানে ভূপালের রাজদরবারে গেলেন। কিন্তু অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলেন। ডিসেম্বরে টাউন হলে হল সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী ও চিত্র-প্রদর্শনী। এটাই ভারতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী। বক্সার দুর্গের রাজবন্দীরা রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করলেন।

১৯৩১ সালের ১৭ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) রাত এগারো টায় পটলডাঙার বাড়িতে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। রাতেই শবদেহ কলকাতা থেকে নৈহাটির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরদিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

‘ভক্ত ধ্রুব’ নাট্যচিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালক নজরুল স্বয়ং। ১৮টি গানের মধ্যে ১৭টির রচয়িতা নজরুল। কলকাতার জেলেটোলা লেনে পুত্র অনিরুদ্ধর জন্ম। লেনিনের নামের অনুসরণে তার ডাক নাম রাখা হয় ‘নিনি’।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন বুদ্ধদেব বসু।

বিজ্ঞান ও মানবমনস্তত্ত্ব বিষয়ে ব্যাপক অনুশীলনসহ দেশি-বিদেশি সাহিত্যপাঠে মনোযোগী হয়ে কলেজীয় পাঠ বিষয়ে অবহেলা করায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমবার বি.এসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে অকৃতকার্য হন।

ভগৎ সিংহের ফাঁসি হল, হিজলি জেলে রাজবন্দীদের ওপর গুলি চালাল পুলিশ। বিপ্লবী বিমলকৃষ্ণ আলীপুরের দায়রা জজ মি. গার্লিফকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেন।

প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র নির্মিত হল—শরৎচন্দ্রের ‘দেনাপাওনা’। পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী; শ্রেষ্ঠাংশে ছিলেন—দুর্গাদাস, নিভাননী, উমাশশী। এই ছবি চিত্রা সিনেমায় প্রথম প্রদর্শিত হল ডিসেম্বর ৩০-এ।

ভারতের বড় লাট লর্ড আরউইন পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন লর্ড ইউলিংডন।

ভারতে সপ্তমবারের মতো লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে ঘিরে দ্বিতীয়বারের মতো গোলটেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান হয়। কংগ্রেসের পক্ষে যোগদান করেন মহাত্মা গান্ধী। স্যার মুহম্মদ ইকবালও এই বৈঠকে মুসলমানদের পক্ষে যোগদান করেছিলেন।

নিউইয়র্কে ১০২ তলা বিশিষ্ট জগদ্বিখ্যাত এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির মধ্যে আঁতাত হল। জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে লীগ অব নেশনস্ কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হল জাপান।

এ বছর যাঁরা জন্মালেন, তাঁরা হলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, ফণিভূষণ আচার্য, বদরুদ্দীন উমর, মোবাশ্বের আলী, কণ্ঠশিল্পী আবদুল আলিম।

মৃত্যুবরণ করেছেন মতিলাল নেহরু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১ সালে সাহিত্যে নোবেল জয়ী আস্কেল কার্লফেল্ট।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ই. আস্কেল কার্লফেল্ট (১৮৬৪—১৯৩১)। সুইডেনের কবি তিনি।

তাঁকে পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'Because he represents our character with a style and a genuineness that we should like to be ours'.

কার্লফেল্টের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'Songs of the Wilderness and Love', 'Fridolin's Pleasure Garden', 'Fridolin's Songs'.

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', 'শাপমোচন', 'সহজপাঠ', 'গীতবিতান', 'বনবাণী', 'সঞ্চয়িতা'। প্রকাশ পায় শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাদুড়ী মশাই', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চৈতালী ঘূর্ণি', জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু'। বের হল প্রবোধচন্দ্র সেনের 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান', রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'অবরোধবাসিনী', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মাটির ঘর', অতুলপ্রসাদের 'গীতিগুঞ্জ', অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে', করুণানিধানের 'শতনরী', ধূর্জটিপ্রসাদের 'আমরা ও তাঁহারা'।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হল। তিনি পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন (১৯৩১—১৯৪৩)। সুধীন্দ্র-পর্বের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত জীবনানন্দের কবিতা ক'টির নাম—'ক্যাম্পে' (মাঘ ১৩৩৮), 'সমুদ্র চিল' (কার্তিক ১৩৪৪), 'প্যারাডিম' (আশ্বিন ১৩৪৭), 'রবীন্দ্রনাথ' (অগ্রহায়ণ ১৩৪৭)।

'পরিচয়'-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় বিষ্ণু দে-র 'অর্ধনারীশ্বর' ও 'বজ্রপাণি' কবিতা দুটি এবং ফরাসি ঔপন্যাসিক মারশেল প্রুস্ত-এর 'উইথ ইন এ বাডিং গ্রোভ' গ্রন্থের বিষ্ণু দে-কৃত আংশিক বঙ্গানুবাদ 'বিচ্ছেদ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ১৩৯১-এর একটু আগে 'পরিচয়'-এর শুক্রবাসরীয় আড্ডায় কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে যুক্ত হন বিষ্ণু দে। পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যামিনী রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে।

নজরুল ছ'মাস কারাদণ্ড ভোগ করলেন 'প্রলয়শিখা'র জন্যে। কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের 'মন্দিরের চাবি' বাজেয়াপ্ত হল। বিমলপ্রতিভা দেবীর উপন্যাস 'নতুন দিনের আলো', নরেন্দ্রনাথ দাসের 'দীনেশের শেষ', 'দেশভক্ত', 'ফাঁসি', 'রক্ত পতাকা', 'শোকসিন্ধু' কাব্যসমূহ নিষিদ্ধ হল।

১৯৩২। বয়স ৩৩ বছর

মার্চ ও আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ‘প্রেতিনীর রূপকথা’ ও ‘নিরূপম যাত্রা’ নামক উপন্যাস দু’টো রচনা করেন জীবনানন্দ। এগুলো মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। এ বছর ছোটগল্প লিখেছেন ৩৩টি।

এই সময় জীবনানন্দ কর্মহীনতার দৈনন্দিন বিড়ম্বনায় অত্যন্ত বিস্রস্ত। দারিদ্র্যের ও পরমুখাপেক্ষিতার কারণে হতাশগ্রস্ত, অপমানাহত, বিক্ষুব্ধ, আত্মধিক্কারপীড়িত এবং কখনো কখনো সামান্য পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষান্বিত।

> ‘নানা রকমভাবে এই অকর্মক জীবনযাপন ঘোচাবার চেষ্টা তিনি (জীবনানন্দ) করেছেন। প্রাইভেট ট্যুইশনি করেছেন; ছাতার ডাঁট তৈরি হয় যে মোটা বেতে, তা আমদানির ব্যবসায় যুক্ত হবেন কিনা ভেবেছেন, ইন্‌সিয়োরেন্সের দালালিও একটা উপযুক্ত উপায় মনে হয়েছে তাঁর; একটা স্টেনোটাইপিস্টের বা খবরের কাগজের রিপোর্টারের চাকরি পেলেও তো সৌভাগ্যের ব্যাপার হত চিন্তা করেছেন; এমন কী খবরের কাগজ ফেরি করলে কেমন হয়, তাও হয়তো ভেবেছেন।’ [‘জীবনানন্দ দাশের দিনলিপি’, ভূমেন্দ্র গুহ]

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭১। ১১ এপ্রিল পারস্যের রাজা রেজা শাহ পহ্লবীর আমন্ত্রণে পারস্যে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। বিমানে গেলেন, সঙ্গী প্রতিমা দেবী ও অমিয় চক্রবর্তী। ইরাক ও ইরানের নানা স্থানে বক্তৃতা দিলেন। বিপুলভাবে সংবর্ধিত হলেন তিনি সেখানে। ৩ জুন বিমানেই কলকাতায় ফিরলেন।

দারুণ অর্থসংকটের কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক’-এর পদটি গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। মুক্তছন্দে ‘পুনশ্চ’ লিখলেন।

নজরুল স্বদেশী গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেন। নভেম্বরে সিরাজগঞ্জের বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নজরুল। ডিসেম্বরে এলবার্ট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি কবি কায়কোবাদ তাঁকে প্রদত্ত ফুলের মালা নজরুলের গলায় পরিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে সবাক চলচ্চিত্র ‘চিরকুমার সভা’ নির্মিত হয়। নির্মাতা : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করলেন দুর্গাদাস, তিনকড়ি, মনোরঞ্জন, ইন্দুবালা, নিভাননী, মলিনা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বারের মতো সিটি কলেজ থেকে বি.এসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে অকৃতকার্য হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবসান ঘটান এবং সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন।

গোলটেবিল বৈঠক সেরে ভারতে ফেরার ৭ দিনের মধ্যে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজ-সরকার। রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে লন্ডনে প্রতিবাদপত্র পাঠালেন। জেলে গান্ধী অনশন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বরে গান্ধীকে দেখতে গেলেন পুনায়। ওই দিনই গান্ধী অনশন ভঙ্গ করলেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। গ্রেপ্তার এড়াতে গিয়ে প্রীতিলতা আত্মহত্যা করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় কুমারী বীণা দাস নাম্নী এক ছাত্রী বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডগলাসকে, কালীপদ মুখার্জী মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যাপ্রসাদ সেনকে, শান্তিসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামক দুজন ছাত্রী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্টিভেন্সকে হত্যা করেন। বিপ্লবীদের দ্বারা সারাদেশে হত্যাযজ্ঞ প্রকট হয়ে ওঠে।

ডি. ভ্যালেরা আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে সকল প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

৬০টি দেশের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসল জেনেভায়। ইব্‌নে সৌদের নেতৃত্বে সৌদী আরব রাষ্ট্রের জন্ম হল।

এ বছর জন্মালেন শঙ্খ ঘোষ, আলোক সরকার, তরুণ সান্যাল, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, হাসান হাফিজুর রহমান, ফয়েজ আহমদ, জাহানারা আরজু।

পরলোক গমন করলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (৯ ডিসেম্বর)।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন জন গলস্‌ওয়ার্দি (১৮৬৭—১৯৩৩)। ঔপন্যাসিক। ব্রিটেনের অধিবাসী।

পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his distinguished art of narration, which takes highest
> form in 'The Farsight Saga'.

তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলো হল – 'Vill a Rubein', 'The Salvation of Swithin Forsyte', 'The Man of Property', 'The Country House', 'Strite', 'Justice', 'The Dark flowers'.

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ', 'কালের যাত্রা', 'পুনশ্চ', 'গীতবিতান-৩য় খণ্ড' প্রকাশ পায়; ইংরেজিতে বের হয় 'মহাত্মাজী অ্যান্ড দি ডিপ্রেস্‌ড্‌ হিউম্যানিটি'।

প্রকাশিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা', বুদ্ধদেব বসুর 'একটি কথা', 'যবনিকাপাত', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিতা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য-১ম খণ্ড', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রাচীর ও প্রান্তর'। বের হয় বন্দে আলী মিয়ার 'ময়নামতীর চর', 'অনুরাগ', রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল', বিনয়

সরকারের 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তন' এবং অলডস হাক্সলীর 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশ (বৈশাখ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। প্রায় ৩০ বছরেরও অধিক সময় সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বহু প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের প্রথম রচনা এই পত্রিকা প্রকাশ করে।

শ্রীকাল ভৈরব-এর 'ভৈরবী চক্র' উপন্যাসটি নিষিদ্ধ হয়। চারণকবি মুকুন্দ দাসের দুটি দেশাত্মবোধক গানের বই 'কর্মক্ষেত্রের গান' ও 'পথের গান' বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৩৩। বয়স ৩৪ বছর

এ বছর জীবনানন্দ দাশ ছোটগল্প লেখেন ২৩টি। উপন্যাস লেখেন ৩টি—'কারুবাসনা', 'জীবন প্রণালী' ও 'বিভা'। উপন্যাসত্রয় তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

লাবণ্য দাশ আই.এ পাস করলেন এ বছর।

'কালি কলম' পত্রিকার [সম্পাদক : মুরলীধর বসু (১৮৯৭—১৯৬০), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১—১৯৭৬] দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৯৩৩) জীবনানন্দ দাশের 'পতিতা' নামের কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা-বক্তৃতামালা' প্রদান করলেন রবীন্দ্রনাথ, শিরোনাম—'মানুষের ধর্ম'।

পণ্ডিত বিজয়প্রসাদ সিংহ শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে গেলেন, উদ্বোধন করলেন—জলের কল। শান্তিনিকেতনে কোনো মন্ত্রীর এটাই প্রথমবারের মতো আগমন। অধ্যাপক বিজন ভট্টাচার্যকে নিয়ে বাংলা-পরিভাষা প্রণয়নে রত হলেন রবীন্দ্রনাথ। 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছন্দ সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন কবি। উদয়শঙ্কর শান্তিনিকেতনে এসে নাচ দেখিয়ে গেলেন।

বাংলায় গান্ধীবিরোধী মনোভাব প্রকট হতে থাকে। সূর্যসেন ও আরও কয়েকজন বিপ্লবী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সূর্য সেনের মৃত্যুর আগেই বিশ্বাসঘাতক-বিপ্লবী ক্ষেত্র সেন ও গ্রেপ্তারকারী পুলিশ অফিসার মাখনলালকে হত্যা করেন বিপ্লবীরা। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার মি. কুই বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। খেলার মাঠে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ নিহত হল। জাতীয় কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হল।

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মহিলা অল্ডারম্যান হন। ট্রেনে সাহেব ও অ্যাংলোদের পৃথক ব্যবস্থা উঠে গেল। ভারতে শিশু (শ্রমবন্ধক) আইন প্রবর্তিত হল।

হের হিটলার জার্মানির সর্বাধিনায়ক (Chancellor) হন। জার্মানি থেকে ইহুদি ও কমিউনিস্টদের উচ্ছেদের জিগির তুললেন হিটলার। গোপনে জার্মানিতে রণসজ্জা শুরু হল। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫০০০ বই পুড়িয়ে দেয়া হল।

এ বছর জন্মালেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ভূমেন্দ্র গুহ, আনন্দ বাগচী, সন্‌জীদা খাতুন, জহির রায়হান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ।

মারা গেলেন অ্যানী বেশান্ত, কামিনী রায়, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন রাশিয়ার কথাশিল্পী ইভান বুনিন (১৮৭০—১৯৫৩)।

পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For the strict artistry with which he has carried on the classical Russian tradition in prose writing'.

বুনিনের বিখ্যাত গ্রন্থ হল—'**লাইফ অব আর্সেনিভ**', 'দ্য ডাক্ অ্যালিস' ইত্যাদি।

প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন', 'মানুষের ধর্ম', 'বিচিত্রিতা', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ', 'বাঁশরি', 'ভারত পথিক রামমোহন', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রকাশ পায়। বের হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'আমরা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'কালের শাসন', প্রমথনাথ বিশীর 'প্রাচীন আসামি হইতে', প্রবোধকুমার সান্যালের 'প্রিয় বান্ধবী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী-১ম খণ্ড', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাতিস্মর', বুদ্ধদেব বসুর 'পৃথিবীর পথে', 'যেদিন ফুটলো কমল', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'উপনয়ন' ও 'মিছিল', আবদুল কাদিরের 'দিলরুবা'।

পিতার প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তায় বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর প্রকাশ। কবিতার সংখ্যা ২৬; রচনাকাল: ১৯২৮—১৯৩৩; প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু। কাব্যটি পাঠ করে ২৯ আষাঢ় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখিত একটি পত্রে প্রশংসিত মন্তব্য করেন। কিন্তু ১ শ্রাবণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে লিখিত পত্রে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন।

১৯৩৪। বয়স ৩৫ বছর

'রূপসী বাংলা'র প্রধান প্রধান কবিতাবলী রচনা করলেন জীবনানন্দ। ভেবেছিলেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা' নামে একটি সংকলনে কবিতাগুলো একসঙ্গে প্রকাশ

করবেন। নানা কারণে জীবিতাবস্থায় তা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর পরে ১৯৫৭-তে এই কবিতাগুলো 'রূপসী বাংলা' নামের কাব্যান্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়। গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি এক অমোঘ ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলীতে। বাংলার নদী-মাঠ-ঘাট, ঘাস-ফুল-পাতা, পোকা-পাখি-প্রাণী, রূপকথা-পাঁচালী-পল্লীগান, ইতিহাস-পুরাণ-প্রবচন তাঁকে নেশাগ্রস্তের মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছিল 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলো রচনা করার সময়।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৩। ১৯ মার্চ ইন্দিরাকে দেখতে শান্তিনিকেতনে এলেন জহরলাল ও কমলা নেহরু। সরোজিনী নাইডুও শান্তিনিকেতন ঘুরে গেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন, বিষয়—'সাহিত্যতত্ত্ব'। কবি তৃতীয়বারের মতো সিংহল যাত্রা করলেন, ৬ মে। কলম্বোয় গভর্নর স্যার ব্যারন জয়তিলক স্বাগত জানালেন কবিকে।

'শাপমোচন' অভিনীত হল ২৬ মে থেকে পর পর তিনদিন। 'চার অধ্যায়' উপন্যাস লেখা শেষ করলেন কান্‌ডিতে। শান্তিনিকেতনে ফিরে বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোযোগী হলেন রবীন্দ্রনাথ। গান্ধী কলকাতায় এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। সীমান্তগান্ধী আবদুল গফ্‌ফর খাঁ কলাভবনের ছাত্র পুত্র আবদুল গনিকে দেখতে এলেন শান্তিনিকেতনে। বিপুলভাবে সংবর্ধিত হলেন তিনি।

অধ্যাপক গিলবার্ট মারের সঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্বন্ধ বিষয়ে পত্রালাপ হল রবীন্দ্রনাথের। বিধুশেখর শাস্ত্রী বিশ্বভারতী ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রতিভা সোম (ডাক নাম : রাণু, পিতা : আশুতোষ সোম, মাতা : সরযূবালা) এর বিয়ে হয় [২৯ জুলাই, ১৯৩৪]। ১৯৩০-এ জীবনানন্দের বিয়ের অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব বসু নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে জীবনানন্দকে নিমন্ত্রণ করেননি। জীবনানন্দ দৈনিক পত্রিকা পড়ে বুদ্ধদেব-প্রতিভার বিয়ের খবরটা জেনেছিলেন। জুলাই মাসে বুদ্ধদেব বসু রিপন কলেজে অধ্যাপনা কাজে যোগদান করেন।

১২ জানুয়ারি সূর্যসেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসি হয়। ফাঁসি হয় দীনেশ মজুমদারেরও। কমিউনিস্ট পার্টিকে ভারতে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিহার ও নেপালে সহস্র সহস্র মানুষের মৃত্যু ঘটে।

জার্মান প্রেসিডেন্ট ভন হিন্ডেনবার্গের মৃত্যু হলে হিটলার একাধারে চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনি নতুন উপাধি গ্রহণ করলেন—'ফুয়েরার'। চীনে মাও সে তুঙের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের লং মার্চ হল, ৮০০০ মাইল অতিক্রম করলেন তাঁরা। যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজান্ডার আততায়ীর হাতে নিহত হলেন।

এ বছর জন্ম গ্রহণ করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, সাধনা

মুখোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আবুল খায়ের মুসলেহ্উদ্দিন।

আর পরলোক গমন করেন 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা' গানটির রচয়িতা অতুলপ্রসাদ সেন, চারণকবি মুকুন্দ দাস, মাস্টারদা সূর্য সেন।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন লুইগী পিরানদেলো [১৮৬৭—১৯৩৬]। ঔপন্যাসিক-নাট্যকার-গল্পকার। ইতালির লেখক তিনি।

পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his bold and ingenious revival of dramatic and scenic art'.

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'দ্য মেরি গ্রো রাউন্ড', 'ওয়ান, নান্ অ্যান্ড হানড্রেড থাউসেন্ড', 'দ্য এমপারার', 'নেকেড', 'দ্য লাইফ আই গেভ ইউ' ইত্যাদি।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ', 'শ্রাবণগাথা', 'চার অধ্যায়'। বের হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'অমাবস্যা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'কামনা পঞ্চবিংশতি', অজিত দত্তের 'পাতালকন্যা', কালিদাস রায়ের 'হৈমবতী', জসীম উদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', কাজী কাদের নেওয়াজের কাব্য 'মরাল'।

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় গল্প 'একটি দিন'। পরে এই গল্পটিই ধারাবাহিক উপন্যাসের রূপ নিয়ে 'দিবারাত্রির কাব্য' শিরোনামে প্রকাশিত হয়ে ডিসেম্বরে শেষ হয়। এটিই পরের বছর 'দিবারাত্রির কাব্য' নামে উপন্যাসাকারে বের হয়।

মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) থেকে 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি। ১৯৩৫-এর জুলাই পর্যন্ত ৯ কিস্তি মুদ্রিত হবার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটির প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫। বয়স ৩৬ বছর

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের (বি.এম কলেজ) ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন জীবনানন্দ। এই সময় ব্রজমোহন কলেজে জীবনানন্দের সহকর্মী ছিলেন রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক রমেশ সেন। সজনীকান্ত দাসের বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি, প্রবল রবীন্দ্রানুরাগীও। জীবনানন্দের কাব্যভাষাকে পরিহাস করে কিছু বিদ্রূপমূলক কবিতা লিখেছিলেন এই রমেশ সেন। জীবনানন্দের বিপক্ষে রমেশ সেন 'শনিবারের চিঠি'র জন্যে তথ্য সরবরাহ করতেন।

আশ্বিন ১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ। সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪) ও প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮), সহকারী সম্পাদক : সমর সেন (১৯১৬—১৯৮৭)। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৫ সালের ৩ অক্টোবর বুদ্ধদেব বসুকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই চিঠিতে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা এ রকম—

'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'

জীবনানন্দের বহুবিশ্রুত 'বনলতা সেন' কবিতাটি 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ ১৩৪২) প্রকাশিত হয়। 'বনলতা সেন' কবিতার ওপর এডগর এ্যালান পো (১৮০৯—১৮৪৯)-র 'To Helen' কবিতার প্রভাব আছে বলে জীবনানন্দ-বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস। পো-র 'To Helen' কবিতা এবং তার একটি বাংলা অনুবাদ উপস্থাপিত হল।

Helen, thy beauty is to me
like those Nicean barks of yore
That gently, o'er a perfumed sea,
the weary, way-worn wanderer borne
to his own native shore.

On desperate seas, long wont to roam,
thy hyacinth hair, thy classic face,
thy naiad airs have brought me home
To the glory that was Greece
And the grandeur that was Rome.

Lo, in you brlliant window-niche
How statue-like I see thee stand
the agate lamp within my hand!
Ah, psyche, from the regions
Which are holy land.

এই কবিতার বিষ্ণু দে-কৃত তর্জমা :

হেলেন, তোমার রূপ মোর মনে হয়
সেকালের ভিনীসীয় তরণীর মতো,
সুগন্ধ সমুদ্র-বক্ষে শান্তধীরে বয়
ক্লান্ত প্রবাসীকে দীর্ঘপথশ্রমাহত
আপন স্বদেশে সমাগত।

কত না দুরন্ত সিন্ধুবিহারের পরে
তোমার অতসী কেশ, ক্লাসিক বয়ান,
নেয়াড্ তোমার লাস্য, মোরে আনে ঘরে
গ্রীসে, চিরগৌরবের আদিপীঠস্থান

আর রোমে, আছিল যে বৈভবশিখরে।

দেখি বাতায়নবেদীতে উদ্ভাস
আভঙ্গে খোদাই স্তব্ধ স্থির মূর্তি তুমি
মর্মরের দীপ জ্বলে করপুটে চুমি।
আহা সাইকি! সেই দেশে তোমার নিবাস
সে যে পুণ্যভূমি।

এ ছাড়া উক্ত সংখ্যায় জীবনানন্দের আর যে তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো হল—'কুড়ি বছর পর', 'মৃতমাংস' ও 'ঘাস'। 'বনলতা' নামটি বিষয়ে কিছু তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা যেতে পারে। ১৯৩৩-এ লেখা উপন্যাসে 'বনলতা' একটি চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত। ১৯৪৮-এ লেখা উপন্যাসে 'বনচ্ছবি' নামে আরেকটি চরিত্র আছে। ১৯৪৬-৪৭ এর দিনলিপিতে একজন 'বনলতা সেন'-এর উল্লেখ আছে এভাবে—

> æFrustrations in Lit, Love, Herodias' daughters, বনলতা সেন, Imaginary women, Bus women and life impel me to invoke God".

তাহলে দেখা যাচ্ছে বনলতা সেন কোন কাল্পনিক চরিত্র নয় জীবনানন্দের জীবনে।

'কবিতা' পত্রিকায় জীবনানন্দ আমৃত্যু অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর আত্মপ্রকাশ ও খ্যাতির প্রধান মাধ্যম ছিল এই 'কবিতা' পত্রিকাটি।

জীবনানন্দ-পত্নী লাবণ্য দাশ বি.এ পাস করলেন। তাঁর বি.এ পরীক্ষা নিয়ে ঘটনাটি এ রকম—

> "আমি যে বারে বি.এ পরীক্ষা দিলাম সে বারে সেই কলেজেই (বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ) ইংরেজির অধ্যাপক পদে ছিলেন। ইতিহাস পরীক্ষার দিন শরীর খুব খারাপ বোধ হওয়াতে আমি পরীক্ষা দেব না স্থির করে বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একজন অধ্যাপক আমাকে বাধা দেন। এমন কি আমাকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করবার জন্য কবিকে ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁর সামনেই আমি বললাম, 'আমি পরীক্ষা দেব না, বাড়ি যাব।' তিনি আমার মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ইচ্ছে না থাকলে পরীক্ষা দিও না। শরীর বেশি খারাপ লাগলে বাড়ি চলে যাওয়াই উচিত।' কথাটা বলেই মুহূর্তমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করে নিজের কাজে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র ঘোষ কবির উপর ভীষণ চটে গিয়ে বলেই ফেললেন, 'বাড়ি যাবার অনুমতি তুমি দিতে পার, কিন্তু আমি কিছুতেই দেব না।' তাঁরই ব্যবস্থায় আমি পরীক্ষা দিতে বাধ্য হলাম। তিনি যদি সেদিন আমার জন্য অতখানি কষ্ট স্বীকার করতে এগিয়ে না আসতেন তাহলে হয়ত নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ আর পেতামই না।" ['মানুষ জীবনানন্দ', লাবণ্য দাশ]

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৪। বাংলার লাট স্যার জন এন্‌ডারসন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এলেন ৬ ফেব্রুয়ারিতে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানীয় 'ডক্টর' উপাধি প্রদান করল। লাহোরের দয়ানন্দ এ্যাংলো বেদিক কলেজ পরিদর্শন করলেন রবীন্দ্রনাথ। স্থানীয় বাঙালিসমাজ দ্বারা সংবর্ধিত হলেন।

অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'Visabharati Quarterly' মে মাস থেকে পুনরায় প্রকাশ পেতে থাকল; সম্পাদক : কৃষ্ণ কৃপালিনী। রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। কালিঘাট মন্দিরে জীববলি বন্ধ সম্পর্কিত আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করলেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজ এতে বিরক্ত হল। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব সম্পর্কে চার পঙ্‌ক্তির কবিতা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। Mrs. Sanger-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনা করলেন। রুশ মহিলা ভেরা নভিকোভা বাংলাভাষা শিখলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবির কবিতা রুশভাষায় অনুবাদ শুরু করলেন।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কন্যা মীনাক্ষীর জন্ম হয়। একই দিনে ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ।

এ বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর বিষ্ণু দে-র প্রথম কন্যা রুচির জন্ম হয়।

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিষ্ণু দে-র 'পঞ্চমুখ' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়। 'কবিতা'র প্রাথমিক সংগঠন-পর্বে বিষ্ণু দে ছিলেন অন্যতম উৎসাহদাতা ও সাহায্যকারী।

শারীরিক-মানসিক অতিরিক্ত শ্রম এবং নিজের প্রতি অযত্ন-অবহেলায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়। এ বছরেরই কোনো একদিন সংজ্ঞা হারান মানিক এবং দু'এক মাস অন্তর অন্তর এটা ঘটতে থাকলে চিকিৎসায় ধরা পরে তিনি Epilepsy বা মৃগীরোগে আক্রান্ত। চিকিৎসাতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড নতুন ভারত শাসন আইন পাস করেন। পঞ্চম জর্জের রাজত্বের ২৫ বছর পূর্তিতে সর্বত্র 'রজত জুবিলী' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইতালির সামরিক নেতা সিনর মুসোলিনী আবিসিনিয়া দখল করে নেন। জার্মান নায়ক হের হিটলার ব্রিটিশ-ফরাসি দখল থেকে স্যার প্রদেশ পুনরুদ্ধার করেন।

এ বছর জন্মালেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়হান।

আর মারা গেলেন জাতকের অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষ।

নোবেল কমিটির সদস্যরা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে ১৯৩৫ সালে সাহিত্যে কোনো নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়নি।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক', 'সুর ও সংগতি', 'বীথিকা' এবং ইংরেজিতে 'ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট'। বের হল সুধীন্দ্রনাথ

দত্তের 'অর্কেস্ট্রা', দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য' এবং গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামী', জগদীশ গুপ্তের 'গতিহারা জাহ্নবী', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা', বনফুলের 'তৃণখণ্ড'। প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধগ্রন্থ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', প্রমথনাথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আই হ্যাজ', এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'।

বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ পায়।

১৯৩৬। বয়স ৩৭ বছর

২৯ নভেম্বর রবিবার জীবনানন্দের একমাত্র পুত্র সমরানন্দের জন্ম হল (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)। বৈবাহিক জীবনের ৬ বছর ৬ মাস ১৯ দিন পর সমরানন্দের জন্ম। জীবনানন্দের দ্বিতীয় সন্তান তিনি। ডাক নাম 'রঞ্জু'। নবজাত শিশুর জাতকর্ম অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন শ্রীমতি সুখলতা রাও (১৮৮৬—১৯৬৯)।

সমরানন্দের মৃত্যু হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে (১ পৌষ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)। সমরানন্দ ছিলেন অত্যন্তই অন্তর্মুখী সরল উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন একজন মানুষ। তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। মধ্যজীবন থেকেই প্রায় অস্বাভাবিক। কয়েকবার মনোরোগের চিকিৎসার জন্যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। রক্তের উচ্চচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগও তাঁর হয়েছিল। যার ফলে হঠাৎ মৃত্যু হয় তাঁর।

ডিসেম্বরে জীবনানন্দের **দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'** প্রকাশিত হল। প্রথম প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, ডিসেম্বর ১৯৩৬। প্রকাশক : জীবনানন্দ দাশ (গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে ডি.এম. লাইব্রেরির নাম-ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছিল)। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, প্রিন্টার : শ্রীসুভাষচন্দ্র রায়, ৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। উৎসর্গ : 'বুদ্ধদেব বসুকে'। কাপড়ে বাঁধাই। জ্যাকেট সম্বলিত। প্রচ্ছদশিল্পী : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রের অনুকরণে' অঙ্কিত। মূল্য : দুই টাকা। রয়াল ৮ পেজি। পৃষ্ঠা : ১০ + ১০১।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবল আগ্রহ ও পরিচর্যায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়। কবিতার সংখ্যা : ১৭।

কবিতাগুলোর শিরোনাম :

১. নির্জন স্বাক্ষর, ২. মাঠের গল্প, ৩ সহজ, ৪. কয়েকটি লাইন, ৫. অনেক আকাশ, ৬. পরস্পর, ৭. বোধ, ৮. অবসরের গান, ৯. ক্যাম্পে, ১০. জীবন, ১১. ১৩৩৩, ১২. প্রেম, ১৩. পিপাসার গান, ১৪. পাখিরা, ১৫. শকুন, ১৬. মৃত্যুর আগে, ১৭. স্বপ্নের হাতে।

কবিতাগুলোর রচনাকাল : ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

গ্রন্থটির ভূমিকায় জীবনানন্দ লেখেন—

> আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল—১৩৩৪ সালে। কিন্তু সে বইখানা অনেকদিন হয় আমার নিজের চোখের আড়ালেও হারিয়ে গেছে; আমার মনে হয় সে তার প্রাপ্য মূল্যই পেয়েছে। ১৩৩৬ সালে আর একখানা কবিতার বই বার করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। কিন্তু নিজ মনে কবিতা লিখে এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করে সে ইচ্ছাকে আমি শিশুর মত ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। শিশুকে অসময়ে এবং বার বার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে জননীর যে রকম কষ্ট হয়, সেইরকম কেমন একটা উদ্বেগ—খুব স্পষ্টও নয়, খুব নিরুত্তেজও নয়—এই ক'বছর ধরে বোধ করে এসেছি আমি।
>
> আজ ন'বছর পরে আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হল। এর নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এর পরিচয় দিচ্ছে। এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে। ১৩৩২ সালে লেখা কবিতা, ১৩৩৬ সালে লেখা কবিতা—প্রায় এগারো বছর আগের প্রায় সাত বছর আগের রচনা সব আজ ১৩৪৩ সালে এই বইয়ের ভিতর ধরা দিল। আজ সে সব মাসিক পত্রিকা আর নেই—'প্রগতি', 'ধূপছায়া', 'কল্লোল'—এই বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেই সব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল একদিন।
>
> সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে—যদিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হয়ে বেঁচে রইল।
>
> আশ্বিন ১৩৪৩ জীবনানন্দ দাশ

AMARBOI

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রথম সিগনেট সংস্করণ) হয় আশ্বিন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস। ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়। সহায়তা করেছেন পীযূষ মিত্র। ভূমিকা : অশোকানন্দ দাশ (আশ্বিন ১৩৬৩)। মূল্য : তিন টাকা। পৃষ্ঠা : ১২ + ৯৩।

প্রথম সংস্করণের ১৭টি কবিতাসহ আরও নতুন ১৪টি অপ্রকাশিত কবিতা এই দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পেয়েছে। নতুন কবিতাগুলো হল—

১. এই নিদ্রা, ২. পাখি, ৩. আঘ্রাণ, ৪. শীত শেষ, ৫. এই সব, ৬. তাই শান্তি, ৭. পায়রারা, ৮. এই শান্তি, ৯. বুনো হাঁস, ১০. বৈতরণী, ১১. নদীরা, ১২. মেয়ে, ১৩. নদী, ১৪. পৃথিবীতে থেকে।

৫.৩. ১৯৩৭ তারিখে জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথকে একটি অসামান্য চিঠি লিখে এক কপি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পাঠালেন। উপহার লিপিতে লেখা ছিল—

'পরম পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয়ের/শ্রীচরণকমলেষু/শ্রদ্ধাবনত জীবনানন্দ/২০শে
ফাল্গুন, ১৩৪৩।'

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি ও উপহারের উত্তরে ১২.৩.৩৭ তারিখে লিখেছিলেন—

> 'তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লিখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।'

'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-এর একটি অভিনন্দনমূলক আলোচনা লিখলেন। তিনি লিখেছেন—

> "জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি বলে মনে করি এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমাদের দেশে সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ এখনও অত্যন্ত শিথিল; প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অসাহিত্যিক কারণে; আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন মূঢ়তাকে মাঝে মাঝে প্রবলভাবেই নাড়া দেয়া দরকার। আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে ভালবাসেন (আশাকরি তেমন লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে), তাঁরা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নিজের গরজেই পড়বেন, কারণ এই বইয়ের পাতা খুললে তাঁরা এমন একজনের পরিচয় পাবেন, যিনি প্রকৃতই কবি এবং প্রকৃত অর্থে নতুন।" ['কবিতা', চৈত্র ১৩৪৩]

বুদ্ধদেব বসু আরও লিখেছেন—

> 'এটা উল্লেখযোগ্য যে, জীবনানন্দ একেবারেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত। ··· তাঁর কল্পনা সর্বদাই নব নব রূপের সন্ধানী, তাঁর রচনাভঙ্গি গভীরতর পরিণতির দিকে ঝুঁকেছে।' ['কবিতা', ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]।

যে জীবনানন্দ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু এত উচ্ছ্বসিত, সে বুদ্ধদেব সম্পর্কে জীবনানন্দের মনোভাব কী রকম তা জানা যায় বুদ্ধদেব কন্যা মীনাক্ষী দত্তের লেখায়। মীনাক্ষী লিখেছেন—

> "আজীবন বাবা ছিলেন জীবনানন্দের পরম সুহৃদ ও উগ্র প্রচারক। ··· লিখেছেন কত না লেখা জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে, তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন 'নির্জনতম কবি' বলে, বলেছেন 'জীবনানন্দের দৃশ্যগন্ধময় নির্জন কান্তারে' তিনি আনন্দে বিচরণ করেন। তিনি প্রায় জীবনানন্দের ফেরিওয়ালার কাজ করেছেন। যখন বুদ্ধদেব প্রতিটি সুযোগে প্রবল উৎসাহে জীবনানন্দের 'মার্কেটিং' করছেন, তখন বাবার কাছে বিপুলভাবে ঋণী হওয়ার কারণে তাঁর পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও ক্ষোভ জীবনানন্দ তাঁর খাতায় কানে কানে বলছেন। তাঁর একটি উপন্যাসের চরিত্র (স্পষ্টতই জীবনানন্দের 'অলটার ইগো') তরুণ অধ্যাপক ও সাহিত্যরথী বুদ্ধদেব বসুকে ব্যঙ্গ করছেন ও তাঁর

> 'সাফল্য'কে প্রায় স্থূলতা বলে চিত্রিত করছেন।" ['বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর সারস্বত গোষ্ঠী', মীনাক্ষী দত্ত, আজকাল, ২০০৯, পৃ. ৩৩]।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমালোচনা সূত্রে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য (১৮৯৩—১৯৮১) 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখলেন যে, আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। তিনি লিখেছেন—

> 'জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্য শব্দ-স্পর্শ-রং-রূপ-গন্ধের অনুভূতিমুখর বাণী। এগুলো ঠিক সোজাসুজি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি নয়—তিনি কল্পনার সঞ্জীবনী মন্ত্রে অনুভূতিমুখর।'

সমর সেন (১৯১৬—১৯৮৭) লিখলেন—

> 'To a considerable extent he is free from Tagore's influences, and his treatment of nature is unique in Bengali Poetry'. (৪ জুলাই ১৯৩৭) [সূত্র : 'অনুষ্টুপ' : সমর সেন বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮]

১৯৩৬ সালে জীবনানন্দ ২৫টির মতো ছোটগল্প লিখেছেন। এ বছর রচিত উল্লেখনীয় গল্পগুলো হল—'কবিতা, কবিতা ও তারপরেও কবিতা', 'রক্তের ভিতর', 'মনোবীজ', 'কবিতা নিয়ে', 'রক্ত মাংসের স্পন্দন'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ৭৫। লেখক Yeats Brown শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এলেন। মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং বিশ্বভারতীর ঘাটতি মিটানোর জন্যে বিড়লা কর্তৃক প্রদত্ত ৬০ হাজার টাকার চেক কবিকে প্রদান করলেন। মীরার কন্যা, কবির দৌহিত্রী নন্দিতার বিয়ে হলো কৃষ্ণ কৃপালিনীর সঙ্গে। বিয়েটা হল ব্রাহ্মমতে ও রেজিস্ট্রেশন করে। কবি এই নব দম্পতিকে 'পত্রপুট' কাব্যটি উৎসর্গ করলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর' উপাধি প্রদান করল। বাংলা বানানের নিয়ম প্রস্তুতিতে সহায়তা করলেন কবি। রামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করলেন রবীন্দ্রনাথ। উপস্থিত থাকলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব সভায়।

জওহরলাল নেহরু শান্তিনিকেতনে এসে কবির সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে গণ-আবেদনে প্রথম স্বাক্ষর করলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথম ভাষাভিত্তিক উড়িষ্যা রাজ্যের জন্ম। প্রতিষ্ঠিত হল নিখিল ভারত প্রগতি সেবক সংঘ। বাংলায় গবেষণাপত্র লিখে বিমানবিহারী মজুমদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করলেন। মজুরি পরিষদ আইন হল। ৩১ অক্টোবর কলকাতায় 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশিত হল।

ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যু হলে তাঁর বড় ছেলে অষ্টম এডওয়ার্ড রাজা হলেন। কিন্তু তিনি আমেরিকান মিসেস সিমসনকে বিয়ে করে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। ফলে তাঁর ছোট ভাই ষষ্ঠ জর্জ রাজা হন।

জার্মান ও ইতালির মধ্যে অক্ষচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাইন প্রদেশ পুনরাধিকার করেন হিটলার। মিশরের সঙ্গে ব্রিটিশদের সন্ধি হয়। মিশর স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি পেলেও সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রক রইল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। উইলিংডন পদত্যাগ করলে লর্ড লিনলিথগো উক্ত পদে নিযুক্তি পান।

ফ্যাসিবাহিনীর হাতে লোরকা নিহত হলেন।

এ বছর জন্মালেন তারাপদ রায়, জ্যোতির্ময় দত্ত, আল মাহমুদ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সামসুল হক, জিয়া হায়দার, দিলারা হাশেম, ফজল শাহাবুদ্দীন, বশীর আলহেলাল, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শওকত আলী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবুহেনা মোস্তফা কামাল।

এ বছর পরলোক গমন করেছেন ম্যাক্সিম গোর্কি, মুন্সী প্রেমচাঁদ, পিরানদেল্লো, ফেদোরিকো গার্সিয়া লোরকা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার লুৎফর রহমান।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান ইউজিন গ্লাডস্টোন ও'নীল (১৮৮৮—১৯৫৩)। আমেরিকান নাট্যকার তিনি।

প্রাইজ দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For the power, honesty and deep felt emotions of his dramatic works, which embody an original concept of tragedy'.

ও'নীলের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল—'Day's without end', 'The Ieman Cometh', 'Long days Journey into Night', 'Mourning Becomes Electra'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : বের হয় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'পত্রপুট', 'জাপানে-পারস্যে', 'শ্যামলী', 'সাহিত্যের পথে', 'ফাল্গুনী'। ইংরেজিতে প্রকাশ পায় 'এডুকেশন ন্যাচারালাইজড', 'কালেকটেড পোয়েম্স অ্যান্ড প্লেজ'।

প্রকাশিত হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রিয়া ও পৃথিবী', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'কালো ঘোড়া', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'জীবনের জটিলতা', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সাগর ও অন্যান্য কবিতা', আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', মোহিতলাল মজুমদারের 'স্মরগরল', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'মহাভারতী'। বের হল কীনস্-এর 'জেনারেল থিয়োরী অব এমপ্লয়মেন্ট', ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি'।

১৯৩৭ । বয়স ৩৮ বছর

জীবনানন্দ ১৯৩৭ সালের মে-জুন মাসের সন্ধি-সময়ে বরিশাল থেকে কলকাতায় গেলেন। বুদ্ধদেব বসুকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাইট স্ট্রিটের বাসায় গিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন জীবনানন্দ। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একটি কপি উপহার দিলেন তিনি তাঁকে। জীবনানন্দের ইচ্ছে ছিল—'বিচিত্রা'য় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একটি সমালোচনা লিখুন প্রমথ চৌধুরী। বরিশাল ফিরে ১৯৩৭ সালের ৭ জুন প্রমথ চৌধুরীকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন জীবনানন্দ—

> "তৃপ্তি দিক—অতৃপ্তি দিক, আমার কাব্যে কোন গুণ থাকুক বা অনেক দোষ থাকুক, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়ে আমার সম্পর্কে আপনার যা মনে হয়েছে সে সম্বন্ধে 'বিচিত্রা'য় একটা বড় প্রবন্ধ লিখলে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করব। আমার 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেকে অনেক হৃদয়গ্রাহী মতামত প্রকাশ করেছেন। তবু সে সব সমালোচনা নয়। সেই 'সবুজপত্রে'র দিন থেকে জানি বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক হচ্ছেন আপনি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হবে। যত শীঘ্র সম্ভব 'বিচিত্রা'য় আপনার প্রবন্ধ দেখতে পাব ও তৎপূর্বে আপনার চিঠি পাব এই আশা নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।" [জীবনানন্দ দাশ ও প্রমথ চৌধুরীর পত্রাবলী', অনাথনাথ দাশ (সংকলিত), 'মহানগর', দ্বাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮২, পৃ. ৫০—৫১]

প্রত্যুত্তরে ১৪.৬.১৯৩৭ তারিখে প্রমথ চৌধুরী জীবনানন্দকে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির কিয়দংশ এ রকম—

> 'আমি আপনার কবিতার বই সম্বন্ধে আজও কিছু লিখে উঠতে পারিনি, তার কারণ প্রথমতঃ আমার শরীর এখনও ভাল নেই। উপরন্তু এখানে এখন ভয়ঙ্কর গরম। গ্রীষ্ম আমাকে চিরদিনই কাতর করে, এখন আরো বেশি করছে।' [প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩]।

এর কিছুদিন পর ওই বছরেই জীবনানন্দ প্রমথ চৌধুরীকে দ্বিতীয় চিঠিটি লিখিছিলেন। চিঠিতে নিজের প্রয়োজনের কথা জানিয়েছিলেন অসংকোচে—

> 'কোনো রকমে কলকাতার কোনো College-এর ইংরেজির Staff-এ আপনি যদি আমার জন্য একটা জায়গা করে দেন তাহলে আমার বড়ো উপকার হয়। Mr. J. Chowdhury ও Mr. Bhavasankar Banerjee-কে যদি আপনি একটু বিশেষভাবে বলেন তাহলেই সব হয়।' [জীবনানন্দ দাশঃ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, পৃ; ১১৪]

চিঠি লেখা সত্ত্বেও জীবনানন্দ দাশ প্রমথ চৌধুরীর আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

এ বছর নিম্নলিখিত পত্রিকায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র স্বতন্ত্র আলোচনা প্রকাশিত হয়।

১. 'কবিতা' : চৈত্র ১৩৪৪। আলোচক : বুদ্ধদেব বসু।

২. ‘পরিচয়’ : বৈশাখ ১৩৪৪। আলোচক : গিরিজাপতি ভট্টাচার্য।

৩. ‘Amrita Bazar Patrika’. আলোচক : Samar Sen.

৪. ‘একক’ : ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪৪। আলোচক : নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

‘কবিতা’ পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ সংখ্যা) জীবনানন্দের ‘ও হৈমন্তিকা’ এবং ‘ফিরে এসো’ নামক দুটো কবিতা প্রকাশিত হয়। এ দুটো কবিতার এক বিরূপ সমালোচনা ‘শনিবারের চিঠি’তে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ সংখ্যা) বেরোয়। ‘ও হৈমন্তিকা’ কবিতাটি বিষয়ে বলতে গিয়ে সমালোচনার এক জায়গায় লেখা হয়—

> ‘প্রেয়সীকে এতকাল আমরা হৃদয়ে পাইতাম, ভালবাসিতাম। এইবার প্রেয়সীর হৃদয়ে চরিবার দিন আসিল। একসঙ্গে দেহের আহার ও মনের ওষুধ—এ সম্ভাবনার কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?’

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৬। ইতালি ইথিওপিয়া আক্রমণ করলে ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সভাপতি হিসেবে ভাষণ দিলেন কবি, ভাষণ দিলেন বাংলায়। সমাবর্তন ভাষণে বাংলার ব্যবহার এই প্রথম, বেসরকারি সভাপতিও এই প্রথম।

মার্চে বিজ্ঞানী স্যার জন রাসেল শান্তিনিকেতন ভ্রমণ করে গেলেন। জুলাই-এ জীবনের শেষ বারের মতো জমিদারির পতিসর ভ্রমণ করে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সেপ্টেম্বর ১০-এ উত্তরায়ণে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে দেখতে আসার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ উল্টো গান্ধীকে দেখতে গেলেন।

‘বন্দে মাতরম্’-এর প্রথমাংশ জাতীয় সঙ্গীত করার জন্যে সুপারিশ করলেন রবীন্দ্রনাথ। কংগ্রেস তা সাদরে মেনে নিল।

গিরিডিতে জগদ্বিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করলেন।

মাসিক পঁয়ষট্টি টাকা বেতনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। বুখানিনের ‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদ’ ও লিয়েনতিয়েভের ‘মার্কসীয় অর্থনীতি’ শীর্ষক গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে মার্কসীয় মতবাদে উজ্জীবিত হন মানিক। মৃগীরোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। চিকিৎসাবিদ্যার বইপত্র ঘেঁটে মানিক নিজেই এই রোগের একপ্রকার ওষুধের ব্যবস্থা করেন। এ ধরনের ওষুধে অ্যালকোহলের পরিমাণ বেশি। এই রকম ওষুধ সেবনের ধারাবাহিকতায় তিনি ক্রমশ অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়েন।

ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল। এই আইন অনুসারে ১১টি প্রদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়।

প্রায় ৫০ বছর ভারত সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ব্রহ্মদেশ পৃথক রাষ্ট্রীয় পরিচয় লাভ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতাও পায়। জাপান চীন আক্রমণ করে রাজধানী নান্‌কিন অধিকার করে নেয়। লীগ অব নেশনস্ দ্বারা

জাপান নিন্দিত হয়।

এ বছর জন্মালেন রত্নেশ্বর হাজরা, বিজয় মুখোপাধ্যায়, আনিসুজ্জামান, কবি দিলওয়ার।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন মার্টিন ডুগার্ড (১৮৮১—১৯৫৮)। ঔপন্যাসিক। ফ্রান্সের লোক তিনি।

পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে কমিটি লেখেন—

> 'For the artistic vigour and truthfulness with which he has pictured human contrasts, as well as some fundamental aspects of contemporary life, in the peries of novel'.

ডুগার্ডের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'জীন বেরোস', 'বিকামিং', 'আফ্রিকান সিক্রেট', 'দ্য সাইলেন্ট ওয়ান'।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খাপছাড়া', 'সে', 'ছড়ার ছবি', 'বিশ্বপরিচয়' আর ইংরেজিতে 'ম্যান'। বের হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্রন্দসী', বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী', বিষ্ণু দে'র 'চোরাবালি', সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা', রাধারাণী দেবীর 'সিঁথি মৌর', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আগুন', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'সুর ও সঙ্গীত'। প্রকাশ পায় পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্ন', মোহিতলাল মজুমদারের 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথমভাগ', সরোজ রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী'। বেগম রোকেয়া সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ শামসুন্নাহার মাহমুদের 'রোকেয়া জীবনী' প্রকাশিত হয়। প্রকাশ পায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক'।

১৯৩৮। বয়স ৩৯ বছর

'ক্যাম্পে' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেননি। 'ঘাই হরিণী' শব্দটিকেও সমকালীন সমালোচকরা সমালোচনার অব্যর্থ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই সমালোচকদের একজন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে (১৮৯৩—১৯৭২) বলেছিলেন—

> "ঘাই হরিণী' কবিতাও একেবারে কিছু হয়নি।" [জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, পৃ. ৮৫]।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'বাংলাকাব্য পরিচয়' প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে। জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটির অংশ বিশেষ বর্জিত হয়ে এই সংকলনে গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির প্রথম, পঞ্চম সম্পূর্ণ এবং শেষতম অষ্টম স্তবকের প্রথম চার পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়ে খণ্ডিত অংশ তাঁর সংকলনে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপারটি বুদ্ধদেব বসুর মোটেই ভাল লাগেনি। তিনি 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকৃত এই সংকলনের বিরুদ্ধে

তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন—

> "জীবনানন্দ দাসের (দাশ) 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় যেরকম বেরয়, তাই কিছু কেটেছেঁটে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন। অঙ্গহানিতে কবিতাটির ক্ষতি হয়েছে। উপরন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বইটিতে এই কবিতাটি শোধিত আকারে প্রকাশিত আছে; সেটি যখন পরবর্তী এবং গ্রন্থে অন্তর্গত, সংকলন-কর্তার পক্ষে সেটি গ্রহণ করাই স্বাভাবিক ছিলো। এই যত্নহীনতা অবজ্ঞাসূচক। আমি তো মনে করি যে সব কবির উপর রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা নেই, তাঁদের বাদ দেয়ার অধিকার নিশ্চয়ই তাঁর আছে এবং বাদ দেয়াই যথার্থ কবিধর্ম ও মনুষ্যধর্ম। সাহিত্যক্ষেত্রে কেউ কারো কৃপাপ্রার্থী নন। দয়ার গ্রহণের চাইতে স্পষ্ট উপেক্ষার বর্জন অনেক সম্মানের।" ['কবিতা', ৪:১, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ৭৫]

রবীন্দ্রনাথকৃত 'বাংলাকাব্য পরিচয়' সংকলনের সমসাময়িক সময়ে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা প্রকাশিত হয় (আশ্বিন ১৩৪৫)। এটি একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক : হুমায়ুন কবির (১৯০৬—১৯৬৯) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪)। দু'বছর প্রকাশিত হওয়ার পরে বুদ্ধদেব বসু 'চতুরঙ্গে'র সম্পাদকীয় দায়িত্ব ত্যাগ করেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা থেকেই জীবনানন্দ লেখক-তালিকাভুক্ত। এই পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতা ও কতিপয় প্রধান গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

'চতুরঙ্গ'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের 'ফুটপাথে' কবিতাটি বের হয়। 'শনিবারের চিঠি'র (কার্তিক ১৩৪৫) সংখ্যায় লেখা হয়—

> "কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) 'চতুরঙ্গে'র (চৌরঙ্গীর?) ফুটপাথে বসিয়া পড়িয়াছেন। ··· জীবনানন্দ বাবুর (জীবানন্দ নহে) বরাত ভাল, খাঁটি জায়গার সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। ··· জীবনানন্দের (জীবানন্দ নহে) অরিজিনালিটি অস্বীকার করা চলিবে না।"

'কবিতা' পত্রিকার (পৌষ ১৩৪৫) সংখ্যায় জীবনানন্দের 'তার স্থির প্রেমিকের নিকট—কোনো উদ্দীপিতা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি' (মাঘ ১৩৪৫) লেখে—

> "ধবল কুষ্ঠ জানিতাম, কিন্তু জীবনানন্দ দাশ (জিহ্বানন্দ নহে) সম্প্রতি 'ধবল শব্দ' শুনিতেছেন। কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি শাস্ত্র ঘাঁটিয়া বিশেষ সংকোচের সহিত বলিলেন, ফেরঙ্গ-রোগ পর্যায়ে এ একটা কঠিন ব্যাধি। 'রক্ত গোধিকার লালের' সহিত 'কৃষ্ণ কর্ণমর্দনের' নিয়মিত প্রয়োগ ব্যতিরেকে এই ব্যাধি সারিবার নহে।"

'পরিচয়' পত্রিকায় জীবনানন্দের 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি' (চৈত্র ১৩৪৫) সংখ্যায় সমালোচনা বেরোয় এ রকম—

> "গোধূলিসন্ধির নৃত্য' দেখিয়াছেন? চৈত্রের 'পরিচয়ে' দেখিতে পাইবেন। নাটোরের বনলতা সেনকে বিস্মৃত হইয়া কবি জীবনানন্দের (জিহ্বানন্দ নহে) এই টারানটেলা নাচ! হায়রে, যদি নাচ না হইয়া

সোয়ান সঙ হইত!"

১৯৩৮ সালের ৩০ আগস্ট জীবনানন্দ দাশের মাতামহ চন্দ্রনাথ দাশের মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স তখন প্রায় ৮৬ বছর। কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন তিনি। চন্দ্রনাথ সর্বানন্দ ভবনে এলে জীবনানন্দের চেহারায় ও মনে নতুন প্রাণতরঙ্গ বয়ে যেত। ব্রহ্মসাধনতত্ত্ব বিষয়ে অনেক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন চন্দ্রনাথ দাশ।

জীবনানন্দ দাশ **'কবিতার কথা'** নামক প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলো লেখা শুরু করেন। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলোর নাম—

১. কবিতার কথা, ২. রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ৩. মাত্রাচেতনা, ৪. উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, ৫. কবিতা প্রসঙ্গে, ৬. কবিতার আত্মা ও শরীর, ৭. কি হিসেবে শাশ্বত, ৮. কবিতাপাঠ, ৯. দেশ কাল ও কবিতা, ১০. সত্য বিশ্বাস ও কবিতা, ১১. রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা, ১২. কবিতার আলোচনা, ১৩. আধুনিক কবিতা, ১৪. বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ, ১৫. অসমাপ্ত আলোচনা।

প্রবন্ধগুলোর রচনাকাল : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৩ সাল।

'কবিতার কথা' প্রবন্ধগ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বের হয় ৬ ফাল্গুন ১৩৬২ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। প্রচ্ছদ আঁকেন সত্যজিৎ রায়। প্রবন্ধের সংখ্যা : ১৫। মূল্য : আড়াই টাকা। ডিমাই। পৃ: ৮ + ১০৮।

১৯৩৮-এ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন (১৮৭৬—১৯৩৮)। বরিশালের স্থানীয় সাহিত্য পরিষদ শাখা ১৬ জানুয়ারি শরৎচন্দ্রের বিষয়ে এক স্মরণসভার আয়োজন করে। সে সভায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যরসের ব্যাখ্যামূলক এক উঁচু দরের প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন জীবনানন্দ। [ব্রজমোহন কলেজ স্মারক পত্রিকায় ১৯৩৮-এর মে মাসে 'শরৎচন্দ্র' শীর্ষক জীবনানন্দের প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়]।

নজরুল-পত্নী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। পত্নীর চিকিৎসার জন্যে দারিদ্র্যের কঠিন আঘাত নজরুলকে সহ্য করতে হয়। কয়েক বছর আগে কেনা ক্রাইসলার গাড়ি, জমি, গ্রন্থ ও রেকর্ডস্বত্ব বন্ধক রাখতে হয় সামান্য টাকার বিনিময়ে।

মৃগীরোগ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে ডা: বিধানচন্দ্র রায় পরামর্শ দিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিয়ে করিয়ে দিতে। মে মাসে বিক্রমপুরের পঞ্চসারনিবাসী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কমলাদেবীর সঙ্গে মানিকের বিয়ে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৭। লর্ড লোথিয়েন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শান্তিনিকেতনে আসেন। এন্ড্রুজ হিন্দিভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। টাকা যোগালেন হলবাসিয়া ট্রাস্ট।

ফেব্রুয়ারিতে বাংলার গভর্নর লর্ড ব্র্যাবোর্ন সস্ত্রীক আশ্রম পরিদর্শনে আসেন।

'ছায়া' নামক প্রেক্ষাগৃহে 'চণ্ডালিকা' অভিনীত হওয়ার সময় কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু দর্শকসারিতে উপস্থিত ছিলেন। জুনে মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করলেন কবি। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থটি লিখলেন রবীন্দ্রনাথ।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন শান্তিনিকেতনে এলেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহাও শান্তিনিকেতনে এলেন। বড়লাট লিনলিথগোর স্ত্রী ও কন্যা শান্তিনিকেতন ঘুরে গেলেন। এল্‌মহার্স্ট বিলাত থেকে ফিরে এলেন।

বাংলার গভর্নর লর্ড ব্র্যাবোর্নের মৃত্যু হয়। রবার্ট রীড অস্থায়ী গভর্নর হলেন। বিখ্যাত কবি স্যার মুহম্মদ ইকবাল পরলোক গমন করেন। মারা গেলেন নবীন তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্ক।

ইউরোপের নানা দেশে রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। হিটলার বিনাযুদ্ধে অস্ট্রিয়া অধিকার করেন, অধিকার করে নেন চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্যের সুডেটানল্যান্ড। যুদ্ধ পরিহার করবার জন্যে ব্রিটেন প্রবলভাবে জার্মান-তোষণ শুরু করে। জাপানিরা চীনের নতুন রাজধানী হাঙ্কৌ অধিকার করে।

নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের মূলসূত্র আবিষ্কৃত হয়।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন তৈরি হল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদকল্পে 'ফ্লাউড কমিশন' গঠিত হয়। শিশু-নিয়োগ আইন বাতিল হয়।

নিখিল ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এ.কে. ফজলুল হক হিন্দির পরিবর্তে উর্দুকে ভারতের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণের প্রস্তাব দেন।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান আমেরিকান উপন্যাসকার পার্ল এস. বাক (১৮৯২—১৯৭৩)।

তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For her rich and truly epic description of peasant-life in which and for her bio-graphical master-pieces'.

বাকের উল্লেখনীয় গ্রন্থগুলো হল—'Good Earth', 'All men are brother', 'This Proud Heart', 'The Exile', 'The Promise', 'What America means to me'.

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক', 'চণ্ডালিকা', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'সেঁজুতি', 'বাংলাভাষা পরিচয়'। প্রকাশ পায় অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিদায় আরতি', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কবিতা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', প্রমথনাথ বিশীর 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'। প্রকাশ পায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন 'বাংলাকাব্য

পরিচয়' প্রকাশিত হয়। সংকলনটিতে বিষ্ণু দে ও সমর সেন গৃহীত হননি। প্রকাশ পায় হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা।

এ বছর বৈশাখ ১৩৪৫ 'কবিতা' পত্রিকায় সমালোচনা সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটিকে বলা যায় আধুনিক বাংলা কবিতার ইস্তাহার। একই সঙ্গে এটি আধুনিক কবিতা আন্দোলনের নানামুখিতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ থেকে সমর সেন পর্যন্ত সেযুগের প্রধান কবি ও সমালোচকের কাব্যচিন্তা বিধৃত আছে এই সংখ্যাটিতে। সূচিপত্র ছিল এরকম—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের স্বরূপ।
জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কথা।
অজিত দত্ত : বাংলা মিলের দুরূহ তত্ত্ব।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : স্বগত।
সমর সেন : বাংলা কবিতা।
আবু সয়ীদ আইয়ুব : কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য।
বুদ্ধদেব বসু : কবি ও তাঁর সমাজ।
বিষ্ণু দে : সম্পাদক সমীপে।
লীলাময় রায় : আধুনিক বাংলা কবিতা।
হমফ্রি হাউস : কবিতায় অনুবাদ।
হুমায়ুন কবির : কবিতা ও অনুবাদ।
সম্পাদক : 'কবিতা'র পাঠকের প্রতি।

১৯৩৯। বয়স ৪০ বছর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯—১৯৪৫) অব্যবহিত পূর্বে কলকাতার সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে দুটো বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু তখন বিতর্কিত। কবিতাভবন বাংলাকাব্য সংকলন প্রকাশ করার উদ্যোগ নিল। এই গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব পেলেন দু'জন অকবি—আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬—১৯৮২) ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৭—২০০৪)। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামের এই সংকলনটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে বের হল। এই সংকলনে গৃহীত হল জীবনানন্দের চারটি কবিতা—'পাখিরা', 'শকুন', 'বনলতা সেন' ও 'নগ্ন নির্জন হাত'। এই সংকলনে 'সমাজ সচেতন' কবিতার প্রাধান্যে বুদ্ধদেব বসু খুব অসন্তুষ্ট হন। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন—

> "আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় বেদনার কারণ জীবনানন্দ—যাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরেও আরো অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা বেরিয়ে গেছে ততদিনে, অথচ যিনি স্থান পেয়েছিলেন অতি সংকীর্ণ : আমি বহু তর্ক করেও অন্যদের বোঝাতে পারিনি যে জীবনানন্দ শুধু 'বর্ণনাধর্মী'

লিপিকার নন, অতি গভীর ভাবনা-ঋদ্ধ এক কবি, আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।" ['আমাদের কবিতা-ভবন', বুদ্ধদেব বসু, দেশ শারদীয় ১৩৮১, পৃ. ২২]

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৮ বছর। জানুয়ারিতে ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য শান্তিনিকেতনে এলেন; ঘুরে গেলেন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। জহরলাল হিন্দিভবনের উদ্বোধন করতে এলেন। শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে গেলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কলকাতার লর্ড বিশপ মেট্রোপলিটন, কবিবন্ধু দানবীর রাজা সূর্যপাল সিং, কেরলকবি ভারতনাট্যম বিশারদ বেল্লেথোল।

পুরীর রাজা রবীন্দ্রনাথকে 'পরমগুরু' উপাধি প্রদান করলেন। মংপুতে গ্রীষ্মযাপন করতে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। চীনের ওপর জাপানের অত্যাচারে কবির মন অবসন্ন। সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্র রচনাবলীর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের পৌত্রী (পালিত) নন্দিনীর বিবাহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতে সভাসমিতি নিষিদ্ধ হল। সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ-স্বরাজের দাবি দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের দ্বারা অগ্রাহ্য হলে তিনি পদত্যাগ করেন।

মুসলিম বিবাহবিচ্ছেদ আইন সরকারিভাবে স্বীকৃতি পায়। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে প্রথম বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত। জাপান চীনের উপকূলস্থ হেইনান দ্বীপ অধিকার করে। মুসোলিনী আলবেনিয়া অধিকার করে।

শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একদিক থেকে জার্মানি অন্যদিক থেকে রাশিয়া পোল্যান্ড আক্রমণ করে। উভয়ে মিলে পোল্যান্ড ভাগাভাগি করে নেয়। রাশিয়া দ্বারা ফিনল্যান্ড আক্রান্ত হয়।

এ বছর জন্মেছেন দিব্যেন্দু পালিত, আনন্দ ঘোষহাজরা, ওমর আলী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, রিজিয়া রহমান, হায়াৎ মামুদ, হাসনাত আবদুল হাই, হাসান আজিজুল হক, খালেদা এদিব চৌধুরী।

আর মারা গেছেন জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ইয়েটস্, রোঁমা রোঁলা।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ইমিল সিল্লানপা (১৮৮৮—১৯৬৪)। কথাশিল্পী। ফিনল্যান্ডের অধিবাসী।

নোবেল পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his deep comprehension and exquisite art in painting the nature of his country and the life of its peasants in their mutual relations.'

ইমিল সিল্লানপার বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'The Maid Silja', 'A Man's Way', 'The Fifteenth', 'People in the Summer Night'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রহাসিনী', 'আকাশ প্রদীপ', 'শ্যামা', 'পথের সঞ্চয়', 'রবীন্দ্র রচনাবলী-১ম ও ২য় খণ্ড'। বের হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পৃথিবী', অমিয় চক্রবর্তীর 'একমুঠো', মনীন্দ্র রায়ের 'ত্রিশঙ্কু', অজয় ভট্টাচার্যের 'ঈগল', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা', গোপাল হালদারের 'একদা', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা', সুবোধ বসুর উপন্যাস 'পদ্মা প্রমত্তা নদী'। প্রকাশিত হয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীমধুসূদন', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। [এটি ODBL-এরই পরিপূরক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ রচনায় সুনীতিকুমারের পথপ্রদর্শক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উনিশ শতক জুড়ে বাংলা ব্যাকরণ চর্চা ছিল সংস্কৃতের বিশ্বস্ত অনুসরণ। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার দাবি তুলতে শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। সুনীতিকুমারের এই ব্যাকরণ বইটি এই দাবিরই সার্থক ফলশ্রুতি]।

প্রকাশ পায় জেম্‌স জয়েসের 'ফিনেগানস ওয়েক'।

প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ' (আগস্ট)। সেপ্টেম্বর মাসে সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরতলী' মুদ্রিত হয় শারদীয় 'আনন্দবাজার'-এ। পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস মুদ্রণের ঘটনা এই প্রথম এবং এর মধ্যদিয়ে বিশেষ সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি সূচিত হল।

AMARBOI

১৯৪০। বয়স ৪১ বছর

এ সময় কলকাতার কবিরা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল বামপন্থী কাব্যভাবনায় আবিষ্ট, অন্যদল কবিতায় বিদেশি ভাব-ভাষা, প্রতীক-দুর্বোধ্যতার বিরোধী। শেষের দলটি বামপন্থী কবিতার আধিপত্য খর্ব করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই সময় 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯—১৯৬৯) ও প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) মিলে 'নিরুক্ত' নামে একটি নতুন ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (আশ্বিন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের 'গতিবিধি' ও 'নির্দেশ' নামে দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় আর যাঁদের লেখা স্থান পেয়েছিল, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার ও সজনীকান্ত দাস। এই সংখ্যায় যাঁদের লেখা ছিল না, অথচ কাম্য ছিল, তাঁরা হলেন বিষ্ণু দে, সমর সেন ও বুদ্ধদেব বসু।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৯। ফেব্রুয়ারিতে কবিকে শেষবারের মতো দেখতে এলেন গান্ধীজী ও কস্তুরা বাঈ। শান্তিনিকেতনে সংবর্ধিত হলেন গান্ধীজী।

রবীন্দ্রনাথের নিকটজনেরা মারা গেলেন পর পর। এপ্রিলে অ্যান্ড্রুজ, মে-তে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেলেন। মৃত্যুমুখে পতিত হলেন রবীন্দ্র-প্রিয় প্রতিভাময়ী গায়িকা অমিতা সেন।

পৃথিবী ও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পত্র দিলেন।

বোলপুরে প্রথম টেলিফোন লাইন এল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবি রবীন্দ্রনাথকে 'ডি.লিট' উপাধি দেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথকে এ উপাধি প্রদান করেন। এই উপাধি গ্রহণের প্রতিভাষণ রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়।

সেপ্টেম্বরে কালিম্পঙ গেলে সেখানে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে ডাক্তাররা সেখানে গিয়ে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। দু'মাস শয্যাশায়ী থাকলেন কবি। অসুস্থতার জন্যে নিজে লিখতে পারেন না। মুখে মুখে বলেন, অন্যরা লিখে নেন। এভাবে 'আরোগ্য'র সকল কবিতা রচিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক মাইকেল ডায়ারকে হত্যা করেন উধম সিং। লন্ডনে তাঁকে ফাঁসি দেয়া হয়। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উপস্থাপন করে।

জার্মানি নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড ও বেলজিয়াম দখল করে। ফ্রান্সের এক বিরাট অংশও জার্মানি দখল করে নেয়। ইতালি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডানকার্কের যুদ্ধে জার্মানির হাতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

জাপান ভারত আক্রমণ করে। বার্মা জাপানের করতলগত হয়। কলকাতায় জাপান বোমা বর্ষণ করে।

সামরিক বিপর্যয়ের ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন পদত্যাগ করেন, বৃদ্ধ চার্চিল প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন।

কবি লুই আরাগঁ যুদ্ধে যোগ দিলেন। ট্রটস্কি নিহত হলেন।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৩—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী কাল। সুইডিশ রাজা নোবেল পুরস্কার দেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন।

এ বছর জন্মগ্রহণ করলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কেতকীকুশারী ডাইসন, মৃণাল দত্ত, আনোয়ারা সৈয়দ হক, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, এখলাসউদ্দিন আহমদ, গোলাম মুরশিদ, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, মনজুরে মওলা, মনিরুজ্জামান, মাহমুদুল হক, রাহাত খান, নাজমা জেসমিন চৌধুরী। বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় কন্যা দময়ন্তীর জন্ম হয় এ বছর।

আর পরলোকগমন করেছেন অ্যান্ড্রুজ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীমোহন ঘোষ, ১৯০৯ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী সেলমা লাগেরলফ্।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক', 'সানাই', 'চিত্রলিপি-১', 'রোগশয্যায়', 'রবীন্দ্র রচনাবলী-৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড' ও 'অচলিত ১ম খণ্ড' এবং ইংরেজিতে 'মাই বয়হুড ডেজ'।

প্রকাশ পায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন 'বৌ', উপন্যাস 'সহরতলী', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উত্তরফাল্গুনী', মনীশ ঘটকের 'শিলালিপি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সম্রাট', অজিত দত্তের 'পাতালকন্যা', 'বুদ্ধদেব বসুর 'নতুন পাতা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক', আবুল হোসেনের 'নববসন্ত', কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মৌচাক', প্রবোধকুমার সান্যালের 'নদ ও নদী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদর্শ হিন্দুহোটেল', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী', সমর সেনের 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড-পূর্বার্ধ', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' [শ্রাবণ ১৩৪৬] সংকলনের প্রকাশ। এতে বিষ্ণু দে রচিত 'অভীপ্সা', 'চতুর্দশী', 'টপ্পা-ঠুংরী', 'জন্মাষ্টমী', 'ক্রেসিডা', 'ঘোড়সওয়ার', 'পদধ্বনি' মোট সাতটি কবিতা গৃহীত হয়। বের হয় আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ফর হুম দি বেল টোলস্'।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নিরুক্ত' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৪১। বয়স ৪২ বছর

এ বছর সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটল। পরলোক গমন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; মৃত্যু-তারিখ ৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। কলকাতাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেন। জীবনানন্দ দাশ তখন বরিশালে। মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই ছাত্রাবাসের উঁচু ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথের স্মরণ-সভায় আলোচনার জন্যে জীবনানন্দের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আহ্বান জানান। মৃদুভাষী জীবনানন্দ এই সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন।

এ বছর আরা যাঁরা মারা গেলেন তাঁরা হলেন বের্গসঁ, জেমস্ জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ্, ব্যাডেন পাওয়েল।

জন্মগ্রহণ করলেন সুব্রত চক্রবর্তী, মানিক চক্রবর্তী, মুকুল গুহ, আবদুশ শাকুর, ওয়াকিল আহমদ।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৮০। ৮মে ভারতব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয়। ত্রিপুরার রাজদরবার হতে প্রতিনিধিরা এসে কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি প্রদান করে গেলেন। বুদ্ধদেব বসু সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ভ্রমণে যান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই-ই ছিল তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার 'রবীন্দ্রসংখ্যা'

প্রকাশ করেন। মিস র‍্যাথবোর্নের ভারত ও বন্দি জহরলালের নিন্দাসূচক রচনার উত্তর দিলেন কবি রোগশয্যা হতে। পীড়া বাড়লে কবিকে ডাক্তারদের পরামর্শে ২৫ জুলাই কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। এটাই কবির শেষবারের মতো শান্তিনিকেতন ত্যাগ। ৩০ জুলাই রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষবারের মতো মুখে মুখে রচনা করলেন—

> 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/বিচিত্র ছলনা-জালে/হে ছলনাময়ী।'

ওই দিনই বেলা ১১:২০ মিনিটে রবীন্দ্রনাথের অপারেশন হল। অপারেশন করলেন ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধান রায় এ অপারেশনের পক্ষে ছিলেন, দ্বিমত পোষণ করেছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার।

৭ আগস্ট ১২:৩০ মিনিটে রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর ৩ মাস।

বাংলা সাহিত্যের এক বহু বিস্তৃত, অতল গভীর, বৈভবময় যুগের অবসান হল। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে কাজী নজরুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে 'রবিহারা' কবিতাটি রচনা করেন এবং কলকাতা বেতার কেন্দ্রে স্বকণ্ঠে পাঠ করেন।

উল্লেখ্য, ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের কাছে নোবেল পুরস্কারের খবরটি পৌঁছেছিল। ৯১ বছর পূর্বে কবিকে যে নোবেল পদকটি দেয়া হয়েছিল, ২০০৪ সালের ২৫ মার্চের পূর্বরাত্রিতে সেটিসহ অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী চুরি হয়ে যায়। চুরি যাওয়া উল্লেখযোগ্য জিনিসগুলো হল—

১. রৌপ্য ফলক, ২. ওঁ লেখা সোনার আংটি, ৩. জামার সোনার বোতাম, ৪. কাফলিঙ্ক, ৫. মৃণালিনী দেবীর বালুচরী শাড়ি, ৬. সোনা বাঁধানো নোয়া, ৭. নোবেল পুরস্কারের পদক, ৮. রুপার কফি কাপ, ৯. কফি কাপ রাখার তেপায়া, ১০. রুপার রেকাবি, ১১. সামুরাই তরবারি, ১২. সোনার হাতল দেওয়া লাঠি, ১৩. সোনার পকেটঘড়ি, ১৪. চৈনিক চামচ, ১৫. পাউরুটি কাটার ছুরি, ১৬. রুপার চামচ, ১৭. ছোট রুপার চামচ (২টা), ১৮. রুপার কাঁটা, ১৯. রুপার গ্লাস, ২০. পাথরের কাপ (৩টি), ২১. পাথরের প্লেট, ২২. তাম্র ফলক, ২৩. রুপার ঝাঁপি, ২৪. রুপার কর্নিক, ২৫. রুপার পাত্র, ২৬. হাতির দাঁতের হাতল দেওয়া রুপার কর্নিক, ২৭. কোবে শহর থেকে পাওয়া হাতির দাঁতের ঝাঁপি, ২৮. রৌপ্যখচিত ঝাঁপি, ২৯. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বর্ণকমল, ৩০. লক্ষ্ণৌর রৌপ্যফলক, ৩১. দুটি তাম্রপদক, ৩২. ফ্লোরেন্সের রৌপ্যপদক, ৩৩. সুইজারল্যান্ডের রৌপ্যপদক, ৩৪. কমলা স্বর্ণপদক, ৩৫. স্বর্ণপদক, ৩৬. স্বর্ণফলক (৪৯২ গ্রাম), ৩৭. তাম্রপদক, ৩৮. হস্তিদন্তখচিত কাঠের ফলক, ৩৯. পিতলের ছুরি, ৪০. পিতলের পিরিচ, ৪১. রুপার দানি, রুপার ফুলদানি, ৪২. রুপার শিকল।

সব মিলিয়ে ৫০টি বিভিন্ন ধরনের জিনিস খোয়া গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কবির ৭০তম জন্মদিনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দেওয়া ৪৯২ গ্রামের স্বর্ণফলক-এর ডিজাইন করেছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জির মেয়ে কমলা দেবীর নামে স্বর্ণপদক। সামুরাই তরবারিটি রবীন্দ্রনাথের ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ করকে দিয়েছিলেন জাপানি শিল্পী কাকুজাও কাকুরা।

নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগ'-এ মাসিক ৩৫০ টাকা বেতনে এ.কে. ফজলুল হক কাজী নজরুল ইসলামকে নিযুক্তি দেন। ২৯ নভেম্বর কলেজ স্ট্রিটের Y.M.C.A হলে হাজী মুহম্মদ মহসীনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন নজরুল। এবং এটাই নজরুলের সুস্থ অবস্থায় শেষবারের মতো প্রকাশ্য-সভায় অংশগ্রহণ।

স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থা থেকে অন্তর্ধান করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হল। 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ'-এর জন্ম। মুসলিম লীগ থেকে ফজলুল হক বহিস্কৃত হলেন। শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা গঠিত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বছর। জার্মান বাহিনী বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রিস অধিকার করে। স্টালিন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন। অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। রাশিয়ার অধিকাংশ স্থান জার্মানির করতলগত হল। ইংল্যান্ডের ওপর জার্মানির বিমান আক্রমণ। জাপান মার্কিন-নৌঘাটি পার্ল হারবার ধ্বংস করে। আমেরিকা জার্মানি ও ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপানি বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় ব্রিটিশবাহিনী রেঙ্গুন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'সভ্যতার সংকট', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', 'রবীন্দ্র রচনাবলী—৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম খণ্ড'; ইংরেজিতে বের হল 'দি ক্রাইসিস ইন সিভিলাইজেশন'।

প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে'র 'পূর্বলেখ', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'জীবনশিল্পী', দিনেশ দাসের 'কবিতা : ১৩৪৩—৪৮', সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ণ কবিতা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা', 'ধরাবাঁধা জীবন', বুদ্ধদেব বসুর 'সব পেয়েছির দেশে', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', সুবোধ ঘোষের গল্পগ্রন্থ 'ফসিল', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'। বের হয় ব্রেখটের 'মাদার কারেজ', মোরাভিয়ার 'ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি'।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এ বছর।

১৯৪২। বয়স ৪৩ বছর

১৯৪২-এর ২২ নভেম্বর, রবিবার। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশ পরলোক গমন করেন। তখন সত্যানন্দের বয়স ৮০ বছর। বরিশালের বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পক্ষকাল পরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে জীবনানন্দ পিতা সত্যানন্দের সর্বাঙ্গীন

পরিচয় তুলে ধরে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। তার খণ্ডাংশ এ রকম—

> 'আমার বাবা ছিলেন সত্যানন্দ দাশ। তাঁর সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই মনে হয়, ভিতরের সঙ্গে বাইরের জীবনের যে বিরোধ একদিকে মানুষের ব্যক্তিমানস ও অন্যদিকে তার ব্যবহারিক ও জনমানস-আশ্রয়ী জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় তাঁর বেলায় তা তেমন নিঃশেষে ঘটে উঠতে পারেনি।' ['আমার মা-বাবা', জীবনানন্দ দাশ, পৃ : ৪]

বাবার মৃত্যুর পর সংসার-অনভিজ্ঞ, লাজুক, ঘরকুনো তেতাল্লিশ বছরের কবি-অধ্যাপক জীবনানন্দকে নিরুপায় হয়ে পারিবারিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল।

বাবার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরে জীবনানন্দের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ **'বনলতা সেন'** প্রকাশিত হয়।

বনলতা সেন : প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৪৯, ডিসেম্বর ১৯৪২। কবিতা ভবন (২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা) প্রকাশিত। 'এক পয়সার একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত।

প্রকাশক : জীবনানন্দ দাশ, বরিশাল।

মুদ্রাকর : ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন, মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।

কাগজের মলাট। প্রচ্ছদশিল্পী : শম্ভু সাহা। মূল্য : চার আনা। ডিমাই ৮ পেজি। পৃষ্ঠা : ১৬। কবিতার সংখ্যা : ১২।

কবিতাগুলোর শিরোনাম :

১. বনলতা সেন, ২. কুড়ি বছর পরে, ৩. ঘাস, ৪. হাওয়ার রাত, ৫. আমি যদি হতাম, ৬. হায় চিল, ৭. বুনো হাঁস, ৮. শঙ্খমালা, ৯. নগ্ন নির্জন হাত, ১০. শিকার, ১১. হরিণেরা, ১২. বিড়াল।

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর দু'বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে 'বনলতা সেন' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়।

'বনলতা সেন' : দ্বিতীয় সংস্করণ : [প্রথম সিগনেট সংস্করণ] শ্রাবণ ১৩৫৯ [১৯৫২]।

প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০।

প্রথম প্রকাশের ১২টি কবিতা ছাড়া এ সংস্করণে আরো ১৮টি কবিতা গৃহীত হয়েছে। নতুনভাবে গৃহীত ১৮টি কবিতার শিরোনাম হল :

১. সুদর্শনা, ২. অন্ধকার, ৩. কমলালেবু, ৪. শ্যামলী, ৫. দু'জন, ৬. অবশেষে, ৭. স্বপ্নের ধ্বনিরা, ৮. আমাকে তুমি, ৯. তুমি, ১০. ধান কাটা হয়ে গেছে, ১১. শিরীষের ডালপালা, ১২. হাজার বছর শুধু খেলা করে, ১৩. সুরঞ্জনা, ১৪. মিতভাষণ, ১৫. সবিতা, ১৬. সুচেতনা, ১৭. অঘ্রাণ প্রান্তরে, ১৮. পথ হাঁটা।

'বনলতা সেন' কাব্য সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা :

এ বছর 'বনলতা সেন' কাব্যের আলোচনা বেরোয় নিম্নলিখিত পত্রিকায়—

১. 'কবিতা': চৈত্র ১৩৪৯। আলোচক : বুদ্ধদেব বসু। ২. 'চতুরঙ্গ': চৈত্র ১৩৪৯। আলোচক : আবুল হোসেন।

১৯৪৩ সালে বুদ্ধদেব বসু 'বনলতা সেন'-এর সমালোচনায় লেখেন—

> 'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন এবং গেলো দশ বছরে যেসব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্য জগতে চলেছে, তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি কবিতা লেখেন এবং কবিতা ছাড়া আর কিছু লেখেন না, তারচেয়ে তিনি স্বভাব-লাজুক ও মফস্বলবাসী; এইসব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের প্রাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে সরে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে যাতে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হতেই পারে না। কেননা এই সময়কার তিনি একজন প্রধান কবিকর্মী, আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য।' ['জীবনানন্দ দাশ', বুদ্ধদেব বসু]।

রটনা :

> 'তাঁর আত্মীয়স্বজন একবার তাঁকে চেপে ধরেছিলেন বনলতা সেন কে জানবার জন্যে এবং তাঁর মতো বিবাহিত একজন পুরুষ অপর নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত কেন এর জবাব দাবী করেছিলেন।' ['জীবনানন্দ দাশ : জন্মশত বার্ষিক স্মারক গ্রন্থ', সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল হাসনাত, পৃ. ২৫৩]

এ বছর নিহত হলেন সোমেন চন্দ, মারা গেলেন হীরেন্দ্র দত্ত।

৮ মার্চ সোমেন চন্দ নিহত হবার প্রতিবাদে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাসিস্তবিরোধী সম্মেলন। ২৮ মার্চ গঠিত হয় 'ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ', সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত, যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

জন্মগ্রহণ করলেন দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, ফিরোজ চৌধুরী, শহীদ কাদরী, জাহাঙ্গীর তারেক, সিকদার আমিনুল হক।

কলকাতা বেতারকেন্দ্র প্রচারিত শিশুদের আসরে দশ মিনিটের একটি অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করার সময় অকস্মাৎ বাক রুদ্ধ হয়ে যায় নজরুলের। সেদিন তারিখ ছিল ৯ জুলাই। নজরুল প্রবলভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাকরুদ্ধ হওয়ার পরবর্তী এক সপ্তাহ ডাঃ বি.এল. সরকারের চিকিৎসাধীন ছিলেন নজরুল। পরবর্তী দু'মাস হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জন্যে সপরিবারে মধুপুরে ছিলেন। ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতা ফিরে আসেন। এর পরে কলকাতায় লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে ডাঃ নগেন্দ্রনাথ

দে ও ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর অধীনে চার মাস চিকিৎসাধীন ছিলেন নজরুল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি অস্থির ও উত্তাল হয়ে ওঠে।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশিত হয় অমিয় চক্রবর্তীর 'মাটির দেয়াল', অজিত দত্তের 'নষ্টচন্দ্র', বুদ্ধদেব বসুর 'এক পয়সার একটি', 'বাইশে শ্রাবণ', দিনেশ দাসের 'কবিতা', মনীন্দ্র রায়ের 'একচক্ষু', গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর', 'কবি', 'গণদেবতা', সমর সেনের 'নানা কথা', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—অপরার্ধ', হুমায়ুন কবিরের 'শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'বৃত্ত', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরোয়া', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাঙ্গুরীয়'। প্রকাশ পায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ''। সেপ্টেম্বর মাসে শারদীয় 'আনন্দবাজার'-এ বের হয় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা'।

১৯৪৩। বয়স ৪৪ বছর

১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে অশোকানন্দ দাশ বিয়ে করেন নলিনী চক্রবর্তীকে। নলিনীর ডাক নাম—নিনি। বিয়েটা প্রণয়ঘটিত। বিয়ের সময় অশোকানন্দের বয়স ৪২ আর নলিনীর ২৭। দর্শনশাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন নলিনী। ছাত্রজীবন অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁর। নলিনী চক্রবর্তী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দৌহিত্রী। নলিনীর বাবা অরুণনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৩—১৯৭২) আর মা পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৮৯—১৯৭৪)। মা-বাবার কনিষ্ঠা কন্যা নলিনী। এই নলিনী চক্রবর্তীই পরবর্তী সময়ে অধ্যক্ষ নলিনী দাশ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে ১৯৭৫ সালে রাজ্য-সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন। শিশুসাহিত্যিক ও 'সন্দেশ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তিনি। নলিনী দাশের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কল্যাণী কার্লেকরের সঙ্গে প্রথম জীবনে 'মেয়েদের কথা' ও উত্তরকালে 'শ্রাবণী' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'রা-কা-যে-টে-না-পা', 'মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার', 'গোয়েন্দা গণ্ডালু' ইত্যাদি।

১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে গরমের ছুটিতে কলকাতা বেড়িয়ে এলেন জীবানন্দ। ছোট ভাই অশোকানন্দ নলিনীকে বিয়ে করে টালিগঞ্জের রসা রোডের মোহিনী ম্যানসনে নতুন সংসার পেতেছেন। সেবার অশোকানন্দের বাসাতেই উঠেছিলেন কবি। কয়েকদিন এই নতুন দম্পতির আতিথ্যে কাটিয়ে বরিশালে ফিলে এলেন কবি। সেখান থেকে ভ্রাতৃবধূ নলিনীকে ডাক নামে সম্বোধন করে

একটি চিঠি লিখলেন জীবনানন্দ। চিঠির অংশ বিশেষ এরকম—

> 'এবার সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে খুবই আনন্দ লাভ করেছি। কলকাতায় গিয়ে এবার নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ হল; সাহিত্যিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানারূপ নতুন সম্ভাবনার ইসারা পাওয়া গেল। এর আগে মাঝে মাঝে আমি ২/৪ দিনের জন্য কলকাতায় যেতাম; কিন্তু নানা দিক দিয়ে কলকাতায় সামাজিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্যাপারে যে এরকম সজীব পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ্য করার সুযোগ পাইনি।' [জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ', পৃ. ২৩৪]

জীবনানন্দ দাশের এ পর্যন্ত প্রকাশিত তিনটি কাব্যকে অবলম্বন করে সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'নিরুক্ত' পত্রিকার ১৩৫০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় 'জীবনানন্দ দাশ' নামে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন। তার কিয়দংশ এরকম—

> 'যৌবনের শেষে স্থবিরতার পথে সত্যকে খুঁজতে এগিয়ে গেছেন জীবনানন্দ। এ তাঁর এক সম্পূর্ণ নূতন জগতে অভিযান। এখন আর চোখ তাঁর স্বপ্ন মেদুর নয়, জিজ্ঞাসায় তা প্রখর। মন ছেড়ে মননের পথে এসে কবি দেখলেন, আজকের দিনের জীবন আমাদের জটিল সমস্যায় ঘেরা। বিংশ শতাব্দীর প্রশ্নসমাকীর্ণ জীবনকে যখন তিনি বুঝতে চাইলেন, তখন তাঁর ভাষা থেকেও স্বপ্নের সেই প্রাক্তন কোমল ঋজুতা ঝরে পড়ছে, ক্রমেই এসেছে তাতে গদ্যভঙ্গী, মিশেছে জটিলতা।' ['জীবনানন্দ দাশ', সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'নিরুক্ত', ৩:৪, আষাঢ় ১৩৫০, পৃ. ১৬৫]

নির্জনতার কবি হিসেবে জীবনানন্দকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

১৯৪৩ সালে বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের 'বিচিত্রিত মুহূর্ত' শিরোনামাঙ্কিত উত্তর-অংশে 'জীবনানন্দ দাশ/কবি করকমলে' উল্লেখ করে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু—

'সে-পথ নির্জন
যে-পথে তোমার যাত্রা।
সে-পথে আসে না অশ্বারোহী,
পদাতিক বীর সৈন্যদল।
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা নেই, যান-যন্ত্র-মুখরিত নাগরিত জনতার স্রোত নেই,
নেই যোদ্ধা নেই জয়ী, নেই পরাজিত।

সে-পথ সন্ধ্যার।
শুধু সমুদ্রের স্বর, অন্য-কোনো শব্দ নেই।
শুধু সমুদ্রের স্রোত, অন্য-কোনো গতি নেই।
একটি জ্বলন্ত তারা

আমাদের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড যেন,
এঁকে যায় সেই পথ স্বচ্ছ নীল ঝলকে-ঝলকে
সমুদ্রের মানচিত্র-নীলে।'

এ বছর যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা হলেন—আহমদ ছফা, যোগব্রত চক্রবর্তী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, আসাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, করুণাময় গোস্বামী।

মারা গেলেন নীলরতন সরকার, মানকুমারী বসু, 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৯১৭ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী হেনরিক পন্টাপপিদান।

১৯৪৩-এর ৩০ অক্টোবার সুকুমার রায় (১৮৮৭—১৯২৩)-এর জন্মতিথি উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে সিগনেট প্রকাশনার যাত্রা শুরু হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠিত হয়। সমিতির পক্ষ থেকে কবিকে দু'শত টাকা করে পাঁচ মাস সাহায্য দেয়া হয়। অবিভক্ত-বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে মাসিক দু'শত টাকা সাহিত্যিক ভাতাও দেয়া হয় নজরুলকে।

ভারত ও বাংলা গভর্নমেন্টের ঔদাসীন্যে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে।

লর্ড লিনলিথগো পদত্যাগ করলে ভারতে ভাইসরয় হয়ে আসেন উত্তর আফ্রিকান যুদ্ধবিজয়ী ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল।

সুভাষ বসু বার্লিন থেকে সিঙ্গাপুরে এসে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়। এই সরকারকে সামরিক সাহায্য দিতে জাপান স্বীকৃত হয়।

খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

উত্তর আফ্রিকার কাসাব্লাঙ্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিলিত হয়ে যুদ্ধনীতি বিষয়ে পরামর্শ করলেন। রুশদের প্রতিরোধে জার্মান বাহিনী পশ্চাদ্‌পসরণ করল। জার্মান ও ইতালি বাহিনী আক্রান্ত হয়ে আফ্রিকা ত্যাগ করে। ইতালির নেতা মুসোলিনী পদত্যাগ করলে মার্শাল বাগদালিও ইতালির প্রধানমন্ত্রী হলেন। ইতালি সরকার মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করল।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশিত হয় শওকত ওসমানের 'বনি আদম' উপন্যাস, অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য 'অভিজ্ঞান বসন্ত', বুদ্ধদেব বসুর কাব্য 'বিদেশিনী', অরুণ মিত্রের কাব্য 'প্রান্তরেখা', এস. ওয়াজেদ আলির 'ভবিষ্যৎ বাঙালি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চগ্রাম', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহনা', নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', বনফুলের 'সে ও আমি', 'জঙ্গম', সমর সেনের 'খোলা চিঠি', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-২য় খণ্ড', হীরেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ'। প্রকাশ পায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ', উপন্যাস 'চিন্তামণি', 'প্রতিবিম্ব'। 'নতুন জীবন' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে বারো কিস্তিতে মানিক 'খুনী' নামের একটি উপন্যাস লেখেন। অগ্রন্থিত এই উপন্যাসটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র'-এর ১১শ খণ্ডে (ডিসেম্বর ২০০৭) সংকলিত হয়েছে।

১৯৪৪। বয়স ৪৫ বছর

ইংরেজি তরজমায় বাংলা কবিতার একটা সংকলন প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিল সিগনেট প্রেস; সময়: চল্লিশ দশকের প্রথম পর্ব। জীবনানন্দের নিজের কিছু কবিতা অনুবাদ করে পাঠাবার জন্যে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮—১৯৯৩) জীবনানন্দকে বরিশালের ঠিকানায় চিঠি লেখেন। এই সংকলনটির প্রধান অনুবাদক মার্টিন কার্কম্যান আর সম্পাদক হলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। উত্তরে জীবনানন্দ দাশ ১০.০৩.৪৪ তারিখে দেবীপ্রসাদকে লিখলেন—

> "সম্প্রতি University-র পরীক্ষার খাতা দেখতে বড় ব্যস্ত আছি। আপনাদেরও সময় অল্প। নতুন তর্জমার কিংবা পুরনো অনুবাদ (যদি পাওয়া যায়) শোধরাবার সময়তো আমার হাতে এখন নেই। তর্জমার ওস্তাদ অমিয়বাবু এবং বুদ্ধদেব বসু। তাঁরা যদি আমার কোনো কবিতা—'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'মাঠের গল্প', 'ক্যাম্পে', 'সহজ', 'পাখিরা', 'শকুন' (এ ক'টির ভেতর থেকে তাঁদের রুচি অনুযায়ী কয়েকটি) এবং তাঁদের পছন্দ মতো আমার আধুনিকতর 'সমাজ সচেতন' কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেন, তাহলে আনন্দিত হব।" [জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ', পৃ. ৮৪০-৪১]।

জীবনানন্দের চতুর্থ কবিতাগ্রন্থ 'মহাপৃথিবী' প্রকাশিত হল (শ্রাবণ ১৩৫১ বঙ্গাব্দ)। এর আগের তিনটি কাব্যই নিজের খরচে প্রকাশ করেছিলেন জীবনানন্দ। এই প্রথম তিনি প্রকাশক পেলেন। প্রকাশক : পূর্ব্বাশা লিমিটেডের সত্যপ্রসন্ন দত্ত (১৯১১—১৯৯৮)।

মহাপৃথিবী : প্রথম প্রকাশ : ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

প্রকাশক ও মুদ্রক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত, পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি-১৩, গনেশচন্দ্র এভিন্যু।

উৎসর্গ : প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রিয়বরেষু। [মৃত্যু-পরবর্তী সংস্করণে এই উৎসর্গপত্র বর্জিত হয়]।

বোর্ড জ্যাকেট সম্বলিত।

মূল্য : দেড় টাকা।

রয়াল পৃ : ৮ + ৪০।

কবিতার সংখ্যা : ৩৫। [উল্লেখ্য, 'বনলতা সেন' কাব্যের প্রায় সবগুলো কবিতাই 'মহাপৃথিবী'তে স্থান পেয়েছে]।

কবিতাগুলোর শিরোনাম :

১. বনলতা সেন, ২. হাজার বছর শুধু খেলা করে, ৩. কুড়ি বছর পরে, ৪. নিরালোক, ৫. সিন্ধুসারস, ৬. ঘাস, ৭. ফিরে এসো, ৮. হাওয়ার রাত, ৯. শ্রাবণ রাত, ১০. আমি যদি হতাম, ১১. হায় চিল, ১২. মুহূর্ত, ১৩. শহর, ১৪. বুনো হাঁস, ১৫. শঙ্খমালা, ১৬. নগ্ন নির্জন হাত, ১৭. শিকার, ১৮. শব, ১৯. হরিণেরা, ২০. স্বপ্ন, ২১. বিড়াল, ২২. বলিল অশ্বত্থ সেই, ২৩. আট বছর আগের একদিন, ২৪. শীত রাত, ২৫. আদিম দেবতারা, ২৬. স্থবির যৌবন, ২৭. আজকের এক মুহূর্ত, ২৮. ফুটপাতে, ২৯. প্রার্থনা, ৩০. ইহাদেরই কানে, ৩১. সূর্যসাগর তীরে, ৩২. মনোবীজ, ৩৩. পরিচায়ক, ৩৪. বিভিন্ন কোরাস ৩৫. প্রেম অপ্রেমের কবিতা।

কবিতাগুলোর রচনাকাল : ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮ বঙ্গাব্দ, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ।

'মহাপৃথিবী' কাব্যের ভূমিকাটি ছিল এরকম—

> "মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলো ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮-এর ভিতর রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বেরিয়েছে। ১৩৪২ থেকে ১৩৫০-এ। 'বনলতা সেন' ও অন্য কয়েকটি কবিতা বার হয়েছিল 'বনলতা সেন' বইটিতে। বাকি সব কবিতা আজ প্রথম বইয়ের ভিতর স্থান পেল।"
>
> শ্রাবণ ১৩৫১ জীবনানন্দ দাশ

প্রথম প্রকাশের ২৫ বছর পর ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ) 'মহাপৃথিবী'র প্রথম সিগনেট সংস্করণ হয়। তথ্যাবলী নিম্নরূপ—

মহাপৃথিবীঃ প্রথম সিগনেট সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৭৬।

প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ২৫/৪ একবালপুর রোড, কলকাতা-২৩।

প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।
উৎসর্গ : শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীকে/বাবার আশীর্বাদ।
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা/সম্পাদনা : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মূল্য : চার টাকা।
ডিমাই : পৃ. ১২ + ৮২।
কবিতার সংখ্যা : ৩৯।

কবিতাগুলোর শিরোনাম :

১. নিরালোক, ২. সিন্ধুসারস, ৩. ফিরে এসো, ৪. শ্রাবণ রাত, ৫. মুহূর্ত, ৬. শহর, ৭. শব, ৮. স্বপ্ন, ৯. বলিল অশ্বত্থ সেই, ১০. আট বছর আগের একদিন, ১১. শীত রাত, ১২. আদিম দেবতারা, ১৩. স্থবির যৌবন, ১৪. আজকের এক

মুহূর্ত, ১৫. ফুটপাতে, ১৬. প্রার্থনা, ১৭. ইহাদেরই কানে, ১৮. সূর্যসাগর তীরে, ১৯. মনোবীজ, ২০. পরিচায়ক, ২১. বিভিন্ন কোরাস, ২২. প্রেম অপ্রেমের কবিতা, ২৩. মৃত মাংস, ২৪. হঠাৎ-মৃত, ২৫. অগ্নি, ২৬. উদয়াস্ত, ২৭. সুমেরীয়, ২৮. মৃত্যু, ২৯. আমিষাশী তরবার, ৩০. তিনটি কবিতা [‘সন্ধিহীন, স্বাক্ষর বিহীন’, ‘শান্তি’, ‘হে হৃদয়’], ৩১. ১৩৩৬-৩৮ স্মরণে, ৩২. ঘাস, ৩৩. সমিতিতে, ৩৪. কোরাস, ৩৫. দোয়েল, ৩৬. সমুদ্র-পায়রা, ৩৭. আবহমান, ৩৮. জার্নাল : ১৩৪৬, ৩৯. পৃথিবীলোক।

কবিতাগুলোর রচনাকাল : ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৪।

১৯৪৪ সালে ‘মহাপৃথিবী’ প্রকাশিত হওয়ার পর এই গ্রন্থটি বিষয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ‘মহাপৃথিবী’ সম্পর্কে মন্তব্যগুলো নিম্নরূপ—

‘পূর্ব্বাশা’য় (কার্তিক ১৩৫১ সংখ্যা) প্রকাশিত অস্বাক্ষরিত একটি আলোচনা—

> “রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দ দাশই একমাত্র বাঙালি কবি, যাঁর কবিতায় সমগ্রভাবে জীবনবোধের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিষয় আর ভাষা দু’দিক থেকেই ‘মহাপৃথিবী’র কবিতায় পাঠক নূতনত্বের আশ্বাস পাবেন; আর এই বইটিকে তাঁরা সার্থক আধুনিক কবিতার বই বলে অভিনন্দিত না করে পারবেন না।”

প্রকৃতিধর্মী, আবেগ-প্রধান মন নিয়ে জীবনানন্দ বিশ শতকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক অনিবার্য ক্লান্তির জালে কিভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, ‘মহাপৃথিবী’র আলোচনা প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করতে গিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> “স্বপ্নের জীর্ণ জগতকে ফেলে দিয়ে জৈব প্রয়োজনকেই জীবনের সাধনা করে নেবার ইঙ্গিত হয়ত তাঁর (জীবনানন্দের) কবিতায় আছে—কিন্তু ‘বুড়ি চাঁদটারে’, ‘কালীদহে বেনোজলে পার’ করে দিয়ে ‘জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার’ শূন্য করে দিয়ে যাবার সুরে একটা বেপরোয়া মেজাজই আমরা আবিষ্কার করতে পারি, মনের দৃঢ়তা নয়।” [‘আধুনিক কবিতায় জীবনবোধ’, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ‘নিরুক্ত’, পৌষ ১৩৫১ বঙ্গাব্দ]।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

> “মহাপৃথিবী’তে কোনো নতুন সুর লাগেনি, বস্তুত এই বই ভিন্ন নামে ‘বনলতা সেন’-রই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ··· ‘মহাপৃথিবী’র শেষের দিকে যে সব কবিতা আছে, সেগুলি যেন কতগুলি বাঁধাধরা বাক্যের বিচিত্র ও অদ্ভুত সংস্থাপন মাত্র; বাক্যগুলি সুন্দর, কিন্তু সবটা মিলিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। একে পুনরুক্তি না বলে নিজের অনুকৃতি বলতে হয় এবং কোনো কবি যখন নিজের অনুকরণ করেন, তখন দেবতারা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মনে হয় জীবানন্দ স্বরচিত বৃত্তের মধ্যে

> বন্দী হয়েছেন, প্রার্থনা করি তিনি তা থেকে বেরিয়ে আসুন, তাঁর কাব্যক্ষেত্রে যৌবনের ফুল ফোটার পরে এবারে প্রৌঢ় দিনের পাকা ফসল ফলুক।" ['কবিতা', আষাঢ় ১৩৫১]।

এ বছর নিম্নোক্ত পত্রিকায় 'মহাপৃথিবী'র স্বতন্ত্র আলোচনা প্রকাশিত হয়—

১. 'পূর্ব্বাশা', কার্তিক ১৩৫১।

২. 'কবিতা', চৈত্র ১৩৫১।

'কবিতা' পত্রিকার 'বিশেষ নজরুল সংখ্যা'র প্রকাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুল ইসলামকে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক প্রদান।

এ বছর জন্মেছেন মহাদেব সাহা, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, আবুল কাসেম ফজলুল হক।

মারা গেলেন আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনা ব্যর্থ হয়।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুর আক্রমণ করে। এই বাহিনীতে নেতৃত্বস্থানীয় ছিলেন—শা'নওয়াজ খাঁ, এনায়েত উল্লাহ কিয়ানী, মোহন সিংহ এবং গুরুবখ্‌স সিং ধীলন। প্রবল বর্ষার কারণে রসদ সরবরাহে অসুবিধা এবং ম্যালেরিয়া ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলে আজাদ হিন্দ বাহিনী আসাম সীমান্ত থেকে পশ্চাদ্‌পসরণ করে।

রুশ বাহিনীর আঘাতে জার্মান বাহিনী পশ্চাদ্‌পসরণ করতে থাকে। ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য রোম অধিকার করে। মিত্রবাহিনী বিভীষণ যুদ্ধের পর প্যারিস অধিকারে আনে। বেলজিয়াম থেকে জার্মানরা বিতাড়িত হয়। মার্কিন সৈন্য জার্মানিতে প্রবেশ করে। জার্মান-রকেটবোমার আঘাতে ইংল্যান্ডে ধ্বংস লীলার সৃষ্টি হয়। মার্কিনবিমান টোকিওতে বোমা ফেলে।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান জে.ভি. জেনসেন (১৮৭৩—১৯৫০)। কথাশিল্পী। ডেনমার্কের অধিবাসী।

তাঁর সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য—

> 'For the rare strength and fertility of his poetic imagination, with which is combined an intellectual curiosity of wide scope and a bold freshly creative style'.

জেনসেনের বিখ্যাত গ্রন্থ হল—'দ্য বুল ফাইট'।

প্রকাশিত গ্রন্থ : ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয়। প্রকাশ পায় অমিয় চক্রবর্তীর 'দূরযানী', বিষ্ণু দে'র 'সাত ভাই চম্পা', দিনেশ দাসের 'ভুখামিছিল', মনীন্দ্র রায়ের 'ছায়া সহচর', সমর সেনের 'তিন পুরুষ', সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'বিনুর বই', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির

জাতক', বনফুলের 'জঙ্গম', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'। প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভেজাল' গল্পগ্রন্থ।

১৯৪৫। বয়স ৪৬ বছর

ডিসেম্বর। সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হলো 'Modern Bengali Poems'. সম্পাদক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

'Modern Bengali Poems' গ্রন্থে মার্টিন কার্কম্যান অনূদিত জীবনানন্দের 'If I were' ('আমি যদি হতাম'), 'O Kite' ('হায় চিল'), 'Banalata Sen' ('বনলতা সেন'), 'Meditation' ('মনোবীজ') কবিতাবলী গৃহীত হয়।

'একক' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৫২) 'মহাপৃথিবী' কব্যের একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধদেব বসু রিপন কলেজের চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন।

'ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এর উদ্যোগে 'আশুতোষ কলেজ লাইব্রেরি হল'-এ সুকান্ত ভট্টাচার্যের চিকিৎসার জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইয়েটস্-এর 'রিজারেকশন' কাব্যনাট্যের সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত 'পুনরুজ্জীবন'-এর বিষ্ণু দে নির্দেশিত অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর আজাদ হিন্দ সরকারের মূলকেন্দ্র সরে আসে ব্যাংককে। ব্যাংকক থেকে জাপান যাওয়ার পথে তাইহোকুর কাছে সমুদ্রে নেতাজীর বিমান ভেঙে পড়ে।

রুশ সৈন্য জার্মানদের হাত থেকে পোল্যান্ড পুনরাধিকার করে। মার্কিন সৈন্য ম্যানিলা দখল করে। রুশ সৈন্য বার্লিনের ৩০ মাইল দূরে উপস্থিত হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হঠাৎ প্রাণত্যাগ করলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট হন। মুসোলিনী বিদ্রোহী ইতালিয়ান সৈন্যের হাতে নিহত হন। ব্রিটিশ সৈন্য রেঙ্গুন অধিকার করে।

১ মে হিটলার আত্মহত্যা করেন। মিত্রবাহিনীর সঙ্গে জার্মানির আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়। আরব লিগের প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্কিন বিমান হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর এটম বোমা নিক্ষেপ করলে প্রায় ৩ লক্ষ জাপানি নিহত হন। জাপান সম্রাট বিনাশর্তে মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

এ বছর জন্মালেন ভাস্কর চক্রবর্তী, মঞ্জুভাষ মিত্র, নির্মলেন্দু গুণ, শান্তি সিংহ, নরেন বিশ্বাস, মনসুর মুসা।

বুদ্ধদেব বসুর একমাত্র পুত্র শুদ্ধশীল-এর জন্ম হয়।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল (১৮৮৯—১৯৫৭)। কবি। চিলির অধিবাসী।

তাঁকে পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটির মন্তব্য ছিল এরকম—

> 'For her lyric poetry which inspired by powerful emotions has made her name a symbol of the idealistic aspirations of the entire Latin American World'.

মিস্ত্রালের বিখ্যাত গ্রন্থ—'Jala', 'Wine Piess'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশিত হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদপোড়া' গল্পগ্রন্থ এবং উপন্যাস 'দর্পণ', নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ', প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', মোহিতলাল মজুমদারের 'বাংলার নবযুগ', সুশীলকুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদ', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', হুমায়ুন কবিরের 'বাংলার কাব্য', অজিত দত্তের 'নষ্টচাঁদ', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জোড়াসাঁকোর ধারে'। বিষ্ণু দে-র 'সাত ভাই চম্পা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। [কবিতার সংখ্যা: ৪৪, রচনাকাল: ১৯৪১—১৯৪৪, উৎসর্গ: শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যকে; প্রকাশক: অমল বসু, কলকাতা]।

১৯৪৬। বয়স ৪৭ বছর

৮ জুলাই থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (২ মাস ৬ দিন) সবেতনে ছুটি নিয়ে কলকাতায় যান জীবানানন্দ। ১৫ সেপ্টেম্বর বরিশাল এসে কাজে যোগদান করেন। ১৫ দিন পর পুজোর ছুটি শুরু হয়—১ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর। পুজোর ছুটিতে জীবনানন্দ কলকাতায় ফিরে যান। কোনো একটা কাজ জুটিয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালান। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আরো ক'মাস ছুটি বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে আবেদন করেন। ১১ নভেম্বর থেকে বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু জীবনানন্দ আর বরিশাল বি.এম কলেজে ফিরে আসেননি।

জীবনানন্দের কলকাতা থাকাকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জীবনানন্দ অনুজ অশোকানন্দের বাসায় ছিলেন। এই সময়ের কোনো একদিন পুলিশ তাঁকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। বরিশাল বি.এম কলেজের এক প্রাক্তন মুসলমান ছাত্র তখন ওই থানার ও.সি। সেই ছাত্রই (ও.সি) অনেকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে জীবনানন্দকে ট্রামে তুলে দেন। লাবণ্য দাশ 'মানুষ জীবনানন্দ' গ্রন্থে সেদিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

> "তারপর কবির দিকে ফিরে (ও.সি) বলল, 'আসুন স্যার আমার সঙ্গে।' এই কথা বলেই সযত্নে এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে হাত ধরে তাঁকে নিয়ে চলল। নানা রাস্তা ঘুরে, অবশেষে নিরাপদ স্থানে এসে তাঁকে ট্রামে তুলে দিয়ে আবার ভক্তিভরে প্রণাম করে বলল, 'স্যার আপনার অসম্মান করে ওরা যে আজ কতবড় অপরাধ করেছে—সেটা বুঝবার মত শক্তি হয়তো ওদের কোনদিনই হবে না। কিন্তু আমি আজ ওদের সকলের হয়ে বার বার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। সব দোষত্রুটি আমার জন্যই হয়েছে ধরে নিয়েই আপনি আমাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা করবেন।" ['মানুষ জীবনানন্দ', লাবণ্য দাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা-১২, ১৩৭৮, পৃঃ ৫৮]।

অপরিণামদর্শী হিংসাতুর এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি জীবনানন্দের কবি-সত্তাকে ব্যবচ্ছেদ করেছিল। তাঁর চারদিকে তখন অবসাদ, ভয়, ক্লান্তি, অবক্ষয়, শঠতা, রিরংসা, মৃত্যু। এই সময় আত্মগ্লানিতে বিপন্ন হয়ে তিনি লিখলেন '১৯৪৬-৪৭' শীর্ষক কবিতাটি—

'মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই বলে ঘুমাতেছে।'
['পূর্ব্বাশা', বৈশাখ ১৩৫৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা (প্রথম সংস্করণ : ১৩৬১)
গ্রন্থে প্রথম গৃহীত হয়]

শৈশবে জীবনানন্দ একবার কয়েকটি গান লিখেছিলেন। মধ্যবয়স পেরিয়ে ৪৭ বছর বয়সে ১৯৪৬-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে জীবনানন্দ ১৪টি গান লিখলেন। এ সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র চলচ্চিত্রের জন্যে গান লিখে খ্যাতি ও অর্থ—দুই-ই পাচ্ছেন। হয়তো জীবনানন্দ এ ব্যাপারে প্রেমেন্দ্র মিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সিনেমার গান লেখার বিষয়ে নিজের আগ্রহের কথা অরবিন্দ গুহকে বলেছিলেন জীবনানন্দ। অরবিন্দ পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে পরামর্শ করতে। কিন্তু জীবনানন্দ সংকোচবশত প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

শিক্ষকতার প্রতি জীবনানন্দের শ্রদ্ধামিশ্রিত আকর্ষণ ছিল। এ আকর্ষণ হয়তো পিতার কাছ থেকে জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার ব্যাপারটি তাঁকে ব্যথিত করেছে। পরবর্তী সময়ে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে আতঙ্কিত জীবনানন্দ শিক্ষকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বছর তিনেক আগে ভ্রাতৃবধূ নলিনীকে শিক্ষকতা

প্রসঙ্গে জীবনানন্দ লিখেছিলেন—

> "অধ্যাপনা জিনিসটা কোনোদিনই আমার তেমন ভালো লাগেনি। যে সব জিনিস যাদের কাছে যে রকমভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই। এ কাজে মন তেমন লাগে না, তবু সময় বিশেষে অন্য কোনো কোনো প্রেরণার চেয়ে বেশি জাগে তা স্বীকার করি।" [জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ুখ', পৃ. ২৩৩]।

জীবনানন্দ অধ্যাপনা পেশা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। শিক্ষাদানের পদ্ধতি বিষয়ে তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ সময় নানা কাজের সন্ধানে প্রচেষ্টা চালিয়েও তিনি কোনো নতুন চাকরি পাননি। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় আসার আগে এক অজ্ঞাতনামা অনুরাগীকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এতে নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনীর কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি সংশয়-গভীর ব্যক্তিগত মনোভাবও ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

> 'অধ্যাপনা করেছি কলকাতার City College-এ, দিল্লীর এক College-এ, বরিশালে B.M College-এ। আরও দু-চার রকম কাজ করেছি ফাঁকে ফাঁকে। এখনও অধ্যাপনাই করতে হচ্ছে। কিন্তু মনে হয় এ পথে আর বেশি দিন থাকা ভালো না। যে জিনিস যাদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সবই অসারতার নামান্তর নয় কি? এই বার নতুন পটভূমি নেমে আসুক।' [প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭]

জীবনানন্দ দাশ এ বছর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে তিনখানি চিঠি লেখেন। তখন তাঁর বয়স ৪৭ বছর আর ওয়ালীউল্লাহ্‌র ২৪-২৫ বছরের বেশি নয়। ওই সময়ের জীবনানন্দের বিবেচনায় ওয়ালীউল্লাহ্ শুধু একজন বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতিবান তরুণ লেখকই নন, তৎকালীন কলকাতার সাহিত্যসমাজে ক্ষমতাধরও বটেন। ওয়ালীউল্লাহ্ সাংবাদিকতা করেন, নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজি বই ও একটি ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা ['কনটেমপোরারি'। প্রকাশক: কমরেড পাবলিশার্স, ১৫/৩, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা] সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ওয়ালীউল্লাহ্ ভাবেন ইংরেজিতে, লেখেন বাংলায়। জীবনানন্দের ধরনটাও অনেকটা ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো। উল্লেখ্য, 'কনটেমপোরারি'তে জীবনানন্দের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, ইংরেজিতে। নাম: 'Literature and Contributives.' পত্রিকায় পাঠানোর সময় জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধটির নাম দিয়েছিলেন 'Literature and its Contributives.' লেখাটির জন্যে জীবনানন্দ ৫০ টাকা সম্মানী পেয়েছিলেন।

জীবনানন্দ-বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ওয়ালীউল্লাহ্-বিষয়ে জীবনানন্দের মনোভাবও অনুরূপ ছিল। এ সময়কার বরিশালের সীমিত পটভূমি থেকে উত্তীর্ণ হতে চাইছিলেন কলকাতার বৃহৎ সজীব কর্মমুখর প্রেক্ষাপটে। এই চিঠিগুলোতে একজন বড় সাহিত্যিক আর একজন ভবিষ্যতের বড় লেখককে যে চিনে নিচ্ছেন—তার প্রমাণ স্পষ্ট।

চিঠিগুলো নিচে সন্নিবেশিত হল :

চিঠি ১

Today I send you under registered cover my article 'Lit etc.' which I hope will reach you by 25th Dec.
As the article written in a great hurry has not been varified, I wd request you to remember that when reading. Kindly instruct.
Dear Sir,
I have sent you under registered cover my article on 'Lit & its Contributives' today. 'Literature and its contributives' – I mean it is perhaps better to put it in that way. 'Contributives' is a term perhaps coined by me & means those things which contribute to make it (literature). If, however, I title of I essay seems a bit obscure, would you kindly make it more clear by putting it as fit. & its tributaries.
With thanks
yours etc.

চিঠি ২

Syed Walliullah

The girl sings

Dear Sir,
Many thanks for your letter & Cheque of Rs. 50/- (fifty) as honorarium for my article 'Lit. contributives'. I am afriad it was not a very well written article. The fact is not that I was pressed for time. I languish very best to write in great hurry. I hope you were to kindly not mind to/will kindly remember this when you read it. I shall send you better writings, not always literary in I future.
I shall be very glad if you wd kindly treat me in touch with journals/periodicals & newspapers where serious articles on topical writings are published or a variety of other themes may be constantly in demand.
If to secure that end it is necessary for me to reside in Calcutta, I wd gladly welcome that change.
Wishing you a health fit,
with kind regards & best wishes,
Yours Sincerely,
I wd request you to be my name as Jibanananda (not Jibananda) as I always spell my name in that way.

চিঠি ৩

Dear Mr. Syed Walliullah

Very glad to receive your kind note of

I am sorry owing to illness I have had to keep your letter pending so long. I have heard that the Statesman hardly publish articles by Indians only occasionally. I am very much thankful to you for your proposal inviting me to write regularly in India, Prof. Kabir's periodical with wh you are connected thoroughly. I have not seen any recent copy of India. I hope to write in the paper—not very regularly though—if I get to my pen in the near future. My script in that case will be sent to you.

I shall remember concord & Dr. Chakra to whom I may write. I have not of course a number of articles lying with me to be quickly & commercially disposed of into different journals & periodicals. In fact I have none. Once in touch with Editors & journalists, one might I thought, be induced to write frequently.

I deeply appreciate your kind & earnest suggestions about different sources that may be tipped by one desirous of profiting from his pen. I wd fell for more at home as a winter (has excellence?) in the big & Congenial atmosphere of Cal. & I am very much pleased to see that you have realised it with a zeal that promises to be fruitful. I have not yet decided whether I should sound good journals of Bengal & outside offering them my articles or assistence. I am prepared to leave Barisal only in favour of Cal, a city wh for out weighs my fondness for any other sphere of activity in India. Cal. is irresistible. Is not Cal. irresistible?

Articles may be sent almost any where. I shall let you know what I do in this matter.

I am sorry I spelt your name incorrectly, As the nature of the mistake, it has been reciprocal, I think it quits it self. I shall be very glad to meet you in Cal. When I intend to spend a few days in the end or 3rd week of February. I shall give you my Cal. address on my arrival in the city.

Wishing you are quite fit,
With kind regards & best wishes,
Yours.

[উৎস: 'দিবারাত্রির কাব্য', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংখ্যা, ষষ্ঠদশ বর্ষ, সম্পাদক: আফিফ ফুয়াদ, ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০০৮, পৃ. ২৮৮-২৯০]।

শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়ি থেকে নজরুল-শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

লালকেল্লায় স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়ক ক্যাপ্টেন শা'নওয়াজ, ধীলন ও সাইগলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু পরে তাদের মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তিপ্রাপ্তরা লাহোরে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন।

নৌ-কমান্ডার মি. কিং-এর উদ্ধত ব্যবহারে ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে।

ভারত-শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য ভারতে এলে মুসলিম লীগ তাদের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কংগ্রেস সে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফলে লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের সহায়তায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন। মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেয়। ওই দিনই শুরু হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। কলকাতা থেকে সে দাঙ্গা নোয়াখালী ও বিহারে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আচার্য কৃপালিনী, জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালীতে এসে শান্তির বাণী প্রচার করেন।

ব্রিটিশ ও মার্কিনীদের সহায়তায় ইহুদিরা ইসরায়েলে একত্রিত হতে থাকে।

স্কটল্যান্ডের চিকিৎসক ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান।

জেনারেল গোয়েরিং বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

জাতিসংঘ (U.N.O) গঠিত হয়। ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠা হয়।

এ বছর জন্মেছেন দেবারতি মিত্র, অজয় নাগ, বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী।

আর মারা গেলেন প্রমথ চৌধুরী, ১৯১২ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী জি. হাউপ্টম্যান।

AMARBOI

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান হেরম্যান হেস (১৮৮৭—১৯৬২)। দার্শনিক-কথাসাহিত্যিক। সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী।

পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his inspired writings which, while growing in boldness and penetration, exemplify the classical humanitarian ideals and high qualities of style'.

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল—'ডেমিয়্যান', 'সিদ্ধার্থ'।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশ পায় জসীমউদ্‌দীনের 'রূপবতী', বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুল', শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস 'প্রেমের পথ ঘোরালো', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-৩য় খণ্ড'। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশ, সহ-অনুবাদক: প্রণতি দে। প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে'র 'রুচি ও প্রগতি' প্রবন্ধ গ্রন্থ।

১৯৪৭। বয়স ৪৮ বছর

জুনে ব্রজমোহন কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন জীবনানন্দ। কলকাতায় চলে যাওয়ার পর পূর্ববঙ্গে আর ফিরে আসেননি তিনি।

১৯৪৭-এর ২৬ জানুয়ারি হুমায়ুন কবির (১৯০৬—১৯৬৭) এবং আরো কয়েকজনের প্রচেষ্টায় কলকাতার ক্রিক রো থেকে 'স্বরাজ' নামক একটি দৈনিক পত্রিকা বের হয়। এর সম্পাদক হলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১—১৯৫৪)। জীবনানন্দ দাশ এই পত্রিকায় রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন। এই পত্রিকায় যোগদানের ব্যাপারে সাহায্য করেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্ত। এখানে তাঁর কর্মকাল ছিল সাত মাস। যোগদানের অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই এই কাজের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন তিনি। সংবাদপত্রে কাজ করার জন্যে যে মানসিক গঠন দরকার জীবনানন্দের তা ছিল না। এই পত্রিকায় কাজ করতেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম. ১৯২৪)। তাঁর সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন জীবনানন্দ। এই পত্রিকায় কাজ করতে করতে কবি অরুণ মিত্রের (জন্ম. ১৯০৯) সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়।

'স্বরাজ' পত্রিকায় জীবনানন্দের যোগদানের একটা ইতিহাস আছে। তিনি বরিশালের অধ্যাপকের চাকরিতে ক্রমান্বয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই বীতশ্রদ্ধার কথা তিনি চিঠিপত্রে ভ্রাতৃবধূ নলিনী দাশ, তরুণ বন্ধু প্রভাকর সেন, তরুণ সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং অবশ্যই 'পূর্ব্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে ঘুরে ফিরে জানাতেন। তাছাড়া, কলকাতার 'বৃহত্তর পটভূমি'র নিমন্ত্রণও ছিল। তিনি তো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে একটা ভদ্রমতো সাংবাদিকতার কাজ যোগাড় করে দেবার জন্যে সরাসরি নিবেদন করেছেন, ১৯৪৬ সালে। পরবর্তীকালে 'স্বরাজ' পত্রিকাতে রবিবাসরীয় সম্পাদকীয় বিভাগের কাজটি জীবনানন্দের জন্যে নির্ধারিত হয়। যতদিন 'স্বরাজ' থাকবে, ততদিন আপনার চাকরি থাকবে—এই রকম প্রতিশ্রুতি সঞ্জয়-সত্যপ্রসন্ন-হুমায়ুন কবিরের কাছ থেকে পেয়ে জীবনানন্দ দেশভাগের আগেই ব্রজমোহন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে ১৯৪৭-এর শুরুতেই ছোটভাই অশোকানন্দের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন এবং 'স্বরাজ'-এ যোগদান করেন। 'স্বরাজ' সংবাদপত্রের অফিস ছিল ১০ ক্রিক রো-তে।

পরে 'স্বরাজ' পত্রিকার আর্থিক সংকট দেখা দিলে জীবনানন্দ কাজ ছেড়ে দেন। এখানে তিনি সাত মাস চাকরি করেন। তাঁর কর্মকাল সুখের ছিল না। বস্তুত, জীবনানন্দ এই পত্রিকা থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বরখাস্ত হন। সমস্যাটা জটিল হয়ে উঠে নজরুল ইসলামকে নিয়ে লেখা জীবনানন্দের একটি প্রবন্ধকে ঘিরে। 'নজরুল ইসলাম' নামের ১৮টি পূর্ণবাক্যের এই লেখাটিতে জীবনানন্দ লেখেন—

> 'ক্রমে ক্রমে বুঝতে হল যে, নজরুল ইসলামের লেখায় মহাকবিতার গভীর প্রসাদ নেই, তার প্রতিশ্রুতিও কম। ··· কাজীর

> কবিতা বিশেষ একটা মাত্রার দেশে তার অতীতের ভিতরে পরিসমাপ্ত। আজও তা পড়বার জিনিস হয়তো—আবৃত্তির জিনিস; পড়া শেষ করে সময় কেটে গেলে মানস-কর্ণ তৃপ্ত হতে চায় না—মন বিষয়ান্তর খোঁজে দিকনির্ণয়ী মহৎ কবিদের।'

জীবনানন্দকে 'স্বরাজ' থেকে বরখাস্ত করেন মূল সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। নজরুল ইসলামের কাব্যসিদ্ধি বিষয়ে জীবনানন্দের মূল্যায়ন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের পছন্দ হয়নি। বরখাস্ত করার আগে তাঁর উদ্দেশে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> 'Journalism' তো জানেন না আপনি, Journalism -এর কী জানেন? কিছু জানেন না, শোনেন না ⋯ আমার কথার ওপর কথা বলবেন না ⋯ এটা সাহিত্য না, এটা প্রফেসরি না। সাহিত্যিকরা Prostitute'. [জীবনানন্দের দিনলিপি : নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-'৪৭]।

বরখাস্ত হওয়ার পর জীবনানন্দ একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বছর দু'য়েকের জন্যে আবার কর্মহীন হয়ে পড়েন জীবনানন্দ।

১৯৪৭-এর (২৪ শ্রাবণ ১৩৫৪) 'স্বরাজ সাময়িকী'তে জীবনানন্দ 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে জীবনানন্দের মূল্যায়ন এ রকম—

> 'রবীন্দ্র-প্রতিভার ভিতরে নিঃসংশয়ে দুইটি বিশিষ্ট দিক রয়ে গেছে। এই দুইটি ধারার অপূর্ব্ব সমন্বয়ই তাঁকে মানবসাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন দিয়েছে। যদি তাঁর সাহিত্যে লিরিক-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যেত তাহলে চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির চেয়ে তাঁকে কোনো শ্রেষ্ঠতর অভিধা দিতে শেষ পর্যন্ত—গীতিকবিতার রাজ্যে তাঁর অশেষ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমরা দ্বিধাবোধ করতাম। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভা শুধু স্বভাবজাত কল্পনামণীষায় গরীয়ান নয়, তাঁর প্রতিভার ভিতর এমন অলৌকিক ধীশক্তি ও তার নিপুণ প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা রয়েছে যে, এই দুইটি ধারার নিবিড় সামঞ্জস্য তাঁকে একজন অসাধারণ গীতিকবির শ্রেণী থেকে অলোকসামান্য বিশ্বকবির পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে।' ['বিভাব', জীবনানন্দ দাশ জন্মশত বর্ষ স্মরণ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ১২১]

প্রধানত জীবনানন্দ দাশের প্রণোদনায় ১৯৪৭ সালে 'স্বরাজ' পত্রিকার পুজোসংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার জন্যে পাঠানো ছাত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্প ফেরত দেন জীবনানন্দ। নারায়ণকে ডেকে এই গল্পকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করতে বলেন তিনি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষকের আদেশ মান্য করে এই গল্পকে উপন্যাসে রূপান্তর করেন এবং 'বৈতালিক' নাম দিয়ে 'স্বরাজে' জমা দেন। ওই নামে উপন্যাসটি পুজোসংখ্যা ১৯৪৭-এ বের হয়। 'স্বরাজ'-এর পুজোসংখ্যার জন্যে জীবনানন্দ যৌবনের বন্ধু অচিন্ত্যকুমারের কাছে

'একটি শ্রেষ্ঠ গল্প' পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন। লিখেছিলেন—

> 'সর্ব্বোচ্চ দক্ষিণা পঞ্চাশ টাকার কম হবে না। তোমাকে সর্ব্বোচ্চ দক্ষিণাই দেওয়া হবে।' [৩০.৭.৪৭ তারিখে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা পত্র। অচিন্ত্যকুমার তখন মুর্শিদাবাদের কান্দিতে মুন্সেফ]।

এ সময় জীবনানন্দ বাসস্থানের ঝঞ্ঝাটে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কন্যা মঞ্জু তখন ছুটু মাসি নন্দিনী ঘোষের কাছে বেড়াতে গেছে। ওই ৩০.৭.৪৭ তারিখে জীবনানন্দ মঞ্জুকে লিখলেন—

> 'কাকামণিরা ৩রা আগস্ট এ বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। আমরা আগস্ট মাসটা এ বাড়িতেই থাকবো। সম্প্রতি অন্য কোথাও বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি আগস্ট মাসের শেষের দিকে কলকাতায় ফিরতে পার।' [স্মৃতিচারণ, সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দৈনিক কবিতা, শুক্রবার, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, পৃষ্ঠা. ৩]।

জীবনানন্দ তখন থাকতেন ১৮৩ ল্যান্স ডাউন রোডের ভাড়াবাড়িতে।

দেশ বিভাগের কিছু আগে সপরিবারে জীবনানন্দ কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। জীবনানন্দের আত্মীয় পরিজনরাও একে একে দেশ ভাগের আগে-পরে চলে গেছেন কলকাতায়। অনেকেই তখন নিকটে-দূরে থাকেন। পণ্ডিতিয়া রোডে থাকেন দুই কাকা—ব্রহ্মানন্দ ও জ্ঞানানন্দ আর পিসিমা স্নেহলতা। কিড স্ট্রিট-এ খুড়তুতো ভাই—প্রেমানন্দের পুত্র অমলানন্দ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে যোগানন্দ কাকার মেয়ে বেলা সেন। অতুলানন্দের পুত্র অরুণানন্দ থাকেন সার্কুলার রোডে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য পরলোক গমন করেন। ১৩ মে ১৯৪৭ (২৯ বৈশাখ, ১৩৫৪) মঙ্গলবার সুকান্তের জীবনাবসান হয়। সুকান্ত যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ঠিক ২০ বছর ৯ মাস। মৃত্যুর আগে তাঁর একটি বইও প্রকাশিত হয়নি। দি বুকম্যান কোম্পানির প্রকাশনায় 'ছাড়পত্র' কাব্যটির কয়েকটি ছাপা পাতা মাত্র দেখে গিয়েছিলেন বন্ধু অরুণাচল বসুর চেষ্টায়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত সুকান্তের গ্রন্থগুলো হল—'ছাড়পত্র' (প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৫৪, উৎসর্গ: শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহমদকে, ভূমিকা: সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রচ্ছদ: সত্যজিৎ রায়), 'ঘুম নেই' (প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, ভূমিকা: সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রচ্ছদ: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়), 'পূর্বাভাস' (প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, ভূমিকা: বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রচ্ছদ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়), 'মিঠে কড়া' (প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৫৭, ভূমিকা: সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রচ্ছদ ও গ্রন্থমধ্যস্থ ২০টি রেখাচিত্র: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়), 'অভিযান' (প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, ভূমিকা: সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়), 'হরতাল' (প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৬৯, ভূমিকা: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়), 'গীতিগুচ্ছ' (প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭২, ভূমিকা: সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রচ্ছদ: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়)।

১৯২৬-এর ১৫ আগস্ট (৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩) রবিবার দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে মাতামহ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ৪২, মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়ির

দোতলার একটি ছোট্টঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় স্ত্রী সুনীতি দেবীর দ্বিতীয় পুত্র সুকান্ত। নিবারণচন্দ্রের আদিবাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে। সুকান্তর পূর্বপুরুষরা বংশ পরম্পরায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। শোনা যায়—তখনকার জনপ্রিয় লেখক মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' উপন্যাসের নায়ক সুকান্তের নামানুসারে জ্যাঠতুতো বোন রানীদি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নামকরণ করেন।

বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিখা' পত্রিকায় সুকান্তের প্রথম মুদ্রিত লেখা প্রকাশিত হয়। এটি গদ্য রচনা—বিবেকানন্দের জীবনী। ১৯৪১—১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সুকান্ত মার্কসবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৪ সালে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। জ্বর সারলেও শরীর ভাঙা অব্যাহত থাকে। শরীরের যত্ন নেননি তিনি কখনো। ১৯৪৬-এ গভীরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন সুকান্ত। ক্ষয়রোগ ধরা পড়ে।

মে মাসে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অকাল মৃত্যুতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় লেখেন—

'কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এটলী পার্লামেন্টের কমন্স সভায় ভারতবাসীর হস্তে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের সংকল্প ঘোষণা করেন।

ভারতে প্রচলিত পাঁচশ, একহাজার ও দশহাজার টাকার নোট বাতিল বলে ঘোষিত হল। লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করলে ভাইসরয় হলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

ভারত ও পাকিস্তানের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দানের ঘোষণা। ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত—দুটি রাষ্ট্রের জন্ম; কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের এবং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন হিন্দুস্থানের গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান এবং ভারতের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। স্যার সিরিল র‍্যাড ক্লিফের সভাপতিত্বে বাঁটোয়ারা কমিশন দ্বারা পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন এবং মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন। ঢাকায় তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। ট্রানজিস্টার আবিস্কৃত হয়।

এ বছর জন্মালেন সুব্রত রুদ্র, প্রদীপচন্দ্র বসু, অমিতাভ গুপ্ত, কৃষ্ণা বসু, আবুল হাসান, ফরহাদ মজহার, সেলিনা হোসেন, হুমায়ুন আজাদ।

মারা যান নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান আঁদ্রে জিদ্ (১৮৬৯—১৯৫১)। কথাসাহিত্যিক। ফ্রান্সের অধিবাসী।

প্রাইজ দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

'For his comprehensive and artistically significant writing

> in which human problems and conditions have been presented with a fearless love of truth and keen psychological insight'.

জিদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল — 'The Treatise of the Narcissus', 'The Attempt of Love', 'Saul', 'The Immoralist', 'Pastoral Symphony', 'The Counterfeiters'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশ পায় অজিত দত্তের 'পুনর্ণবা', বিষ্ণু দে'র 'সন্দ্বীপের চর' [কবিতার সংখ্যা: ৩৫, রচনাকাল: ১৯৪৪—১৯৪৭, উৎসর্গ: শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে, প্রকাশক: চিন্মোহন সেহানবীশ, কলকাতা], জসীম উদদ্‌ীনের 'রঙিলা নায়ের মাঝি', আহসান হাবীবের 'রাত্রিশেষ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চিহ্ন', 'আদায়ের ইতিহাস', গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান', নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাংলার নদনদী', মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি শ্রীমধুসূদন', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান'। 'অরণি' পত্রিকায় ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা, শিল্প সমালোচক ও লেখক রজের গারোদি রচিত নিবন্ধ 'Artist without Trousers'-এর বিষ্ণু দে কৃত 'উর্দিহীন শিল্পী' শীর্ষক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে সাম্যবাদীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

১৯৪৮। বয়স ৪৯ বছর

১৯৪৮-এ জীবনানন্দ দাশ পাকাপাকিভাবে বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। ১৯৪৮-এর ৮ এপ্রিল থেকে ৯ মে, মাসখানেক সময়ের মধ্যে লিখলেন 'জলপাইহাটি' উপন্যাসটি (১০টি খাতায় লেখা)। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসটি প্রথমে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় ১৯৮১ সালের জুলাই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে পরপর সতেরো কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। [দ্রষ্টব্য : 'জলপাইহাটি', সম্পাদক : দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রা. লি. ১৯৮৫]। আরো একটি উপন্যাস 'সুতীর্থ' মে মাসে শুরু করে জুন মাসে শেষ করলেন। [সূত্র : 'সুতীর্থ', জীবনানন্দ দাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৌষ ১৩৮৪]। এই জুন মাসেই লিখলেন 'মাল্যবান' নামে আরেকটি উপন্যাস। জুন মাসের ষোলো তারিখে শুরু করে বাইশ তারিখের মধ্যে তিনটি বাহাদুর এক্সারসাইজ খাতায় উপন্যাসটি লিখেছিলেন জীবনানন্দ। [সূত্র 'মাল্যবান', জীবনানন্দ দাশ, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ১৯৭৩]। মে-জুন মাসের প্রচণ্ড দাবদাহের দুপুরগুলোতে লেখা এই সব উপন্যাসের বর্ণনায় শীতঋতুর প্রাধান্য। এই বছরেই জীবনানন্দ আরো একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, নাম—'বাসমতীর উপাখ্যান' (১০টি এক্সারসাইজ খাতায় লেখা)। এই উপন্যাসটিই জীবনানন্দের বৃহত্তম গদ্য রচনা। [সূত্র : জীবনানন্দ সমগ্র (৫ম

খণ্ড), সম্পাদক : দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ পা. প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৯৫]

উপন্যাস বিষয়ে জীবনানন্দ তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ইংরেজিতে; নাম—'Bengali Novel Today', 'The Novel in Bengali' ও 'The Future of the Novel'. 'Bengali Novel Today' প্রবন্ধে তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সমকালীন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের একটি রেখাচিত্র তৈরি করেছেন 'The Novel in Bengali' প্রবন্ধে; আর 'The Future of the Novel' প্রবন্ধটি বিশ্ব-উপন্যাসের পটভূমিকায় রচিত।

২৫ ডিসেম্বর জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী (১৮৭৫—১৯৪৮) পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। মারা যান কলকাতায়, অশোকানন্দের ১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ-এর বাসস্থানে। মায়ের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ লেখেন—

> 'মা বেশি লেখবার সুযোগ পেলেন না। খুব বড় সংসারের ভেতর এসে পড়েছিলেন, যেখানে শিক্ষা ও শিক্ষিতদের আবহ ছিল বটে, কিন্তু দিনরাতের অবিশ্রান্ত কাজের ফাঁকে সময় করে লেখা—তখনকার দিনের সেই অসচ্ছল সংসারের একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠল না আর। কবিতাগুলোর চেয়ে কাজ ও সেবার সর্বাত্মকতার ভেতরে ডুবে গিয়ে তিনি ভালোই করেছেন হয়তো। তাঁর কাজকর্মের আশ্চর্য নিষ্ঠা দেখে সেই কথা মনে হলেও ভেতরের খবর বুঝতে পারিনি, কিন্তু তিনি আরো লিখলে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কিছু দিয়ে যেতে পারতেন মনে হয়।' ['আমার মা-বাবা', জীবনানন্দ দাশ, পৃ-১১]।

সাংসারিক অসচ্ছলতার মধ্যে মায়ের মৃত্যুতে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন জীবনানন্দ। এই বছরে লাবণ্য দাশ, দেশপ্রিয় পার্ক রোডে কমলা গার্লস স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেছিলেন। চাকরির মেয়াদ ছিল ১৯৪৮—১৯৪৯। কবি বিষ্ণু দে'র স্ত্রী প্রণতি দে (জন্ম. ১৯১১) তখন এই স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা ছিলেন।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে জীবনানন্দের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ **'সাতটি তারার তিমির'** প্রকাশিত হল (অগ্রহায়ণ ১৩৫৫)। প্রকাশক : আতাওর রহমান (১৯১৯—১৯৭৭), গুপ্ত রহমান অ্যান্ড গুপ্ত, পি-১৩, গনেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা। মুদ্রাকর : প্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা। বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদশিল্পী : সত্যজিৎ রায় (১৯২১—১৯৯২)। উৎসর্গ : হুমায়ুন কবির/বন্ধুবরেষু। মূল্য : আড়াই টাকা। ডিমাই ৬ + ৮০। কবিতার সংখ্যা : ৪০।

কবিতাগুলোর শিরোনাম :

১. আকাশলীনা, ২. ঘোড়া, ৩. সমারূঢ়, ৪. নিরঙ্কুশ, ৫. রিস্টওয়াচ, ৬. গোধূলি সন্ধির নৃত্য, ৭. যেই সব শেয়ালেরা, ৮. সপ্তক, ৯. একটি কবিতা, ১০.

অভিভাবিকা, ১১. কবিতা, ১২. মনোসরণি, ১৩. নাবিক, ১৪. রাত্রি, ১৫. লঘুমুহূর্ত, ১৬. হাঁস, ১৭. উন্মেষ, ১৮. চক্ষুস্থির, ১৯. খেতে প্রান্তরে, ২০. বিভিন্ন কোরাস, ২১. স্বভাব, ২২. প্রতীতি, ২৩. ভাষিত, ২৪. সৃষ্টির তীরে, ২৫. জুহু, ২৬. সোনালি সিংহের গল্প, ২৭. অনুসূর্যের গান, ২৮. তিমির হননের গান, ২৯. বিস্ময়, ৩০. সৌরকরোজ্জ্বল, ৩১. সূর্যতামসী, ৩২. রাত্রির কোরাস, ৩৩. নাবিকী, ৩৪. সময়ের কাছে, ৩৫. লোকসামান্য, ৩৬. জনান্তিকে, ৩৭. মকরসংক্রান্তির রাতে, ৩৮. উত্তর প্রবেশ, ৩৯. দীপ্তি, ৪০. সূর্যপ্রতিম।

কবিতাগুলো রচনাকাল : ১৯২৮ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত।

কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ভূমিকা ছাড়াই। এই গ্রন্থের জন্যে প্রকাশকের কাছ থেকে জীবনানন্দ একশত টাকা লেখক-সম্মানী হিসেবে পেয়েছিলেন। বই লিখে সম্ভবত এ-ই তাঁর প্রথম অর্থপ্রাপ্তি।

'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশিত হবার পর অশোক মিত্র (জন্ম. ১৯২৮) 'কবিতা' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৫৬) একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি 'বনলতা সেন'-পরবর্তী কাব্যধারার বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুরই অভিমতকে গ্রহণ করেন এবং 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের চরিত্রলক্ষণাদি সম্বন্ধে নিজের কয়েকটি উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসাকে ব্যক্ত করেন। অশোক মিত্র এই প্রবন্ধে 'সাতটি তারার তিমির' সম্বন্ধে লেখেন—

> 'আরও একজন কবি যিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন তিনি জীবনানন্দ বাবু। স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের সাহিত্যিক হাতেখড়ির দিনে তাঁর কবিতার বিস্ময়কর চিত্রময়তা কিংবদন্তীর মতো হয়ে উঠেছিল। গ্রাম্যবাংলা, বিশেষ করে বরিশাল-নোয়াখালীর নদীমাতৃক জীবন, তার পশুপাখি, আকাশপ্রান্তর এবং শস্যশম্পময় প্রকৃতির স্বাক্ষর বারবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। আবার এরই সঙ্গে জড়িত ছিল তাঁর অতি ভৌগোলিক অতি ঐতিহাসিক কল্পনা—যা প্রথম প্রথম সার্থক কবিতায় রূপায়িত হলেও অচিরেই প্রতীকী অরাজকতায় বিশৃঙ্খল করে দিল তাঁর কাব্য-সাধনাকে। ইদানীং আবার মনে হচ্ছে ফিরে আসছেন তিনি চিত্রকল্পের স্বাস্থ্যে এবং উপস্থিত জীবনকে গ্রহণ করেই তাঁর এই পুনরুত্থান ঘটেছে।' ['সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা', মনীন্দ্র রায়, সাহিত্যপত্র, কার্তিক ১৩৫৫, পৃ. ১৪৭-১৪৮]।

বুদ্ধদেব বসু লেখেন—

> 'He (Jibanananda Das) is important because he has brought a new note to our poetry, a new tone of feeling and has turned our ears to a subtle melody drawn from apparently conventional patterns of verse, for despite the metrical seductions of Modern Bengali, he has confined himself throughout to a single metrical norm, and that the oldest.' [Modern Bengali Poetry : An Acre of Green Grass].

দেশ বিভাগের পর হাবিবুল্লাহ বাহারের প্রচেষ্টায় পূর্বপাকিস্তান সরকার এ বছর থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে মাসিক দেড়শ' টাকা বিশেষভাতা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলা ভাষার দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা—ঘোষণা করলেন জিন্নাহ। পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘোষণা করলেন—'আমরা বাঙালি।'

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল হন।

গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করে নাথুরাম বিনায়ক গডসে নামক জনৈক মারাঠী যুবক, সূর্যাস্তের ঠিক আগে, দিল্লির বিড়লা হাউসে। বিনায়ক সাভারকরের অনুপ্রেরণায় গঠিত পুনার এক ব্রাহ্মণগোষ্ঠী এই হত্যার পরিকল্পনা করে। মুসলমানদের প্রতি হিন্দু-অত্যাচারের অভিযোগ তুলে গান্ধীর আমরণ অনশন ইত্যাদি অনেকে ভাল চোখে দেখেনি।

২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়।

নিজাম ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে ভারতীয় সৈন্য হায়দরাবাদ আক্রমণ করে। নিজাম আত্মসমর্পণে বাধ্য হন।

বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে। তেলআবিবে রাজধানী স্থাপন করে ইহুদিরা ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। মিশর, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন ও সৌদি আরব একযোগে ইসরায়েল আক্রমণ করে।

এ বছর মৃত্যুবরণ করেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, সঙ্গীতজ্ঞ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

আর জন্মালেন দীপক রায়, শম্ভু রক্ষিত, সেলিম আল দীন, হুমায়ূন আহমেদ।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮—১৯৬৫)। কবি, নাট্যকার ও সমালোচক। ইংল্যান্ডের অধিবাসী।

পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে কমিটি লেখেন—

> 'For his outstanding pioneer contribution to present-day poetry'.

তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখনীয় হল— 'The Waste Land', 'Poems 1920', 'The Hollow Men', 'Ash Wednesday', 'Four Quarters', The Elder Statesmen', 'Murder in the Cathedral'.

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকা : বের হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'প্রাচীন প্রাচী', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ঘুম নেই', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফেরারী ফৌজ', মনীন্দ্র রায়ের 'সেতুবন্ধের গান', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণ', জসীম উদ্‌দীনের 'এক পয়সার বাঁশি', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী-২য় খণ্ড', যতীন্দ্রনাথের 'ত্রিযামা'।

জানুয়ারি মাসে জে.জি. প্রোডাকশনের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ ছায়াচিত্রের জন্যে চুক্তি সই হয়। মে মাসের বোম্বাইয়ের কুতুব পাবলিশার্স প্রকাশ করে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত প্রথম ইংরেজি অনুর্বাদ ‘Boatman of the Padma’. এছাড়া প্রকাশিত হয় দুটো গল্পগ্রন্থ—‘ছোটবড়’ এবং ‘মাটির মাশুল’।

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের সম্পাদনায় ১৯৪৮-এর গোড়ায় কলকাতায় একটি মাসিক পত্রিকা বেরোল। এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন ছিল এরকম—

> ‘বড়োদের পড়বার, ছোটদের দুধ গরম করবার একমাত্র মাসিক।’

‘সাহিত্যপত্র’ নামের ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশ। সম্পাদক: চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৯৪৯। বয়স ৫০ বছর

জীবনানন্দের বেকারজীবন অব্যাহত। এ সময় বরিশালের স্মৃতি তাঁর মনকে উদ্বেলিত করছে—আনন্দে, বিভোরতায়। বন্ধু অচিন্ত্যকে এসময় তিনি লেখেন—

> ‘তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে আমার বরিশালের সেইসব দিনের কথা মনে পড়ছে, যখন তোমাদের একটার পর একটা চিঠি হাতে আসত; উত্তর দিতাম, প্রত্যাশা করতাম। তখনকার দিনের বরিশাল আজকের চেয়ে প্রায় সব দিক থেকে ভালো ছিল। ⋯ আমি বিশেষ কোনো কাজ করছি না আজকাল। লিখে, পড়িয়ে, অল্পসল্প রোজগারে চলে যাচ্ছে। একটা চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, reference চেয়েছিল—তার ভেতর তোমার নামও দিয়েছি, ও-সব চাকরী হবে না। সব ছেড়ে শুধু লিখে যেতে পারলে ভালো হত। সেটা অনেক দিন থেকেই সম্ভব হচ্ছে না।’ [‘জীবনানন্দের একটি জরুরি চিঠি’, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ‘পূর্ব্বাশা’, ফাল্গুন ১৩৭২]।

১৯৪৮ সালে তদানীন্তন ঢাকা জেলার হিন্দু-প্রধান কলেজ মানিকগঞ্জ কলেজ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়। এই কলেজেরই অধ্যাপকগণ ইতিহাসবিদ্ হিমাংশুভূষণ সরকারের নেতৃত্বে খড়গপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে। এখানে ইংরেজি বিভাগে একজন মাত্র অধ্যাপক ছিলেন—সরোজকুমার ভট্টাচার্য। আর একজন অধ্যাপকের প্রয়োজন হলে জীবানন্দ আবেদন করেন। জীবনানন্দের আবেদনে কলেজ কর্তৃপক্ষ সাড়া দেন। কলেজে যোগদানের আগে একদিন এসে কলেজের পরিবেশ দেখেও যান জীবনানন্দ। তখন নিজের থাকার জন্যে আলাদা একটি ঘরের আবেদনও করেন।

এ বছর নিম্নোক্ত পত্রিকায় ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যের আলোচনা বেরোয়—

ক) 'কবিতা', পৌষ ১৩৫৬। লেখক : অশোক মিত্র।

খ) 'দৈনিক যুগান্তর', ৩ এপ্রিল ১৯৪৯।

৭ ফেব্রুয়ারি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় টালিগঞ্জের বাড়ি বিক্রি করে দেয়ার দুদিন আগেই পরিবারসহ বরানগরের গোপাললাল ঠাকুর রোডের এক ছোট ভাড়াবাড়িতে উঠে যান এবং বাকি জীবন সেখানেই কাটান। বাড়ি বিক্রির টাকা পুত্রদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে পিতা ধনাঢ্য পুত্রদের গলগ্রহ হয়ে পড়লে ডিসেম্বর মাসে মানিক তাঁর পিতাকে নিজের দু'কামরার অপরিসর ভাড়াগৃহে নিয়ে যান। এই গৃহেই তাঁর পিতা অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করেন মানিকের অকালমৃত্যু। মানিকের মৃত্যুর দু'বছর পরে আটাশি বছর বয়সে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন।

'দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার'-এর প্রকাশ। পূর্ব পাকিস্তানের নানা কারাগারে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। আওয়ামী লীগ-প্রেসিডেন্ট মাওলানা ভাসানী গ্রেপ্তার।

জাতিসংঘের প্রতিনিধি র‍্যালফ্ বুশে আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনে কৃতকার্য হন।

লিবিয়া নামক এক স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৯-এ পরলোক গমন করলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, ১৯১১ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী মরিস মেতারলিঙ্ক ও ১৯২৮ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী এস. উন্দসেৎ।

জন্মালেন পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, তুষার চৌধুরী, প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ, মুহম্মদ নূরুল হুদা।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান উইলিয়াম ফক্‌নার (১৮৯৭—১৯৬২)। ঔপন্যাসিক। আমেরিকান।

পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটি ফক্‌নার সম্পর্কে লেখেন—

> 'For his powerful and artistically unique contribution to the modern American Novel'.

ফক্‌নারের বই—'The Marble Faun'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : এ বছর প্রকাশিত হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রকূট', নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী', বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস-১ম খণ্ড', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে'। জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'।

১৯৫০। বয়স ৫১ বছর

১৯৫০ সালের ২ সেপ্টেম্বর জীবনানন্দ দাশ খড়্গপুর কলেজে যোগদান করেন। তাঁর বেতন ছিল ৫০-৬০ টাকা। সিলভার জুবিলি ইন্সটিটিউটের পাশের ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে জীবনানন্দের থাকার ব্যবস্থা হয়। জীবনানন্দ সকাল ও রাতের ক্লাসের সময় ছাড়া সারাক্ষণ নিজের ঘরে দরোজা বন্ধ করে থাকতেন। ওই ছাত্রাবাসের পরিচালক ছিলেন কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক পুলিনবিহারী পাল। পুলিনবাবু ছাড়া সাধারণত আর কারও ডাকে জীবনানন্দ দরোজা খুলতেন না। কলকাতা থেকে আসা যাওয়া করতেন জীবনানন্দ। ক্লাসের জন্যে একটানা কয়েকদিন থাকতেন খড়্গপুরে। মঞ্জুশ্রী তখন তমলুকে, কলকাতায় থাকেন লাবণ্য আর সমরানন্দ। সুতরাং প্রতি সপ্তাহের শেষে জীবনানন্দকে কলকাতায় আসতেই হয়। কিন্তু এই সময়েও জীবনানন্দের আর্থিক অবস্থা সুবিধের ছিল না। এ অবস্থায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে অকপটে হাত পাতেন তিনি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দকে 'জীবনবাবু' বলে সম্বোধন করতেন। ১৬.৬.৫০ তারিখে জীবনানন্দ সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখেন—

> "আশা করি ভাল আছেন। বেশি ঠেকে পড়েছি, সেজন্য বিরক্ত করতে হল আপনাকে। এখুনি চার/পাঁচশ টাকা দরকার, দয়া করে ব্যবস্থা করুন। লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ করে দেব, না হয় ক্যাশে। ক্যাশে শোধ করতে গেলে ছ'সাত মাস (তার বেশি নয়) দেরি হতে পারে।' ['পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই', সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'পূর্ব্বাশা', ফাল্গুন ১৩৯২]।

দুর্ভাগ্যের বিষয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দকে কোনোরূপ সাহায্য করতে পারেননি। কারণ, তখন তিনি নিজেই কঠিন অর্থসংকটে ছিলেন।

১৯৫০-এ কলকাতায় 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র' নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। সভাপতি আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬—১৯৮২)। সহ-সভাপতি দু'জন—জীবনানন্দ দাশ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬—১৯৭৫)। ২২ জানুয়ারি এই প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় সিনেট হলে। উদ্বোধন করেন সোসালিস্ট নেতা আচার্য নরেন দেও। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বাধীন চর্চার একটা বাতাবরণ গড়ে তোলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জীবনানন্দ উপস্থিত ছিলেন না। বাণী পাঠিয়েছিলেন। বাণীটির কিয়দংশ একরম—

> "সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র' একদিকে সমাজ ও জনতার বিমূঢ় উপেক্ষা ও অন্যদিকে রাষ্ট্র ইত্যাদির অন্যায় ও অবোধ কর্তৃত্বের হাত থেকে সাহিত্যকে যথাসম্ভব মুক্ত করবার কাজে ধৈর্য, জ্ঞান ও বিনয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। আপনাদের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।' ['সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র' : বর্ষ পরিক্রমা, 'দ্বন্দ্ব', চতুর্থ

বর্ষ, শারদীয় ১৩৫৭, পৃ. ২৭২]।

এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আর যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন দিনেশ দাস (১৯১৫—১৯৮৫), অম্লান দত্ত (জন্ম. ১৯২৪), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম. ১৯২৪), নারায়ণ চৌধুরী (১৯১২—১৯৯১), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০—১৯৮৫) প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ জনমানসে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে 'দ্বন্দ্ব' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এঁরা। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ থেকে এই পত্রিকা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। নবপরিকল্পিত পত্রিকাটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন তিনজন—জীবনানন্দ দাশ, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রথম দুটি সংখ্যায় আইয়ুব-এর নাম সম্পাদকের মধ্যে প্রথম এবং মাঝে জীবনানন্দের নাম প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ এই ক্রমোল্লেখে সন্তুষ্ট ছিলেন না বলে তৃতীয় সংখ্যা থেকে সর্বপ্রথমে জীবনানন্দের নাম মুদ্রিত হয়।

'দ্বন্দ্বে'র শারদীয় সংখ্যায় (চতুর্থ বর্ষ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) জীবনানন্দের 'আধুনিক কবিতা' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ সময় জীবনানন্দ আঁদ্রে জিদ্‌ (১৮৬৯—১৯৫১), টমাস মান (১৮৭৫—১৯৫৫), এলিয়ট (১৮৮৮—১৯৬৫), অল্ডাস হাক্সলি (১৮৯৪—১৯৬৩)-এর মতো বিদেশি সাহিত্যিকদের গ্রন্থের পাশাপাশি নিরঞ্জন মজুমদার (১৯২০—১৯৭৫) ও কৃষ্ণধর (জন্ম. ১৯২৮) -এর বইয়ের আলোচনা লিখেছেন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়। 'স্টেটস্‌ম্যান', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্য সংস্করণে সমকালীন বাংলা কবিতা ও উপন্যাস নিয়ে নিবন্ধ লিখেছেন তিনি।

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশ।

শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইলা মিত্রের নেতৃত্বে নাচোলে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থরক্ষার্থে 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় দিল্লীতে। রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের ওপর গুলি চালালে ৭ জন নিহত ও ৩১ জন আহত হয়।

কমিউনিস্টদের ওপর সরকারি পীড়নের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। মানিকের কমিউনিস্ট-সংশ্লিষ্টতার কারণে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা ও পত্রিকা তাঁর লেখা ছাপা বন্ধ করে দেয়। ফলে লেখালেখির আয়ের ওপর নির্ভরশীল মানিক দারুণ অর্থকষ্টের শিকার হন।

সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী' উপন্যাসের জন্যে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান। ড. নীহার রঞ্জন রায়ও 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব'-এর জন্যে 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' ভূষিত হন।

এ বছর উল্লেখনীয় জন্মগ্রহণকারীরা হলেন রনজিৎ দাশ, নিশীথ ভড়, সৈয়দ কওসার জামাল, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, অরণি বসু, শাহরিয়ার কবির।

পরলোক গমন করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, ১৯২৫ সালে নোবেল জয়ী জর্জ বার্নার্ড শ', মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন বারট্রান্ড রাসেল (১৮৭২—১৯৭০)। দার্শনিক। ইংল্যান্ডের অধিবাসী।

পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে কমিটি লেখেন—

> 'In recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought'.

রাসেলের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল— 'Principles of Mathematics', An Introduction of Mathematical Philosopy', 'Road of Freedom'.

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশ পায় বিষ্ণু দে'র 'অন্বিষ্ট', অলোক সরকারের 'উতল নির্জন', আকবর হোসেনের 'অবাঞ্ছিত', আসহাব উদ্দীন আহমদের 'ধার', গোপাল হালদারের 'অন্যদিন' এবং 'আর একদিন'। জুলাই মাসে প্রকাশ পায় মানিকের 'জীয়ন্ত' উপন্যাস। জগদীশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বের হয় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বসুমতী সাহিত্য মন্দির বের করে 'মানিক গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ'।

১৯৫১। বয়স ৫২ বছর

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের বি.টি পড়বার জন্যে ভর্তির অনুমতি চাইলেন লাবণ্য দাশ স্বামী জীবনানন্দের কাছে। জীবনানন্দ রাজি হলেন না। তবু সাংসারিক অসচ্ছলতা দূর হবে বিবেচনায় লাবণ্য ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হলেন। কোর্স (১৯৫০—'৫১) শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে এনজাইনা রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন লাবণ্য। ১৯৫১-এর জানুয়ারির শেষের দিকে খড়্গপুর কলেজের একটা ছুটিতে কলকাতায় এলেন জীবনানন্দ। তখন স্ত্রীর অসুস্থতার বাড়াবাড়ি। আরো কিছুদিন থেকে গেলেন ছুটির আবেদন করে। সে ছুটির মধ্যে লাবণ্য ভাল হলেন না। এ জন্যে আরো কিছুদিনের ছুটি চাইলে খড়্গপুর কলেজ তা মঞ্জুর করেনি। উপরন্তু, ১৫ ফেব্রুয়ারিতে কলেজ থেকে জীবনানন্দকে বরখাস্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং কলেজের আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ জীবনানন্দের পদটি বাতিল করে।

খড়্গপুর কলেজের চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেও কলেজ-কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁর প্রাপ্য বেতন পুরোপুরি মিটিয়ে দেয়নি। ওই কলেজে তাঁর সহকর্মী ছিলেন পুলিনবিহারী পাল। ৩১.৫.৫১ তারিখে জীবনানন্দ তাঁকে একটি পত্র লেখেন। পত্রের কিছু অংশ এ রকম—

> 'আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। বড়ই বিপদের ভিতরে আছি। খড়্গপুর কলেজ থেকে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মোট ত্রিশ টাকা মাত্র পেয়েছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসে যে কাজ করেছিলাম, সে-পাওনা আজ পর্যন্ত পাইনি। আমার পদটি বাতিল হলে—খড়্গপুর কলেজ

> থেকে কয়েক মাসের অন্ততঃ পুবের মাইনে না পেলে—এ দুর্দিনে কিছুতেই টিকে থাকতে পারব না। গত আগস্ট মাসে আমি দিল্লি কলেজের পাকা কাজ ও কলকাতার নানা সুযোগ-সম্ভাবনা ছেড়ে দিয়ে খড়্গপুর কলেজের চাকরি ভালো ও স্থায়ী এই পূর্ণ বিশ্বাসে এই কলেজে যোগ দেব স্থির করে সেপ্টেম্বরের প্রথমেই যোগ দিয়েছিলাম।' ['যে কবি দেখেছিলেন বাংলার মুখ', দীপক কর, 'ধানসিঁড়ি', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০]।

কর্মহীন বেকার জীবন চলছে জীবনানন্দের। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুদিন ব্যবসা করেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ছোট ভাই অশোকানন্দের কাছ থেকে কিছু টাকা ধারও করেছিলেন। ব্যবসাসংক্রান্ত নানা উদ্যোগের মধ্যে ছাতার ডাঁটের জন্যে বেত আমদানির চিন্তাও ছিল। এই সময় ঊষারঞ্জন দাশগুপ্ত (জন্ম. ১৯০৯) জীবনানন্দকে একটা অর্থকরী ব্যবস্থায় থিতু করবার জন্যে ইন্সিয়োরেন্সের দালাল বানাতে চেয়েছিলেন। ঊষারঞ্জন ছিলেন জীবনানন্দের মামাতো বোন লাবণ্যপ্রভার দেবর। ইনি 'বরিশাল সেবা সমিতি'র প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন। লাইফ ইন্সিয়োরেন্সের বিশিষ্ট এজেন্ট ছিলেন তিনি। তিনি জীবনানন্দকে ইন্সিয়োরেন্সের দালাল বানাতে নরমে গরমে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু জীবনানন্দ ব্যর্থ ছাত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন। দুঃসহ বেকার জীবন। অর্থলাভের আশায় বাসা sublet দিয়েছেন সুরুচি মজুমদার নামক এক বিধবাকে। নিতান্তই আর্থিক সুরাহার জন্যে মহিলাটিকে তিনি sublet দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই মহিলার ঘরেই রাত্রির বিশেষ প্রহরে মদ্যপান, গান-বাজনা, হৈ-হল্লা হতো। এতে জীবনানন্দের বাসস্থানের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত মানসিক অশান্তি ভোগ করেন।

চারুচন্দ্র কলেজে মর্নিং সেকশনে অধ্যাপকের চাকরির জন্যে আবেদন করলেন। সুযোগ পেলেই যে কোনো পরিচিত ব্যক্তিকে একটা চাকরির জন্যে অনুরোধ করেন। প্রাক্তনছাত্র—তখনকার সিটি কলেজের অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সেই কলেজে একটা চাকরি করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেন; এও বলেন—নারায়ণের চেয়ে তাঁর বেতন ৫ টাকা অন্তত যাতে বেশি হয়। কিন্তু নারায়ণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলে তিনি জীবনানন্দকে চাকরি ক্ষেত্রে কোনো সাহায্য করতে পারেননি।

ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন সহকর্মী, দমদম মতিঝিল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে তাঁর কলেজে একটা চাকরি দেয়ার জন্যে বিনীত অনুরোধ জানান জীবনানন্দ। সে-সময়ে পুরনো সহকর্মীকে এ কথাও বলেছিলেন, যে আত্মজীবনীটি জীবনানন্দ এখন লিখছেন, তাতে তাঁকে অমর করে রাখবেন। তা সত্ত্বেও এ কলেজে তাঁর চাকরি হয়নি।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার কমিউনিটি ডেভলপমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারী অনিল বিশ্বাসকে একটি পত্রে (২৩.১১.৫১) লিখলেন—

> 'আমি আজকাল মুস্কিলের ভেতরে আছি, কাজ খুঁজছি। কলকাতায়

> কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কিছু Suggest করতে পারেন? কালকের কাগজে দেখলাম Jangipur College-এ (Murshidabad) একজন ইংরেজির লেকচারার চায়। আমার বর্তমান অবস্থা এমন হয়েছে যে ওসব জায়গায় এ ধরনের কাজেও যেতে দ্বিধা করলে চলবে না। আপনি তো মুর্শিদাবাদে আছেন। হয়তো কিছু করতে পারেন।' ['জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত']।

এ রকম বেকার জীবনপর্বে রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য সত্যেন ব্যানার্জী আই.সি.এস-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ অবনীমোহন কুশারীর ঘরে অচৈতন্য হয়ে পড়েন জীবনানন্দ।

বুদ্ধদেব বসু লেখক হিসেবে পেশাদারিত্বে বিশ্বাস করতেন। অন্যদিকে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করেও জীবনানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তির চিন্তা জড়াতে দ্বিধা করতেন। সুরজিৎ দাশগুপ্ত (জন্ম. ১৯৩৬) 'জলার্ক' পত্রিকার জন্যে বুদ্ধদেব বসুর কাছে লেখা চাইতে গেলে তিনি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখার জন্যে পৃথক দর উল্লেখ করেন। জীবনানন্দের কাছে তাঁর লেখার সম্মানীর পরিমাণ জানতে চাইলে জীবনানন্দ ২.১১.৫১ তারিখে সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লেখেন—

> 'একটি কবিতার জন্যে সম্মানমূল্য আমি সাধারণত ২৫/৩০ থেকে ৫০ পর্যন্ত পাই। তোমরা ২০ দাও না, আমি সময় করে ভালোভাবে নতুন কবিতা লিখে পাঠাই। লেখার জন্যে সময় ও সাধনা দরকার, গদ্যের চেয়ে কবিতায় বেশি।' ['জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ', পৃ. ৬৩]

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হলেন গোলাম মুহম্মদ, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। কুমিল্লায় শিক্ষক সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘোষণা করলেন—

> 'বাংলাভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব।'

'দৈনিক সংবাদ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। জমিদারি প্রথার বিলোপ হয়। আততায়ীর গুলিতে লিয়াকত আলী খান নিহত হন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন।

এ বছর জন্মালেন বীতশোক ভট্টাচার্য, মুনতাসীর মামুন।

আর মারা গেলেন আঁদ্রে জিদ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথেশ বড়ুয়া, লেডি অবলা বসু, এস. ওয়াজেদ আলি, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, কায়কোবাদ, ১৯৩০ সালে নোবেলজয়ী সিনক্লেয়ার লিউইস।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন পার লাগেরকিস্ট (১৮৯১—১৯৭৪)। কবি ও কথা সাহিত্যিক। সুইডেনের অধিবাসী।

পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For the artistic vigour and true independence of mind with which he endeavours in his poetry to find answer to the eternal questions connecting mankind'.

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'The Art of Words and the Pictorial Arts', 'Motifs', 'Verbal Art and Pictorial Art', 'On the Decadence of Modern Literature'.

এ বছর 'ইছামতী'র জন্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'Ancient Indian Life' গ্রন্থের জন্যে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান।

প্রকাশিত গ্রন্থ : বের হয় সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'মিঠেকড়া', অজিত দত্তের 'ছায়ার আলপনা', দিনেশ দাসের 'দিনেশ দাসের কবিতা', মনীন্দ্র রায়ের 'অন্যপথ', নরেশ গুহের 'দুরন্ত দুপুর', জসীম উদ্‌দীনের 'মাটির কান্না', বনফুলের 'স্থাবর', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস-২য় খণ্ড', মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'। প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি উপন্যাস—'পেশা' (পূর্বনাম: 'নবীন ডাক্তারবাবু'), 'সোনার চেয়ে দামী' (প্রথমখণ্ড: 'বেকার'), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (পূর্বনাম: 'নগরবাসী') এবং 'ছন্দপতন' (পূর্বনাম : 'কবির জবানবন্দী')।

১৯৫২। বয়স ৫৩ বছর

১৯৪৩-এর ৩০ অক্টোবর সুকুমার রায় (১৮৮৭—১৯২৩)-এর জন্মতিথি উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে 'সিগনেট প্রেসের' সূচনা হয়। ১৯৫২ সালে প্রধানত নরেশ গুহ (জন্ম. ১৯২৩)-এর উদ্যোগে জীবনানন্দের পুরনো কাব্যগ্রন্থগুলি যা দীর্ঘকাল বাক্সবন্দি হয়ে পড়েছিল, সিগনেটের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। পুরাতন কবিতার বইগুলো দ্রুত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দেখে জীবনানন্দ অভিভূত হয়ে পড়েন।

জীবনানন্দ দিলীপকুমারকে লিখেছিলেন—

> 'অনেকদিন থেকেই ভেবেছি সিগনেট প্রেস আমার একটি নতুন কবিতার বই বার করলে ভালো হয়; আপনারা এখন হয়তো নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত, পরে—অবসর মতো বার করলে আনন্দিত হবো।' ['চিঠির ফাইল', 'বিভাব', দিলীপকুমার গুপ্ত, শীত ১৩৮৬, পৃ. ৪৮]।

নরেশ গুহ তখন সিগনেটের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। নরেশ গুহের তত্ত্বাবধানে এবং নির্বাচনে 'বনলতা সেন'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিল সিগনেট প্রেস। কবিতা নির্বাচনে জীবনানন্দও নরেশ গুহকে সহায়তা করেছিলেন। এই প্রেস থেকে 'বনলতা সেন' বহু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হল (শ্রাবণ ১৩৫৯)।

'বনলতা সেন' : দ্বিতীয় সংস্করণ [প্রথম সিগনেট সংস্করণ], শ্রাবণ ১৩৫৯ (১৯৫২)। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। মুদ্রাকর : প্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন। প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়। প্রচ্ছদপট মুদ্রক : গণেশ অ্যান্ড কোম্পানি, ৭/১ গ্রান্ট লেন। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : দুই টাকা। ডিমাই ৮ পেজি, পৃ. ৮৩। কবিতার সংখ্যা : ৩০।

কবিতার শিরোনাম :

১. বনলতা সেন, ২. কুড়ি বছর পরে, ৩. হাওয়ার রাত, ৪. আমি যদি হতাম, ৫. ঘাস, ৬. হায় চিল, ৭. বুনো হাঁস, ৮. শঙ্খমালা, ৯. নগ্ন নির্জন হাত, ১০. শিকার, ১১. হরিণেরা, ১২. বিড়াল, ১৩. সুদর্শনা, ১৪. অন্ধকার, ১৫. কমলালেবু, ১৬. শ্যামলী, ১৭. দুজন, ১৮. অবশেষে, ১৯. স্বপ্নের ধ্বনিরা, ২০. আমাকে তুমি, ২১. তুমি, ২২. ধান কাটা হয়ে গেছে, ২৩. শিরীষের ডালপালা, ২৪. হাজার বছর শুধু খেলা করে, ২৫. সুরঞ্জনা, ২৬. মিতভাষণ, ২৭. সবিতা, ২৮. সুচেতনা, ২৯. অঘ্রাণ প্রান্তরে ৩০. পথহাঁটা।

কবিতাগুলোর রচনা কাল : ১৩৩২ থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ।

সিগনেট প্রেস কর্তৃক প্রচারিত 'টুকরো কথা'য় 'বনলতা সেন' কাব্যের বিজ্ঞাপন লেখা হয় এভাবে—

> "জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন'। আধুনিক বিখ্যাতদের মধ্যে নির্জনতম কবি জীবানন্দ দাশ এবং 'বনলতা সেন'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। প্রায় দশ বছর আগে বারোটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এই বই বৃহত্তর পাঠক মহলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাঁকে। এবার ত্রিশটি কবিতা নিয়ে বর্ধিত কলেবরে সিগনেট সংস্করণ ছাপা হল।" ['পূর্ব্বাশা'য় প্রকাশিত সিগনেট প্রেসের বিজ্ঞাপন']।

বইটি হাতে পেয়ে জীবনানন্দ আনন্দিত হয়েছিলেন। সে কথাই জানিয়েছিলেন তিনি প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্তকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বইটির প্রচ্ছদটি তাঁর একেবারেই ভাল লাগেনি। বইটি হাতে পেয়ে বোন সুচরিতাকে বলেছিলেন—

> 'এই বই-এর প্রচ্ছদটা কেমন হয়েছে বলত? আমার কিন্তু একেবারেই ভাল লাগেনি। আমি রাজকুমারী অমৃতকুমারীকে ভেবে এই সব কবিতা লিখেছিলাম নাকি?' [কাছের জীবনানন্দ, পৃ. ১৭৯]।

নভেম্বর মাসে জীবনানন্দ বরিষা কলেজে (বর্তমানে বরিষা বিবেকানন্দ কলেজ) অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। মাত্র চার মাস লিভ ভ্যাকেন্সিতে অধ্যাপনার কাজ। ভ্রাতৃবধূ নলিনীর সহপাঠিনী লেখিকা বাণী রায়ের দাদা

সুশীলকুমার রায় তখন বরিষা কলেজের অধ্যক্ষ। মূলত, তিনিই জীবনানন্দকে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

নভেম্বর থেকে লাবণ্য দাশ পার্ক সার্কাসের কাছে শিশু বিদ্যাপীঠে (বর্তমানে শ্রীমতী জহর নন্দী স্কুল) শিক্ষিকা পদে যোগদান করেন। লাবণ্যের এই চাকরির সুবাদে সংসারের আর্থিক অনটন কিছুটা কমে আসে।

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকায় জীবনানন্দের দুটো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ দু'টো হল—'শিক্ষার কথা' (১৪ ভাদ্র ১৩৫৯) ও 'শিক্ষা দীক্ষা' (২১ ভাদ্র ১৩৫৯)। ১৯৫২ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা-আন্দোলন হয়। জীবনানন্দ তার দ্বারা উদ্বোধিত ও আন্দোলিত হয়েছিলেন। লিখেছিলেন এক অসাধারণ প্রবন্ধ—'বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।' 'দেশ' পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

সুচরিতা দাশের মাধ্যমে তরুণ ডাক্তার-ছাত্র ভূমেন্দ্র গুহের সঙ্গে জীবনানন্দের পরিচয় ঘটে।

এ বছর জীবনানন্দ বিষয়ে যে আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তা এ রকম—

মণীন্দ্র রায় (জন্ম. ১৯১৯)

> 'এরই অন্য চেহারা দেখি আমরা অজিত দত্তের রূপকথা-আবহাওয়ার কবিতাগুলিতে এবং জীবনানন্দ দাশের গ্রাম্য পরিবেশের কাব্যরূপে। প্রথমোক্ত কবির ক্ষেত্রে প্রেম ও প্রেমিকাকে নিয়ে যে কাল্পনিক জগৎ তৈরি হয় তা ভবিষ্যতের প্রতীক নয়, অতীতের দীর্ঘশ্বাস। জীবনানন্দ দাশের গ্রামীণ পটভূমিতে আশ্রয় নেওয়ার মূলেও আসলে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার তাগিদই বর্তমান।' ['প্রগতিশীল বাংলাকবিতার ঐতিহ্য ও দায়িত্ব', মণীন্দ্র রায়, 'সীমান্ত', চৈত্র ১৩৫৯, পৃ. ৩৭]

অরুণ ভট্টাচার্য (জন্ম. ১৯২৫)

> 'বাস্তববাদী অথবা ভাববাদী, রোমান্টিক অথবা ক্লাসিক, জীবনানন্দ দাশ মূলতঃ কোন জাতের কবি, এ তর্ক উপস্থাপিত না করে একথা স্বীকার করে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে কাব্যের রূপ যদি ছবি ও গানের যথার্থ সমন্বয় সাধনে প্রকাশ পায়, তবে তিনি কবি।' ['পুস্তক পরিচয়', অরুণ ভট্টাচার্য, 'উত্তরসূরী', আশ্বিন ১৩৫৯, পৃ. ৩১২]।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম. ১৯২৬)

> 'বস্তুতঃ তাঁকে(জীবনানন্দ দাশ), বুদ্ধদেবকে অনুসরণ করে হেমন্তের কবিই বলা চলে। যে বিষণ্ণতা তাঁর মূলধন, যে স্তিমিত নিদ্রাচ্ছন্নতায় তিনি ভ্রান্তিবিলাসী, হেমন্তের আধ-আধ কুয়াশা এবং শ্রান্ত প্রকৃতিই তার যোগ্য প্রতীক। শীত, বসন্ত, হেমন্ত, পাতার বিবর্ণতা, হলুদ খড় শুধু অনিবার্য অবসানের নয়, একটা কালের রিক্ততার চিত্রবহ হয়ে এল আমাদের কাছে। তাৎকালিক পৃথিবীর গতিপ্রকৃতি ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সংকটকে না বুঝে এবং শ্রেণীশক্তির পারস্পরিকতার দিকে পিছু ফিরে দেখেও না দেখে তিনি এক স্বেচ্ছাচারী আলস্যের গায়ক হয়ে থাকলেন।' [জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সীমান্ত', চৈত্র ১৩৫৯, পৃ. ৩৭]

কলকাতায় কাজী আবদুল ওদুদের সাধারণ সম্পাদকত্বে 'নজরুল সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির উদ্যোগে চিকিৎসার জন্যে নজরুলকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। চারমাস পর যথাপূর্বং অবস্থায় সেখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়।

ঢাকায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সমর্থন ঘোষিত হয়। ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার-লাইব্রেরি হলে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগাম কমিটি' গঠিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনরত রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার ও অহিউল্লা গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। ২২ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশ আবার গুলি চালায়, তাতে সফিকুর রহমান শহীদ হন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়। হায়দ্রাবাদে সোহ্‌রাওয়ার্দির ঘোষণা—

> 'যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তদনুসারে উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

প্রথম শহীদ মিনার ধ্বংস করে পুলিশ। পূর্বপাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছর জন্মালেন দেবাশিস বসু, একরাম আলী, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ দাশ, সনৎ দে, মাসুদুজ্জামান, আবিদ আজাদ, দাউদ হায়দার, বিমল গুহ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শিহাব সরকার।

আর পরলোকে গেলেন মোহিতলাল মজুমদার, বসন্তরঞ্জন রায়বিদ্বল্লভ, পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেল জয়ী ন্যুট হ্যামসুন।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক (১৮৮৫—১৯৭০)। ঔপন্যাসিক। ফ্রান্সের অধিবাসী।

তাঁকে পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For the deep spiritual insight and the artistic intensity with which he has in his novels penetrated the drama of human life'.

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল—'Flesh and Blood', 'Questions of Precedence', 'The Desert of Love', 'The End of the Night', 'The River of Fire'.

এ বছর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' এবং ড. কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ 'ভারতের বনৌষধি' গ্রন্থের জন্যে।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশ পায় শাহেদ আলীর 'জিবরাইলের ডানা', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'অপ্রেম ও প্রেম', ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা', ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী-৩য় খণ্ড', শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনী', 'ময়ূর কণ্ঠী', তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'। বিষ্ণু দে'র 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। [প্রবন্ধের সংখ্যা: ১৮, উৎসর্গ: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ: দিলীপকুমার গুপ্ত, কলকাতা]।

বের হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'সোনার চেয়ে দামী' (দ্বিতীয় খণ্ড: 'আপোষ'), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' এবং সার্বজনীন'। বসুমতী সাহিত্য মন্দির বের করে 'মানিক গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড'।

১৯৫৩। বয়স ৫৪ বছর

ফেব্রুয়ারি মাসে বরিষা কলেজের চাকরিটা চলে যায়। এ সময় ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হন জীবনানন্দ। শরীরে ও মনে ভয়ানক অবসাদ। রক্তচাপজনিত মানসিক দৌর্বল্য তাঁকে বিপন্ন করে তোলে। চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

ডায়মন্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজে অধ্যাপনার জন্যে আবেদন করেন। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধার কথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত এ কলেজে চাকরি গ্রহণ করেননি। পরে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক গোপালচন্দ্র রায় (জন্ম. ১৯১৬)-এর সহযোগিতায় জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজের (বর্তমানে বিজয়কৃষ্ণ কলেজ) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৯৫—১৯৭৫)-এর সঙ্গে দেখা করেন। শেষ পর্যন্ত বিনা আবেদনেই গার্লস কলেজ কর্তৃপক্ষ জীবনানন্দকে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্তি দিলেন। [সূত্র : 'তাঁকে সহকর্মী হিসাবে দেখেছি', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কোরক', জীবনানন্দ

সংখ্যা, শারদ ১৯৯৪, পৃ. ৩১৮-১৯)। বছরের মাঝামাঝিতে ১ জুলাই-এ তিনি হাওড়া গার্লস কলেজে যোগ দিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই জীবনানন্দ অধ্যাপনা করেন। এই পদটি ছিল স্থায়ী অধ্যাপকের পদ। ১৫০ টাকা মাসিক বেতনের সঙ্গে ১৫ টাকা ভাতা। ১৯৫৪ সালের ১ জুলাই থেকে বার্ষিক ২৫ টাকা বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্যে আরও ২৫ টাকা বিশেষ ভাতা দেওয়া হয় তাঁকে।

সারাজীবনে ২৮ বছর অধ্যাপনা করেছেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর পেশাগত জীবনের সময়ভিত্তিক তালিকাটি এরকম—

১৯২২—১৯২৮ : সিটি কলেজ।
১৯২৯ সালে মাত্র ৩ মাসের জন্যে : বাগেরহাট কলেজ, খুলনা।
মে ১৯২৯—১৯৩০ : রামযশ কলেজ, দিল্লি।
১৯৩৫—১৯৪৬ : ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল।
১৯৫০—১৯৫১ : খড়্গপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
নভেম্বর ১৯৫২—ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ : বরিষা কলেজ।
১৯৫৩—১৯৫৪ : হাওড়া গার্লস কলেজ।

১৯২২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত—এই ৩৩ বছরে জীবনানন্দকে বেকার থাকতে হয়েছে প্রায় ১০ বছর। দীর্ঘ বেকারত্বের কাল দুটো হল : ১৯৩০—১৯৩৫ এবং ১৯৪৬—১৯৫০। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের চাকরির এক যুগ সময় ছাড়া বাকি সময়টা বেকারত্ব বা বেকারত্বের সম্ভাবনা তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। এ প্রসঙ্গে কবি-পত্নী লাবণ্য দাশের একটি উক্তি কৌতূহলোদ্দীপক। 'মানুষ জীবনানন্দ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

> 'উনি যে চাকরি পেতেন না তা নয়। উনি চাকরি করতে চাইতেন না। বারবার বলতেন, বলো তো কি নিদারুণ সময়ের অপচয়। বড়ো ক্ষতি হয়। এভাবে এতটা সময় চলে যাওয়া, আহা! যদি আমার এমন সঞ্চয় থাকত যে এভাবে সময় নষ্ট না করলেও চলত।'

২০ বছরের ওপর জীবনানন্দ ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক স্তরে অধ্যাপনা করেছেন। কেমন শিক্ষক ছিলেন তিনি? হয়তো তেমন জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন না; অন্তত ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বরিষা কলেজের সহকর্মী শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ সেই কথাই বলেছেন। হাওড়া গার্লস কলেজের ছাত্রী ও সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে গোপালচন্দ্র রায় জানিয়েছেন—ভালই পড়াতেন জীবনানন্দ। তবে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই।

সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত 'বনলতা সেন' ১৩৬০ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ হিসেবে 'নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন' কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। পুরস্কারটির নাম 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার'। মে মাসে মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

জীবনানন্দকে 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার'টি দেয়া হয়। অতুলচন্দ্র গুপ্তের (১৮৮৪—১৯৬১) হাত থেকে কবি এই পুরস্কার গ্রহণ করেন (২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০)। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১০০ টাকা। এর সঙ্গে কবিকে একটি তসরের চাদর এবং ডালায় কিছু ফল ও মিষ্টান্ন দেয়া হয়েছিল। সংবর্ধনার উত্তরে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে কুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রায় দু'হাজার দর্শকের সামনে দু'চার কথা বলেছিলেন জীবনানন্দ।

১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের সময় তিনদিনের (১৫-১৭ ফাল্গুন) একটি সাহিত্যমেলা বসে। উভয় বঙ্গের নামকরা সাহিত্যিকরা এই মেলায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কাব্যশাখার আহ্বায়ক অশোকবিজয় রাহা (জন্ম. ১৯২০) জীবনানন্দকে উক্ত সভায় যোগ দেয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাজি হননি। সুরজিৎ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন—এত বড় সভাসমিতিতে তিনি আড়ষ্ট হয়ে যান। তাছাড়া এতবড় আয়োজনের সার্থকতা সম্বন্ধেও তিনি সংশয়গ্রস্ত ছিলেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সভায় জীবনানন্দ বিষয়ে মন্তব্য করেন—

> 'সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও তিনি কিছুর মধ্যেই নন, সেই ভাবান্তরহীন কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। সমস্ত কিছুই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, আর তারপর একের পর এক তাদের মুখগুলো ধূসর কুয়াশায় মুড়িয়ে দেন। নাম, সংখ্যা, আকৃতি—তাঁর কাব্যে কথার কথা মাত্র। প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত, আকার থেকে নিরাকারে তাঁর যাত্রা। সময়ের কণ্ঠরোধ করে তিনি কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্তুবিরহিত সংকেত মাত্র। বিপরীতভাবে গায়ে জুড়ে তিনি তাসের ঘর সাজান, তারপরই নিজেই নিয়তিপুরুষ সেজে এক ফুঁয়ে সে ঘর উড়িয়ে দেন।' ['পাঁচ বছরের বাংলা কবিতা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যমেলা, সম্পাদক : ক্ষিতীশ রায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, পৃ. ১২৯]।

অমিয় চক্রবর্তীও এই সভায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। সভায় উপস্থিত বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ-বিষয়ে সুভাষবাবুর এ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন—

> "ফরমাস মতো কোনো একটা কথা বললেই সেটা কবিতা হল—না হলেই হল না, এ মনোভাবের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ করতে চাই। জীবনানন্দ ও অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে সুভাষ বললেন যে এঁরা হচ্ছেন শূন্যচারী, প্রকৃতজ্ঞানের সঙ্গে এঁদের যোগ নেই। তাঁর মতে যোগ যাঁদের আছে, তাঁদের রচনা থেকে অনেক উদাহরণ তো শুনলাম। এঁদের মোট বলবার কথা এই যে, 'বর্তমান পৃথিবীটা খারাপ। একে ভাঙবো, আবার নতুন করে গড়ব।' গত পাঁচ বছরে এ রকম বহু লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে কবিতা হয়েছে ক'টি? খুব চেঁচিয়ে কিংবা নাচুনি ছন্দে বললে মন ও প্রাণ সহজে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেটাই কি কবিতার আদর্শ হবে? জীবনানন্দ, অজিত

> দত্ত আসলে যথেষ্ট অন্তর্মুখী। এরও যে বিপদ নেই একথা বলব না। তবে, চেঁচাননি বলেই কি এঁদের কবিতাকে কবিতা বলতে বাধে?" ['কি লিখব', বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যমেলা, সম্পাদক : ক্ষিতীশ রায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. পৃ. কলকাতা, ১৩৭-৩৮]।

১৯৫২ সালের 'সীমান্ত' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি, প্রেম ও মৃত্যুচেতনা বিষয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এতে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—

> জীবনানন্দ হলেন 'এক আচ্ছন্ন করা বিষণ্ণতার জনক।'

জীবনানন্দের চোখে সেই পত্রিকা পড়েনি। সুরজিৎ দাশগুপ্ত জলপাইগুড়ি থেকে সেই বিরূপ সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধটির কথা জানালে জীবনানন্দ ২.৫.৫৩ তারিখে সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লেখেন—

> 'সীমান্ত আমি দেখিনি'।

পরে 'সীমান্ত' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি সুরজিৎ জীবনানন্দকে পাঠালে ২০.৫.৫৩ তারিখে লেখা এক চিঠিতে কবি লেখেন

> 'আমার কবিতা সম্বন্ধে নানা জায়গায় নানা রকম লেখা দেখেছি, মন্তব্য শুনেছি; প্রায় চৌদ্দ আনি আমার কাছে অসার বলে মনে হয়েছে; কিন্তু এ নিয়ে বিতর্কে নেমে বিশেষ কোন ফল হবে না। আমাদের দেশে বড় সমালোচক আজকাল নেই-ই এক রকম।' ['জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ', পৃ. ৬৫]

১৯৫৩ সালে শামসুর রাহমান জীবনানন্দের সঙ্গে দেখা করতে যান কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডের বাসায়। শামসুর রাহমান এই সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন এ রকম—

> 'বলতে দ্বিধা নেই, জীবনানন্দ দাশকে দেখে আমি হতাশ হয়েছিলাম। দেখতে মোটেই কবির মতো নন তিনি। কালো, স্থূলকায়; চেহারা বৈশিষ্ট্যবর্জিত। শুধু চোখে ছিল এক ধরনের মায়া। আর তাঁর হাসি ছিল জোরালো এবং খাপছাড়া।' ['অসীমের সৈকতে', শামসুর রাহমান]।

এ বছর জীবনানন্দ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ/আলোচনা বেরোয়—

১. 'নির্জনতম কবি' ('বনলতা সেন' কাব্যের আলোচনা), সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৬০।

২. 'বাংলা কবিতার বহিরঙ্গ', অরুণকুমার সরকার, 'গাঙ্গেয়', ভাদ্র ১৩৬০।

৩. শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক' পত্রিকায় 'বনলতা সেন' কাব্য বিষয়ে আলোচনা বেরোয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০।

'কবিতা'র (আষাঢ় ১৩৬০) সংখ্যায় জীবনানন্দকৃত 'অন্ধকার' কবিতার তর্জমা 'Darkness' প্রথম প্রকাশিত হয়।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বুদ্ধদেব

বসুর ভাষায় 'পাঁচ বছরে বোধ হয় পাঁচ বারও সুকান্তকে চোখে দেখিনি।' সুকান্ত ভট্টাচার্য মাত্র দু'বারই 'কবিতা'য় লিখেছিলেন—নবম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'অবৈধ', একাদশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় 'ব্যর্থতা'। অথচ এই কিশোর কবির অকাল প্রয়াণে (১৯২৬—১৯৪৭) কী আশ্চর্য মমতায় বুদ্ধদেব বসু সুকান্ত বিষয়ে লিখেছিলেন! 'কবিতা'র কাছাকাছি হয়েও সমর সেন সুকান্তের কবিত্ব বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারেননি। ১৯৫৩ সনের ১৩ মে একটি চিঠিতে তিনি বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করেছেন—

> 'সুকান্ত কি মহাকবি? আমার কল্পনা ও বোধশক্তি এতো কমে গিয়েছে যে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি না।'

'নজরুল নিরাময় সমিতি'র উদ্যোগে নজরুল ও নজরুল-পত্নীকে চিকিৎসার জন্যে 'জল আজাদ' নামক জাহাজে করে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়। রবিউদ্দীন আহমদ এবং অনিরুদ্ধ তাদের সঙ্গী হন। লন্ডনে ছয় মাস অবস্থানের পর কবি ও কবি-পত্নীকে ভিয়েনায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর সোমবার শেষ রাতে তাঁরা বিমানযোগে রোম থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তখন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটকটি লেখেন।

আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ২১ দফার খসড়া গৃহীত হয়। 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এভারেস্টের চূড়ায় উঠে প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের ইচ্ছাশক্তির জয়ের স্বাক্ষর আঁকলেন এডমন্ড হিলারী এবং তেনজিং নোরগে।

এ বছর পরলোকে যান আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৩৬ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী ইউজিন ও' নীল।

আর জন্মালেন রতনতনু ঘাটী, প্রমোদ বসু, অজয় সেন।

১৯৫৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান উইনস্টন চার্চিল (১৮৭৪—১৯৬৫)। ঐতিহাসিক লেখক। ইংল্যান্ডের অধিবাসী।

পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his mastery of historical and biographical description as well as for brilliant oratory in defending exalted human values'.

তাঁর উল্লেখনীয় রচনা হল—'Malborough : His Life and Times', 'The life of Lord Randolph Churchill', 'The World Crisis'.

এ বছর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'বাঙালীর সারস্বত অবদান' (বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা) গ্রন্থের জন্যে।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত', ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর

'বাংলা সাহিত্যের কথা', সৈয়দ আলী আহসানের 'কবিতার কথা', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অভিযান', অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা', বুদ্ধদেব বসুর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', জসীম উদ্‌দীনের 'ধানক্ষেত', আবুল মনসুর আহমদের 'সত্যমিথ্যা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন', সমরেশ বসুর 'বিটি রোডের ধারে', প্রমথনাথ বিশীর 'পদ্মা'। প্রকাশ পায় বিষ্ণু দে'কৃত এলিয়টের কবিতার অনুবাদগ্রন্থ। আর প্রকাশিত হয় 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থ। [কবিতার সংখ্যা: ৪১, রচনাকাল: ১৯৪৬—১৯৫৩; উৎসর্গ: জন আরউইন, মার্টিন কার্কম্যান, পার্সি ও এপ্রিল মার্শালকে। প্রকাশক: সুপ্রিয় সরকার, কলকাতা]।

এ বছর বের হয় 'পদ্মানদীর মাঝি'র সুইডিশ অনুবাদ, অনুবাদক: Viveca Barthel. প্রকাশ পায় 'মাটি না মহেল' নামে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র গুজরাটি অনুবাদ। অনুবাদক: শ্রীকান্ত ত্রিবেদী। এছাড়া প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'তেইশ বছর আগে পরে', 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', গল্পগ্রন্থ 'ফেরিওলা', 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪। বয়স ৫৫ বছর

২৪ জানুয়ারি অজিতকুমার ঘোষকে নিয়ে কল্যাণীতে কংগ্রেস অধিবেশন দেখতে যাওয়ার সময় ধর্মতলা থেকে বাসে উঠে প্রথমে বাসের সামনের দিকে বসলেন জীবনানন্দ। পরে তাঁরই আগ্রহে সিট বদল করে মাঝামাঝি জায়গায় বসা হয়।

জীবনানন্দ বললেন—

> 'দুর্ঘটনা হলে বাঁচবার আশা থাকবে।' ('জীবনানন্দ প্রসঙ্গ : জীবন নদীর তীরে', অজিতকুমার ঘোষ)।

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এক কবি-সম্মেলন হয়। প্রধান উদ্যোক্তা সিগনেট প্রেস। উদ্যোক্তাদের পক্ষে আহ্বায়ক ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও দিলীপকুমার গুপ্ত; যুগ্ম-সম্পাদক : আলোক সরকার ও পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য। প্রথম দিনে অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি জীবনানন্দ সবার শেষে কবিতা আবৃত্তি করেন। 'বনলতা সেন', 'সুচেতনা'সহ আরো ৩/৪টি। আবৃত্তি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। জীবনানন্দ যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি নিঃসন্দেহে সেদিন তা প্রমাণিত হয়েছিল।

সে মাসে প্রকাশিত হল **'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'**।

প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৬১, মে ১৯৫৪।

প্রকাশক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩।

মুদ্রাকর : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড, ৪৭

গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩।

প্রচ্ছদশিল্পী : ইন্দ্র দুগার (১৯১৮—১৯৮৯)।

রয়াল পৃ. ১৩৬। বোর্ড বাঁধাই।

মূল্য : পাঁচ টাকা।

এই সংকলনের জন্যে কবিতাগুলো বাছাই করেছিলেন বিরাম মুখোপাধ্যায় (১৯১৫—১৯৯৮)।

কবিতার সংখ্যা : ৭২।

কবিতাগুলোর শিরোনাম হল :

১. নীলিমা, ২. পিরামিড, ৩. সেদিন- এ ধরণীর, ৪. মৃত্যুর আগে, ৫. বোধ, ৬. নির্জন স্বাক্ষর, ৭. অবসরের গান, ৮. ক্যাম্পে, ৯. মাঠের গল্প, ১০. সহজ, ১১. পাখিরা, ১২. শকুন, ১৩. স্বপ্নের হাতে, ১৪. ধান কাটা হয়ে গেছে, ১৫. পথ হাঁটা, ১৬. বনলতা সেন, ১৭. আমাকে তুমি, ১৮. তুমি, ১৯. অন্ধকার, ২০. সুরঞ্জনা, ২১. সবিতা, ২২. সুচেতনা, ২৩. আবহমান, ২৪. ভিখিরী, ২৫. তোমাকে, ২৬. হাজার বছর শুধু খেলা করে, ২৭. শব, ২৮. হায় চিল, ২৯. সিন্ধু সারস, ৩০. কুড়ি বছর পরে, ৩১. ঘাস, ৩২. হাওয়ার রাত, ৩৩. বুনো হাঁস, ৩৪. শঙ্খমালা, ৩৫. বিড়াল, ৩৬. শিকার, ৩৭. নগ্ন নির্জত হাত, ৩৮. আট বছর আগের একদিন, ৩৯. মনোকণিকা, ৪০. সুবিনয় মুস্তফী, ৪১. অনুপম ত্রিবেদী, ৪২. আকাশলীনা, ৪৩. ঘোড়া, ৪৪. সমারূঢ়, ৪৫. নিরঙ্কুশ, ৪৬. গোধূলি সন্ধির নৃত্য, ৪৭. একটি কবিতা, ৪৮. নাবিক, ৪৯. খেতে প্রান্তরে, ৫০. রাত্রি, ৫১. লঘুমুহূর্ত, ৫২. নাবিকী, ৫৩. উত্তর প্রবেশ, ৫৪. সৃষ্টির তীরে, ৫৫. তিমির হননের গান, ৫৬. জুহু, ৫৭. সময়ের কাছে, ৫৮. জনান্তিকে, ৫৯. সূর্যতামসী, ৬০. বিভিন্ন কোরাস, ৬১. তবু, ৬২. পৃথিবীতে, ৬৩. এইসব দিনরাত্রি, ৬৪. লোকেন বোসের জর্নাল, ৬৫. ১৯৪৬-৪৭, ৬৬. মানুষের মৃত্যু হলে, ৬৭. অনন্দা, ৬৮. আছে, ৬৯. যাত্রী, ৭০. স্থান থেকে, ৭১. দিনরাত, ৭২. পৃথিবীতে এই।

এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত শিরোনামের ১৮টি কবিতা ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি :

১. আবহমান, ২. ভিখিরী, ৩. তোমাকে, ৪. মনোকণিকা, ৫. সুবিনয় মুস্তফী, ৬. অনুপম ত্রিবেদী, ৭. তবু, ৮. পৃথিবীতে, ৯. এইসব দিনরাত্রি, ১০. লোকেন বোসের জর্নাল, ১১. ১৯৪৬-৪৭, ১২. মানুষের মৃত্যু হলে, ১৩. অনন্দা, ১৪. আছে, ১৫. যাত্রী, ১৬. স্থান থেকে, ১৭. দিনরাত, ১৮. পৃথিবীতে এই।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় জীবনানন্দ লেখেন—

> 'কবিতা কী এ-জিজ্ঞাসার কোনো আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম। হোমারও কবিতা লিখেছিলেন, মালার্মে, র‍্যাঁবো ও রিলকেও।

শেক্‌সপীয়র, বদ্‌লেয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়টও কবিতা রচনা করে গেছেন। কেউ কেউ কবিকে সবের উপরে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেন; কারো কারো ঝোঁক একান্তই রসের দিকে। কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।

বিভিন্ন অভিজ্ঞ পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার কবির; কবিতার সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকেরা কী ভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করছেন এবং কী ভাবে তা করা উচিত সেই সব চেতনার ওপর কবির ভবিষ্যৎ কাব্য, আমার মনে হয়, আরো স্পষ্টভাবে দাঁড়াবার সুযোগ পেতে পারে। কাব্য চেনবার, আস্বাদ করবার ও বিচার করবার নানারকম স্বভাব ও পদ্ধতির বিচিত্র সত্যমিথ্যার পথে আধুনিক কাব্যের আধুনিক সমালোচককে প্রায়ই চলতে দেখা যায়, কিন্তু সেই কাব্যের মোটামুটি সত্যও অনেক সময়েই তাঁকে এড়িয়ে যায়।

আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার, কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ তারতম্যের; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হতে হয়।

নানা দেশে অনেক দিন থেকেই কাব্যের সংগ্রহ বেরুচ্ছে। বাংলায় কবিতার সঞ্চয়ন খুবই কম। নানা শতকের অক্‌সফোর্ড বুক অব ভর্সের সংকলকদের মধ্যে বড়ো কবি প্রায়ই কেউ নেই, কিন্তু সংকলনগুলো ভালো হয়েছে; ঢের পুরোনো কাব্যের বাছবিচারে বেশি সার্থকতা বেশি সহজ, নতুন কবি ও কবিতার খাঁটি বিচার বেশি কঠিন। অনেক কবির সমাবেশে একটি সংগ্রহ; একজন কবির প্রায় সমস্ত উল্লেখ্য কবিতা নিয়ে আর এক জাতীয় সংকলন; পশ্চিমে এ ধরনের অনেক বই আছে; তাদের ভেতর কয়েকটি তাৎপর্যে এমন কি মাহাত্ম্যে প্রায় অক্ষুণ্ণ। আমাদের দেশে দু-একজন পূর্বজ (উনিশ-বিশ শতকের) কবির নির্বাচিত কাব্যাংশ প্রকাশিত হয়েছিল; কতদূর সফল হয়েছে এখনও ঠিক বলতে পারছি না। ভালো কবিতা যাচাই করবার বিশেষ শক্তি সংকলকের থাকলেও আদিম নির্বাচন অনেক সময়ই কবির মৃত্যুর পরে খাঁটি সংকলনে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোনো কোনো সংকলনে প্রথম থেকেই যথেষ্ট নির্ভুল চেতনার প্রয়োগ দেখা যায়।

> পাঠকদের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ স্থাপনের দিক দিয়ে এ ধরনের প্রাথমিক সংকলনের মূল্য আমাদের দেশেও লেখক, পাঠক ও প্রকাশকদের কাছে ক্রমেই বেশি স্বীকৃত হচ্ছে হয়তো। যিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি তাঁর কবিতার এ রকম সংগ্রহ থেকে পাঠক ও সমালোচক এ কাব্যের যথেষ্ট সংগত পরিচয় পেতে পারেন; যদিও শেষ পরিচয়লাভ সমসাময়িকদের পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য।
>
> এই সংকলনের কবিতাগুলো শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় আমার পাঁচখানা কবিতার বই ও অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে সঞ্চয় করেছেন, তাঁর নির্বাচনে বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। বিন্যাস-সাধনে মোটামুটিভাবে রচনার কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।
>
> কলকাতা
> ২০.৪.১৯৫৪ জীবনানন্দ দাশ

'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' বিষয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকৃত একটি চমৎকার পর্যালোচনা 'দেশ' (চৈত্র ১৩৬১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া নিম্নোক্ত পত্রিকায় 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থটি বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা বের হয়।

১. 'পূর্ব্বাশা' : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১।
২. 'উষা' : শ্রাবণ ১৩৬১।
৩. 'কবিতা : পৌষ ১৩৬১।
৪. 'সাহিত্যপত্র' : আশ্বিন ১৩৬১।

১০.১০.৫৪ তারিখে সুরজিৎ দাশগুপ্তকে জীবনানন্দ লিখলেন—

> 'শরীর মোটেই ভালো নয়; নানা ব্যাপারে বিব্রত : তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল তাই। কিছু মনে করো না। তুমি ১৭ অক্টোবরের পরে কোনো একদিন বিকেলে আমার এখানে এলে চিঠি ও প্রবন্ধ সম্পর্কে কথাবার্তা হতে পারে।' ['জলার্ক', ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬১]।

১৩ অক্টোবর রাতে গারস্টিন প্লেসে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের পুরনো বাড়িতে একটা বড় ধরনের কবি-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রাচীনদের সঙ্গে তিরিশের অনেক কবিও যোগ দিয়েছিলেন সেই সম্মেলনে। এতে উপস্থিত ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৫৫), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩—১৯৭০), কালিদাস রায়, বনফুল (১৮৯৯—১৯৭৮), সজনীকান্ত দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও জীবনানন্দ দাশ। এই অনুষ্ঠানে জীবনানন্দ 'মহাজিজ্ঞাসা' নামক কবিতাটি পাঠ করলেন। 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটি সে বছর 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র পুজো বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া আরও অন্তত বারোটি পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়। পত্রিকাগুলো হল—'দেশ', 'দৈনিক বসুমতী', 'পূর্ব্বাশা', 'উষা', 'বন্দে মাতরম্', 'বর্ধমান',

'জয়শ্রী', 'সেতু', 'শতভিষা', 'ময়ূখ' ইত্যাদি।

বেতার কেন্দ্রে যাওয়ার পূর্বের একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন প্রভাতকুমার দাস—

> 'কিন্তু বেতার কেন্দ্রে যাওয়ার পূর্বে খুব অনিশ্চিত ও চিন্তান্বিত, কিছুটা অস্থির মনে হলো তাঁকে। প্রেমেন ও সুধীনবাবু আসবেন তাঁকেও যেতে হবে, সুতরাং কড়ে আঙ্গুলের কাছে ছেঁড়া কাপড়ের জুতোর এক পাটির শোচনীয় অবস্থা সামাল দেন কি করে? শেষ পর্যন্ত গড়িয়াহাটার বাজার থেকে সুচরিতা এক জোড়া সাত নম্বর বাটার পাম্পশু কিনে দিয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ নিশ্চিন্ত ও প্রসন্ন করলেন। জীবনানন্দ মোটামুটি আত্মস্থ হয়ে কবি-সম্মেলনে গেলেন।' ['জীবনানন্দ দাশ', প্রভাতকুমার দাস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৬]

১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রোজকার মতন সান্ধ্য-ভ্রমণে বের হয়েছিলেন জীবনানন্দ। তাঁর রোজকার ভ্রমণের সীমা ছিল—ল্যান্সডাইন দিয়ে রাসবিহারী এভিনিউ ধরে কিছুটা পশ্চিমে। তারপর রসা রোড ছুঁয়ে সাদার্ন এভিনিউ দিয়ে সোজা গড়িয়াহাটার গোলপার্ক। কোনোদিন চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করতেন ঢাকুরিয়া লেক থেকে ছোট লেক, একেবারে টালিগঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত।

ওই দিন দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে ছুটন্ত ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হন জীবনানন্দ। প্রভাতকুমার দাস তাঁর 'জীবনানন্দ দাশ' গ্রন্থে ১৪ অক্টোবরের এ দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> "একা বেড়িয়ে ফেরার পথে রাসবিহারী এভেনিউতে 'জলখাবার' ও 'জুয়েল হাউস'-এর সামনে রাস্তা পেরুতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। কিছুটা দূরে যে একটা ট্রাম, অবিরাম ঘন্টি বাজিয়ে এগিয়ে আসছে সেদিকে খেয়াল নেই—হয়তো ডায়াবেটিসের জন্য সামান্য সময় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। গাড়ি যখন থামলো, তখন তাঁর দেহ ক্যাচারের ভেতরে ঢুকে গেছে। রক্তাপ্লুত অচৈতন্য দেহ উদ্ধারের কাজে ফুটপাত থেকে ছুটে এলেন 'সেলি কাফের' মালিক চুনীলাল দেব। তিনিই ট্রামের ক্যাচার থেকে তাঁকে টেনে হেঁচড়ে বের করে আনলেন, তখন কবির অবস্থা সংকটজনক অজ্ঞান অচেতন। অল্প সময়ের মধ্যে ট্যাক্সিতে করে নিয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হল। পরে চুনীবাবুর কাছে খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন আত্মীয় পরিজন এক এক করে হাসপাতালে উপস্থিত হলেন। দুর্ঘটনার ফলে তাঁর পাঁজরা, কণ্ঠী ও উরুদেশের হাড় ভেঙে যায়।" [পৃ. ১০৭]

১৫ অক্টোবর ভূমেন্দ্র গুহ জীবনানন্দকে দেখতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে যান। সেদিনের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—

> 'ডানদিকের ওয়ার্ডের মাঝামাঝি একটা দরজার কাছে জীবনানন্দ দক্ষিণ শিয়রে শুয়ে আছেন একটা ভাঙাচোরা রঙ-ওঠা লোহার খাটে;

> ভাঙা ডান পা'টি তখনও ব্যান্ডেজ জড়ানো শুধু, মনে হয় যেন একটা পাতলা সরু তক্তা মতো কিছু ব্যান্ডেজের আবরণের ভিতরে রয়েছে, পায়ের-পাতা তবু কাত হয়ে আছে বাইরের দিকে, রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে জায়গায় জায়গায়, ফলে কোথাও কোথাও জট-পাকানো কালো ছোপ ধরে আছে; গায়ে একটা পাতলা চাদর—বেশ ময়লা, মাথার কাছে জং-ধরা-কাত-হয়ে থাকা একটা চৌকো লোহার লকার, তার ওপরে দু'চারটে ওষুধ-বিষুদের শিশি ঠোঙা তুলো ডিশ তোয়ালে, জীবনানন্দ চুপচাপ কিন্তু শ্বাস পড়ছে ছোট ছোট তাড়াতাড়ি হেঁচকা-মতন; হাত দুটি পাশে পড়ে আছে নেতিয়ে, যদিও ঢাকা, দেখা যাচ্ছে; হয়তো ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়ে থাকবে বা ব্যথার ওষুধ; নাকে অক্সিজেনের নল, অক্সিজেন, জলের ভিতরে বুদ্বুদের বহর দেখেই বোঝা যায়, না যাওয়ার মতোই যাচ্ছে, হয়তো দিদিমণিরা এখুনি এসে ঠিক করে দেবেন; বাঁ হাতে স্যালাইনের নল, জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা।'
> ['আলেখ্যঃ জীবনানন্দ', ভূমেন্দ্র গুহ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩২]

১৫ অক্টোবর শুক্রবার সঞ্জয় ভট্টাচার্যের (১৯০৯—১৯৬৯) চিঠি নিয়ে মেডিকেল কলেজের দুই তরুণ ডাক্তার ভূমেন্দ্র গুহ ও দিলীপ মজুমদার সজনীকান্ত দাসের (১৯০০—১৯৬২) কাছে যান। সজনীকান্তের প্রচেষ্টায় প্রখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২—১৯৬২) ডা. অজিতকুমার বসু ও ডা. অমলানন্দ দাশ (জীবনানন্দের খুড়তুতো ভাই, জীবনানন্দের কাকা প্রেমানন্দ দাশের ছেলে। ডাক নাম—বুবু। সুখলতা রাওয়ের জামাতা। পাঁচের দশকে ইনি কলকাতায় চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবনের শেষের দিকে কাজ করেছেন। আহত জীবনানন্দের শেষের দিনগুলোতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। অমলানন্দের সঙ্গে যুগ্ম-দায়িত্বে কাজ করার জন্যে মনোনীত হয়েছিলেন আরেকজন বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার অজিতকুমার বসু)কে সঙ্গে নিয়ে ১৭ অক্টোবর জীবনানন্দকে দেখতে যান। বিধান রায় আধঘণ্টা ছিলেন। সুচিকিৎসার আশ্বাস দেন তিনি। ভূমেন্দ্র গুহ সেদিনের বর্ণনায় লেখেন—

> 'মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় জীবনানন্দকে দেখতে এলেন সন্ধেবেলা—সাতটা সাড়ে সাতটা আটটা নাগাদ, সঙ্গে সজনীকান্ত দাস। অন্যান্য যাঁরা তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ-প্রাধান্যের জন্য তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তারা পুলিশের লোক হয়তো রাজনৈতিক সচিব ইত্যাদি; ··· খুব যে একটা খুঁটিয়ে দেখলেন টেখলেন জীবনানন্দকে, তা নয়, সংগৃহীত তথ্যগুলি দ্রুত জেনে নিলেন কী কী ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে বা কী কী করা হয়েছে তখন পর্যন্ত হিসেব নিলেন এবং চিকিৎসা পদ্ধতির যে ছকটি তৈরি

> হয়েছিল, তা মোটামুটি সমর্থন করলেন ও সামান্য অদল বদল করতে বললেন।' ['আলেখ্যঃ জীবনানন্দ', পৃ. ৫৩]

হাসপাতালে জীবনানন্দের জন্যে প্রথমে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পরে অবশ্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা হয়। তখন নড়াচড়া করানো বারণ।

> 'দেখতে আসেন অনেক আত্মীয়-স্বজন। আসেন অশোকানন্দ দাশ, তাঁর স্ত্রী নলিনী দাশ, সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত, খুড়তুতো বোন জ্যোৎস্না দাশগুপ্ত। তাঁরা বেশ কিছুক্ষণ করে করে হাসপাতালে থেকেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশকে বেশিক্ষণের জন্যে হাসপাতালে ধরে রাখা যায়নি। বস্তুত, জীবনানন্দ যেদিন মারা যান, তার কয়েকদিন আগে থেকে তিনি হাসপাতালে আসা পুরো বন্ধ করে দেন এবং মৃত্যুর সময়ে তিনি হাসপাতালে ছিলেন না।' [প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫০]

লেখকদের মধ্যে দেখতে আসেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সজনীকান্ত দাস এবং চল্লিশের দশকের অনেক কবি। এ সময় 'ময়ূখ' পত্রিকার তরুণ লেখকরা ভূমেন্দ্র গুহ, সমর চক্রবর্তী (১৯৩২—১৯৮৪), জগদীন্দ্র মণ্ডল (জন্ম. ১৯৩৪), স্নেহাকর ভট্টাচার্য বিশেষভাবে খেটেছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সিস্টার শান্তি ব্যানার্জি। তার সাক্ষ্য মেলে ভূমেন্দ্র গুহের লেখায়—

> 'জীবনানন্দের জ্বর ছিল, ঘন ঘন ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছিল, চোখ বন্ধ, কপালে ঘাম, ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ, শান্তি নামের নার্সটি এই ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা-মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন তো এই চিরুনি চালিয়ে চুল সাজিয়ে দিচ্ছেন, এই অক্সিজেনের নল নাক থেকে বার করে পরিষ্কার করে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছেন তো ভাঙা পা'খানি দু'পাশে বালিশ পেতে এমনভাবে গুছিয়ে রাখছেন যাতে হঠাৎ নড়ে গিয়ে বেশি ব্যথা তিনি না পান, খুব তোষামোদ করে এক কাপ হরলিক্স খাওয়াতে পারলেন তো পরের মুহূর্তেই সজাগ হয়ে উঠে হিসেব করে নিলেন এখুনি কোনও ইনজেক্‌শন দেওয়ার সময় হয়ে গেছে কিনা, বা স্যালাইনের নলের বোতলটি খালি হয়ে গেল কিনা?' ['আলেখ্যঃ জীবনানন্দ', পৃ. ৩৮]

'ময়ূখ' গোষ্ঠী জীবনানন্দের সেবায় নিজেদের পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করেছেন। যাঁদের কথা বলতে গিয়ে লাবণ্য দাশ 'মানুষ জীবনানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন—

> 'আহত অবস্থায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে শয্যা নেবার পরে দেখেছি তাঁর সেবা করবার জন্য তরুণ বয়সী ছেলেদের সে কি আগ্রহ! তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার হোস্টেলেও থাকতেন। কিন্তু সেখানকার নিয়মকানুন, উপরওয়ালাদের রক্তচক্ষু, পাঁচিলের উচ্চতা—কোন কিছুই তাঁদের আটকাতে পারেনি। তাঁরা ঠিক সময়েই ছুটতে ছুটতে কবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।'

ক্রমশ জীবনানন্দের ফুসফুসে নিউমোনিয়া দেখা দেয়—সেপটিক নিউমোনিয়া। ২২ অক্টোবার শুক্রবার (৫ কার্তিক ১৩৬১ বঙ্গাব্দ) রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে কবি

জীবনানন্দ দাশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> 'মর্ত্যের বন্দর থেকে একটি জাহাজ শান্তি পারাবারে চলে গেল।'
> ['শেষ দেখার দিনগুলি']।

মৃত্যুকালে জীবনানন্দের বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর ৮ মাস ৪ দিন। মৃত্যুস্থান : শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল। ড. দিলীপ মজুমদার ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ সাল, রাত সাড়ে এগারটায়, জীবনানন্দের মৃত্যু-মুহূর্তে ময়ূখগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে জীবনানন্দের পাশে ডিউটিরত ছিলেন (তখনও তিনি ডাক্তার হননি, ছাত্র)। তাঁর সাক্ষ্য অনুসারে মৃত্যুকালে জীবনানন্দের শেষ সংলাপ ছিল—

> 'ধূসর পাণ্ডুলিপির রং সারা আকাশ জুড়ে, ধূসর পাণ্ডুলিপি সারা আকাশ জুড়ে—।' ['আলেখ্য : জীবনানন্দ', ভূমেন্দ্র গুহ, পৃ. ৭৭]।

জীবনানন্দের জীবনের অনেকাংশ জুড়ে ছিলেন সহোদরা সুচরিতা দাশ। তাঁর রাগ-ত্যাগ, স্নেহ-আবদার সুচরিতাকে ঘিরেই আবর্তিত হতো। আহত হবার একদিন আগে জুতো কিনে দেবার জন্যে যেমন আবদার করেছেন, আবার মৃত্যুর ২/১ দিন আগে হাসপাতালের মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমের আচার এনে দেবার জন্যে তেমনি সুচরিতার ওপর রাগারাগি করেছেন। জীবনানন্দের মৃত্যুমুহূর্তে এই সুচরিতার বর্ণনা দিয়েছেন ভূমেন্দ্র গুহ—

> 'দিদি (সুচরিতা দাশ) একটি শক্ত বিমূর্ত মূর্তির মতো তাঁর লোহার খাটের মাথার দিকের রেলিং ধরে দৃঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। সাধারণত অন্তর্লোকের তরঙ্গবিক্ষুব্ধতা বহিরঙ্গে প্রকাশিত হতে দিতে তাঁর গভীর অনীহা, তবু তাঁর গালের ওপর শুকিয়ে ওঠা অশ্রুর রেখা সহজেই আবিষ্কার করা গেল।' [প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪]

২৩ অক্টোবর শনিবার প্রায় সব সংবাদপত্রে জীবনানন্দের মৃত্যুর সংবাদ বেরিয়েছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শিরোনাম ছিল—

> 'পরলোকে কবি জীবনানন্দ দাশ। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে জীবনাবসান।'

৮ কার্তিক ১৩৬১-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সংবাদ-শিরোনাম লেখা হয়—

> 'রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ/শনিবার কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন।'

মৃত্যুর পর জীবনানন্দের বাসভবনে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আগমনের বিবরণ পাওয়া যায় ভূমেন্দ্র গুহের 'আলেখ্য : জীবনানন্দ' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন—

> 'খুব সকালে সবার চাইতে আগে এসেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শোওয়ার পোশাকেই মোটামুটি, পায়ে হালকা চটি, হাতে রজনীগন্ধার একটি গুচ্ছ, শবদেহের পাশে শুইয়ে দিয়ে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কাউকে একটি কথা না বলে যেমন এসেছিলেন, তেমনি ধীর পায়ে জুতোর শব্দ না তুলে চলে গেলেন। সেই গাম্ভীর্য সেই শোক আর ছোঁওয়া গেল না।' [পৃ. ২৮]

নাতিদীর্ঘ এক শোভাযাত্রাসহ জীবনানন্দ দাশের মৃতদেহ কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

উল্লেখযোগ্য যাঁরা শবযাত্রা অনুগমন করেছেন বা মৃত্যুর পর কবির বাসভবনে গেছেন অথবা শ্মশান ঘাটে গেছেন, তাঁর হলেন—দেবপ্রসাদ ঘোষ, নির্মল ভট্টাচার্য, সরোজ দাস, সজনীকান্ত দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দিনেশ দাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, বাণী রায়, প্রতিভা বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ গুহ, ভূমেন্দ্র গুহ, সুশীল রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, অমল দত্ত, অজিত বসু, বিরাম মুখোপাধ্যায়, বিভাস রায়চৌধুরী প্রমুখ।

মার্চ ১৯৫৪-তে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনটি প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী সংস্করণে গৃহীত চারটি কবিতার সঙ্গে বুদ্ধদেব আরও ছটি কবিতা যুক্ত করলেন। কবিতা ছ'টি হল—'হায় চিল', 'বিড়াল', হাওয়ার রাত', 'সমারূঢ়', 'আকাশলীনা' ও 'আট বছর আগের একদিন'।

১৯৫৪ সালে জীবনানন্দের আকস্মিক মৃত্যুতে বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার 'জীবনানন্দ সংখ্যা' প্রকাশ করেন (পৌষ ১৩৬১)। এতে 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে' নামের একটি দীর্ঘ লেখা লেখেন বুদ্ধদেব। অংশ বিশেষ এ রকম—

> "তাঁর অনন্যতা বিষয়ে অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক্ষয়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'—তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা', বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের আলোড়নের নয়—তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, স্থিরতার। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমান্টিক হয়েও, তাই তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো; আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত বলে মনে হয়; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে—তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত

> হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হতে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল, এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি—'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো—একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হয়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে যারা আজ প্রথম বার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধির' মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।"

একই সংখ্যায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রোত্তর কোবিদ কবি' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। এতে সঞ্জয় ভট্টাচার্য লেখেন—

> 'জীবনানন্দর অভিজ্ঞতা একটি অলৌকিক স্বতন্ত্র বস্তু। তাঁর জীবনবোধ, প্রেমবোধ, ইতিহাসবোধ, সমাজবোধ—সবই স্বাতন্ত্র্যে বলয়িত এক একটি আলোকমণ্ডল। কল্পনার আলোতে বোধগুলো উজ্জ্বলকায় হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে কল্পনা প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক বাস্তবতার বৃত্ত ছেড়ে অলৌকিকতার পথে বিচরণশীল হয়নি। জীবনানন্দকে এ জন্যেই ইতিহাস-সচেতন কবি বলা হয়।'

এছাড়া জীবনানন্দের জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যু-বছরে সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিম্নোল্লিখিত প্রবন্ধ-কবিতা রচনা করেন—

প্রবন্ধ :

১. 'বাংলা কবিতার নতুন দিক', পূর্ব্বাশা, আশ্বিন ১৩৫৫।
২. 'লৌকিক কবি জীবনানন্দ দাশ', পূর্ব্বাশা, ফাল্গুন ১৩৬১।
৩. 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা', দেশ, চৈত্র ১৩৬১।
৪. 'কবি জীবনানন্দ', উত্তরসূরী, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১।

কবিতা :

১. 'দুপুর-রাত্রিতে', ময়ূখ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬১।
২. 'হাসপাতালে', ক্রান্তি, কার্তিক ১৩৬১।
৩. 'জীবনানন্দকে', পূর্ব্বাশা, পৌষ ১৩৬১।

অকবি-সমালোচক অমলেন্দু বসু জীবনানন্দ বিষয়ে সর্বাধিক উৎসাহী ছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৬১) 'যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'অমৃত' পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎসারে অমলেন্দু বসু জীবনানন্দ দাশকে ইয়েটস-এর চেয়েও বড় কবি বলেছেন।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে দীর্ঘ সাহিত্যিক-বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে সজনীকান্ত দাস লেখেন—

> 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন, তিনি অকপটে সুদৃঢ়তম নিষ্ঠার সহিত কাব্য সরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশভঙ্গিতে অস্পষ্টতা থাকিলেও সাধনায় কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না। তিনি ভঙ্গি ও ভানসর্বস্ব কবি ছিলেন না। তাঁহার অবচেতন মনে কবিতার যে প্রবাহ অহরহ বহিয়া চলিত, লেখনীমুখে সজ্ঞান সমতলে তাহার ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ দিতে প্রয়াস করিতেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তাঁহার বক্তব্যের চাবিকাঠি খুঁজিয়া পাইয়া আনন্দ লাভ করিতেন; যাঁহারা তাহা পাইতেন না তাঁহারাই বিমুখ হইতেন। এই হিংসা-হানাহানি-কলহ-বিদ্বেষ-কন্টকিত বর্তমান পৃথিবীতে এই উদার হৃদয় প্রসন্নপ্রেমিক কবিকে পদে পদে আমাদের মনে পড়িবে।' ['শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৬১]

৮ কার্তিক ১৩৬১-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—

> 'কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্য-পাঠক প্রত্যেকেই এ কারণে বিশেষ বেদনা অনুভব করিবেন যে, আকস্মিক এই দুর্ঘটনার আঘাত রবীন্দ্রোত্তর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিকে চিরকালের মত নীরব করিয়া দিল।'

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পরে পরে নিম্নবর্ণিত ৭টি পত্রিকা 'জীবনানন্দ সংখ্যা' প্রকাশ করে—

১. 'কবিতা'। পৌষ ১৩৬১, ২৯:২। সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু।

২. 'ময়ূখ'। পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২। সম্পাদক : জগদীন্দ্র মণ্ডল ও সমর চক্রবর্তী।

৩. 'উষা'। কার্তিক ১৩৬১। এই বিশেষ সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু।

৪.'উত্তরসূরী'। পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১, ২:২। সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য।

৫. 'জলার্ক'। কার্তিক ১৩৬১, ২:৭। সম্পাদক : সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

৬. 'গার্লস কলেজ পত্রিকা', হাওড়া। ১৯৫৪-৫৫। সম্পাদক : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭. 'একক'। যতীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ সংখ্যা। সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে খ্যাতিমান কবিসাহিত্যিক-সমালোচক আত্মীয় স্বজনরা নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। তা হল—

সজনীকান্ত দাস :

> 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন, তিনি অকপটে সুদৃঢ়তম নিষ্ঠার সহিত কাব্য সরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশভঙ্গিতে অস্পষ্টতা থাকিলেও সাধনায় কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না।' ['শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৬১]।

বুদ্ধদেব বসু :

> 'জীবনানন্দ কবিতা লিখতেন ছাত্র-ব্যবহার্য পাৎলা এক্সেরসাইজ খাতায়, শক্ত পেনসিলে। তাঁর অভ্যেস ছিল দুপুর বেলায় লেখা এবং রচনাটি মনঃপূতভাবে শেষ হলে পরে, রাত্রে অন্য খাতায় কালিতে তার প্রতিলিপি তোলা। প্রতি কবিতার রচনার তারিখ সাধারণত উল্লেখ করতেন না, কিন্তু খাতার মলাটে মাস, বছরের উল্লেখ থাকত।' ['কবিতা', পৌষ ১৩৬১]।

অজিত দত্ত :

> 'জীবনানন্দর কবিতা যে দুর্বোধ্য হিজিবিজি কিছু নয়, আস্বাদ করতে পারলে তার রস যে সত্যই অতুলনীয়, এ ধারণা শিক্ষিত ও কাব্যানুরাগী পাঠকমহলেও বিরল দেখেছি।' ['কবি জীবনানন্দ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৩১ অক্টোবর ১৯৫৪]।

ফিয়ের ফার্লো এ. জে :

> 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্ধ্বে কবি (জীবনানন্দ) আপাতত অর্থহীন জীবনের সত্যিকার তাৎপর্য খুঁজে বেরিয়েছেন।' ['উষা, কার্তিক ১৩৬১]।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত :

> 'তাঁর (জীবনানন্দ) সান্নিধ্যে পেতাম একটি গভীর নিঃসঙ্গতা, সকল পল্লবগ্রাহিতার উর্ধ্বে সফেন সমুদ্রের অতলে একটা ধ্যাননিমগ্ন নীরবতা। ··· তাঁর মানসক্ষুব্ধতার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল আধুনিক কালের কেন্দ্রহীন জীবনের মত্ত প্রমথন। ··· হেমন্তের কবি বলে যাঁর প্রসিদ্ধি, হেমন্তের ছায়াপথ বেয়ে তিনি নক্ষত্রের ফুল কুড়োতে চলে

গেলেন! তাঁর পশ্চাতে আমাদের জন্য রেখে গেলেন যে বাণীরূপ তার দ্বারা তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্জীবিত।' ['জলার্ক', কার্তিক ১৩৬১]

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় (জীবনানন্দের ছাত্রী) :

'স্বপ্রতিষ্ঠিত কবির গর্বোন্নত ভঙ্গিমা তো তাঁর ছিল না। তাঁর কবি পরিচয় লাভ করেছি তাঁর সেই আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে, যখন তিনি আমাদের পাঠ্যতালিকার সর্বশেষ কঠিন প্রবন্ধটি সহজগম্য করবার আপ্রাণ চেষ্টায় আপনাকে ডুবিয়ে দিতেন।' ['গার্লস কলেজ পত্রিকা', হাওড়া, ১৯৫৪-৫৫]।

নীহাররঞ্জন রায় :

'যে স্বল্প সংখ্যক কবির কবিকর্ম নিয়ে আমার এই গর্ব, সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের গর্ব, জীবনানন্দ তার অন্যতম এবং সম্ভবত মহত্তম। জীবনকে আলাদা জগতে নিয়ে নতুন করে সৃষ্টির সাধনায় সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে তিনি অগ্রচারী।' ['নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন', ত্রিংশৎ অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণ]।

তরুণ সান্যাল :

'জীবনানন্দের ছন্দে ও বিলম্বিত মাত্রাপয়ারে যে নিপুণতা, তাঁর কবিতায় যে অপরূপ চিত্রকল্পের ব্যবহার, শুধু তা দিয়ে তাঁর পরিচিতি স্বীকৃত হলে কবি জীবনানন্দের উপর অবিচার হবে। কবিকে চিনব তাঁর কাব্যে, তাঁর আনন্দ বা বেদনাবোধের গভীরতায়, বিশ্বাসের তন্ময়তায় এবং বিশেষভাবে কোনো কবিদর্শনের প্রকাশনায়।' ['জীবনানন্দ দাশ', 'সীমান্ত', শ্রাবণ ১৩৬২]।

হরপ্রসাদ মিত্র :

'বাংলা কবিতায় গত ত্রিশ বছরের বিচিত্র আধুনিকতার মধ্যে তিনি (জীবনানন্দ দাশ) বারবার সেই চিরকালের শান্ত মাধুর্যের ছবি এঁকেছেন। ইদানীং তাঁর কোনো কোনো লেখায় দেখা দিয়েছিল দুর্বোধ্যতা। সে তাঁর গূঢ় মননেরই ভঙ্গি। খ্যাতির শিখরে পৌঁছেও তিনি শিল্পীর পরীক্ষা পরিত্যাগ করেননি।' ['একক', যতীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ সংখ্যা]।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় :

'জীবনানন্দ তাঁর সাফল্যের ভিতর দিয়ে মানুষকে শিখিয়েছেন—ভালবাসা। আর তাঁর ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে শিল্পীকে শিখিয়েছেন—থীম অথবা আঙ্গিক, এককভাবে এর কোনটাই যেন শিল্পীর কাছে চরম বা absolute না হয়।' ['সময় গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ', 'এক্ষণ']।

রঞ্জিত সিংহ :

'চোখ-কানের ঝগড়া মেটাতেই জীবনানন্দের সারাজীবন কেটে গিয়েছিল।' ['শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি', ১৯৬৪]।

রথীন্দ্রনাথ রায় :

> 'নানা জিজ্ঞাসা ও বক্তব্যের বিন্যাসে জীবনানন্দের কবিচরিত্র একটি অখণ্ডবোধ যা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও নব নব চেতনার আলোকে ক্রম সম্প্রসারণশীল।'

সমর চক্রবর্তী ('ময়ূখ' পত্রিকাগোষ্ঠীর সদস্য, শেষ ক'দিনের সঙ্গী) :

> 'সময়ের ক্লেদাক্ত নরককুণ্ডে ফেলে আমরা তোমাকে হনন করেছি—বরণ করবো তোমাকে হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, কিংবা ভিজে মেঘের দুপুরে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত :

> 'আমাদের জীবনে জীবনানন্দই সেই সমুদ্রতীর, সেই অনবরুদ্ধ দীপ্ত আকাশ।'

মণীন্দ্র রায় :

> 'স্মৃতিপূজার হিড়িকে তাঁর (জীবনানন্দ) বিষয়ে চারদিক থেকে সত্যমিথ্যা এত প্রশস্তিপত্র রচিত হতে থাকে, যার ভেতর থেকে কবির আসল চেহারা আবিষ্কার করা অন্ধের হস্তীদর্শনের মতোই পণ্ডশ্রম হয়ে ওঠে। ··· যদি তিনি নিজের ভাবনাচিন্তাকে আরো সচেতনভাবে সংগঠিত করতে পারতেন এবং তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকত, জীবনানন্দ দাশ হয়তো রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন মহৎ কবি হতেন।' ['কবি জীবনানন্দ দাশ', 'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৬২]।

বিমলচন্দ্র ঘোষ :

> 'জীবনানন্দের জীবনদর্শন একাকিত্বের তমসাচ্ছন্ন নৈরাশ্যে অন্তর্মুখীন। যে অন্তরের দ্বার, গবাক্ষ, জানালা, বাতায়ন মনুষ্যময়ী পৃথিবীকে এড়িয়ে চলার অত্যুদ্ভুত অহংকারে অবরুদ্ধ।' ['জীবনানন্দ দাশের জীবন দর্শন', 'বারোমাস']।

লাবণ্য দাশ (কবি-পত্নী) :

> ভূমেন্দ্র গুহকে ডেকে বললেন—'অচিন্ত্যবাবু এসেছেন, বুদ্ধদেব এসেছেন, সজনীকান্ত এসেছেন, তাহলে তোমাদের দাদা নিশ্চয়ই বড় মাপের সাহিত্যিক ছিলেন; বাংলাসাহিত্যের জন্য তিনি অনেক রেখে গেলেন হয়তো। আমার জন্য কী রেখে গেলেন, বলো তো!' ['আলেখ্য : জীবনানন্দ', ভূমেন্দ্র গুহ, পৃ. ২৮]

সমসাময়িককালে জীবনানন্দ বিষয়ে নিস্পৃহ ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী জীবনানন্দের সমকালের কবি ছিলেন। জীবনানন্দের জীবৎকাল তাঁরা জীবনানন্দের নামই নেননি প্রায়। মৃত্যুর পরে 'কবিতা' পত্রিকায় জীবনানন্দ সংখ্যায় (১৩৬১) অমিয় চক্রবর্তীর একটি পত্রাংশ, ১৯৬৩-তে প্রকাশিত 'একালের কবিতা'র ভূমিকায় সম্পাদক বিষ্ণু দে'র কয়েকটি

পঙ্‌ক্তি—এই মাত্র পাওয়া যায়। জীবনানন্দের জীবৎকালে কবি অরুণ মিত্র 'অরণি' পত্রিকার ১৯৪৬-এর ১৫ নভেম্বর সংখ্যায় প্রসঙ্গক্রমে সমকালের বিশিষ্ট কবি হিসেবে জীবনানন্দের নাম করেছিলেন একটি বাক্যে।

আর্থিক সংকট, অসুস্থতা ও পানাসক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়েও বারবার ব্যর্থ হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরাজয়ের বেদনায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন তিনি। মৃগী রোগ ছাড়াও আমাশয় ও যকৃতের রোগ তাঁকে দুর্বল করে ফেলে।

পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পাকিস্তান-গণপরিষদ কর্তৃক বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা। পূর্বপাকিস্তান-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক-মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষিত হয়। প্রদেশে গভর্নরের শাসন জারি হয়। চৌধুরী খালিকুজ্জামানের স্থলে ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর নিযুক্ত হন। আদমজী জুটমিলে বাঙালি অবাঙালি দাঙ্গায় নিহত হয় ৬০০।

নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর মৃত্যু হয়। মারা গেলেন র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়।

১৯৫৪-তে জন্মালের জয় গোস্বামী, নির্মল হালদার, মলয় সিংহ, স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সিংহ।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯—১৯৬১)। ঔপন্যাসিক। আমেরিকান।

তাঁকে পুরস্কার দেয়ার পক্ষে নোবেল কমিটি লেখেন—

> 'For his powerful mastery of the art of story-telling
> most recently displayed in the 'Old man and the Sea'
> and for his influence on contemporary style'.

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'The Old man and the Sea', 'A Farewell to Arms', 'For whom the Bell Tolls', 'The Sun also Rises'.

১৯৫৩-তে 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের জন্য শ্রীমতি রাণী চন্দ 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান।

প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'প্রতিধ্বনি' অনুবাদ গ্রন্থ। প্রকাশ পায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'জোনাকিরা', অরুণ মিত্রের 'উৎসের দিকে', দিনেশ দাসের 'অহল্যা', মনীন্দ্র রায়ের 'অমিল থেকে মিলে', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নীল নির্জন', আনন্দ বাগচীর 'তিনটি স্বগতসন্ধ্যা', ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাংলার বাউল', বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যচর্চা', সমর সেনের 'সমর সেনের কবিতা', সমরেশ বসুর 'শ্রীমতী কাফে', হরপ্রসাদ মিত্রের 'তিমিরাভিসার', জরাসন্ধের 'লৌহ কপাট'। প্রকাশিত হয় মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের চেক অনুবাদ। অনুবাদক: দুসান ঝাভিতেল।

জীবনানন্দ দাশ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি

[গ্রন্থের এই অংশটির জন্যে প্রভাতকুমার দাসের কাছে ঋণী]

অজিত ঘোষ *কাছের মানুষ জীবনানন্দ*, বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ চিপ স্টোর, ৫/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-১, ১৯৮৩ ডিসেম্বর; পৃ [২] + ২৬; দাম: তিন টাকা।

অমলেন্দু বসু *জীবনানন্দ*, বাণীশিল্প, ১১৩ই কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯; ১৯৮৪ নভেম্বর; পৃ. ১০৪; দাম: চৌদ্দ টাকা।

অম্বুজ বসু *একটি নক্ষত্র আসে*, মৌসুমী, প্রথম সংস্করণ; ১৩৭২ দীপান্বিতা। —পরিবর্ধিত সংস্করণ দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৯; ১৩৮৪ জন্মাষ্টমী; পৃ [১০] + ৩৯৩ + ৭; দাম: বাইশ টাকা।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত *জীবনানন্দ*, প্রমা, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা ১৭; ১৯৮৯ নভেম্বর, পৃ [৮] + ৯৩; দাম: কুড়ি টাকা।

অরুণেশ ঘোষ *জীবনানন্দ*, কবিতীর্থ, ৫০/৩ কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা ২৩; ১৯৯৮ জানুয়ারি; পৃ [৪] + ৮ + ৪৭; দাম: তিরিশ টাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ *শুদ্ধতম কবি*, নলেজ হোম, ১৪৬ গভর্নমেন্ট নিউ মার্কেট, ঢাকা ৫, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, ৩ আগস্ট। —পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭, ৭ মে, পৃ ২৫৪ + [২]; দাম: পঁচিশ টাকা।

আসাদুজ্জামান *জীবনশিল্পী জীবনানন্দ দাশ*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ৭৩-৭৪ পটুয়াটুলি, ঢাকা; ১৩৮৩ ফাল্গুন; পৃ ১১২; দাম: চার টাকা।

আহসানুল কবির *জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য*, প্রকাশক সাহামাৎ হোসেন ফারুক; বুক ভিউ ১৪৫ ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা; ১৪ এপ্রিল ১৯৯৪, ১ বৈশাখ ১৪০১; পৃ ৮০; দাম: পঞ্চাশ টাকা।

ইন্দুভূষণ দাস *রবীন্দ্রনাথ নজরুল জীবনানন্দ*, প্রকাশক: এন তালুকদার নিউ বারাকপুর, চব্বিশ পরগণা; পৃ ১১২; দাম: চার টাকা।

কল্যাণকুমার বসু *রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ জীবনানন্দ এবং একজন প্রবাসী বাঙালী*, বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা ৯; ২৫ বৈশাখ ১৪০০, মে ১৯৯৩; পৃ [৮] + ১২২; দাম: চল্লিশ টাকা।

—বিকেলের নক্ষত্রের কাছে, প্রকাশক : কল্যাণ বসু, ৫৪ বি, মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা ৭০০ ০২৯, পৃ. ২৪৮; দাম: আশি টাকা।

কৃষ্ণগোপাল রায় *জীবনানন্দের কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০ ৭৩, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯; পৃ. ১৪২; দাম: পঞ্চাশ টাকা।

ক্ষেত্র গুপ্ত, *জীবনানন্দ কবিতার শরীর*, সাহিত্য প্রকাশ, ৬০ জেমস লঙ সরণি, কলকাতা ৭০০০ ৩৪, ১ জানুয়ারি ২০০০; পৃ. ১৮৬; দাম: পঁচাত্তর টাকা।

খালেদা এদিব চৌধুরী *জীবনানন্দ দাশ 'ঝরাপালক'-এর কবি*, মুক্তধারা ৭৪, ফরাসগঞ্জ, ঢাকা ১; মে ১৯৮৬, বৈশাখ ১৩৯৩; পৃ. ৫১; দাম: সাদা —ষোল টাকা, লেখক কাগজ —দশ টাকা।

গোপালচন্দ্র রায় *জীবনানন্দ (১ম খণ্ড)*, সাহিত্যসদন, এ ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২; ১৯৭১ আগস্ট, শ্রাবণ ১৩৭৮; পৃ [৬] + ১৭৬ + ৮০; দাম: দশ টাকা।

—(পু. মু.), সাহিত্য ভবন, ২৬ মদন বড়াল লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২; ১৯৯৭; পৃ [১২] + ২৬৮; দাম: আশি টাকা।

—৩য় মুদ্রণ ১৯৯৮; ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড; পৃ [১২] + ২৬৮; দাম: আশি টাকা।

জহর সেন মজুমদার *‘জীবনানন্দ ও পদচিহ্নময় অন্ধকার’*, পাণ্ডুলিপি, ১৬ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩; ১৯৯৩ জুলাই; পৃ [৮] + ১৫২; দাম: চল্লিশ টাকা।

—জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য, মডেল পাবলিশিং হাউস, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩; ১৪০৫, ১ বৈশাখ, ১৯৯৮, ১৫ এপ্রিল; পৃ ৩৯২; দাম: একশ পঁচিশ টাকা।

তন্ময় চট্টোপাধ্যায় *জীবনানন্দের কাব্যে আদি রূপকল্প*, ক্রান্তিক প্রকাশনী, আশি টাকা।

তপন গোস্বামী *জীবনের কবি জীবনানন্দ*, প্রকাশক : শৈলী গোস্বামী, রবীন্দ্রপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম; ১৯৯৮ সেপ্টেম্বর, ১৪০৫, মহালয়া; পৃ ১৭৮, দাম: পঁয়ষট্টি টাকা। ভূমিকা : পবিত্র সরকার।

তপোধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য *আধুনিকতা, জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব*, নবার্ক, ডিসি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, দেববন্ধুনগর, কলকাতা ৭০০ ০৫৯; ১৯৮৩; পৃ ২০২; দাম: চল্লিশ টাকা।

—অমৃতলোক সংস্করণ জীবনানন্দ **জন্মশতবর্ষ, বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৯; টি/৪** বিধান নগর মেদিনীপুর; পৃ ১৭৬; দাম: আশি টাকা।

তরুণ মুখোপাধ্যায় *কবি জীবনানন্দ*, (নাটক) উত্তক প্রকাশনী, ৪০, মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলিকাতা ৬০; বইমেলা ১৩৯৫; পৃ [৮] + ৪৩; দাম: ছ' টাকা।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় *সূর্যকরোজ্জ্বল কবি জীবনানন্দ*, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন (এম.পি.পি) ঋষি বঙ্কিমনগর বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা; জানুয়ারি ১৯৯৯; পৃ ১৩২; দাম: পঞ্চাশ টাকা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় *জীবনানন্দ উপন্যাসের ভিন্ন স্বর*, প্রকাশক: অরুণকুমার দে, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯; পৃ ৯৬; দাম: চল্লিশ টাকা।

পূর্ণেন্দু পত্রী *রূপসী বাংলার দুই কবি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯; ১৯৮০ নভেম্বর; পৃ ২২৭; দাম: কুড়ি টাকা।

প্রদ্যুম্ন মিত্র *জীবনানন্দের চেতনা জগৎ*, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯; ১৩৯০ অগ্রহায়ণ, ১৯৮৩ ডিসেম্বর; পৃ [১০] + ২০৮ + ৩৩ + ৬; দাম: বাইশ টাকা। —পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; সেপ্টেম্বর ১৯৯০, আশ্বিন ১৩৯৭; পৃ ১৭৬। —দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮ এপ্রিল, বৈশাখ ১৪০৫। দাম: ষাট টাকা।

প্রভাতকুমার দাস *জীবনানন্দ দাশ:* জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি, হার্দ্য ১৮/এম টেমার লেন, কলকাতা ৯; ১৩৯০ ফাল্গুন, পৃ [২] + ২৪ + [২]; দাম: চার টাকা।

—জীবনানন্দ-চর্চার সমস্যা, হার্দ্য, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, ৬ ফাল্গুন ১৩৯৫; পৃ {১৪] + ৬২; দাম: বার টাকা।

—জীবনানন্দ দাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০ ২০, ৬ ফাল্গুন ১৪০৫ শুক্রবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯; পৃ. ২২২; দাম: আশি টাকা।

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় *মহাগোধূলির কবি*, বাক্-সাহিত্য (প্রা) লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রোড, কলকাতা ৯; জানুয়ারি ১৯৯৯; পৃ ৩৩৭; দাম: একশত টাকা। [প্রাককথন:] ‘মহাগোধূলির

কবি'র নেপথ্য অনুসরণ/অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজনকান্তি সরকার *রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ*, বিজয় সাহিত্য মন্দির; ১৩৭৯।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় *এক আকাশ: দুই নক্ষত্র/তারাশঙ্কর: জীবনানন্দ (তুলনামূলক পাঠ)*, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৯০; ১৪০৫ শ্রাবণ, ১৯৯৮ জুলাই; পৃ ১৫১; দাম: ষাট টাকা।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য *হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর*, পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯; কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৭; পৃ ৬৪; দাম: কুড়ি টাকা।

ভূমেন্দ্র গুহ *আলেখ্য: জীবনানন্দ*, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯; পৃ ১৩২; দাম: পঞ্চাশ টাকা।

রবিশংকর বল *পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, টি/৪ বিধান নগর, মেদিনীপুর, ১৯৯৮ জানুয়ারি; পৃ ৫৬; দাম: পঁচিশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত *জীবনানন্দ প্রতিভা*, আলকা পাবলিশিং কনসার্ন, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯; ১৯৭২, ১ আগস্ট; পৃ [১৪] + ১৭৩; দাম: আট টাকা পঞ্চাশ।

লাবণ্য দাশ *মানুষ জীবনানন্দ*, বেঙ্গল পাবলিশার্স; ১৩৭৮; পৃ ৬৮; দাম: তিন টাকা।

শঙ্কর শীল *বনলতা সেনের খোঁজে*, প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০ ০০২; ২০০৯; দাম: আশি টাকা।

শান্তনু কায়সার *গভীর গভীরতর অসুখ গদ্যসত্তার জীবনানন্দ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০; অগ্রহায়ণ ১৪০৪, ডিসেম্বর ১৯৯৭; পৃ [১০] + ১০২; দাম: পঁয়তাল্লিশ টাকা।

শ্যামলকুমার ঘোষ *কবিতায় চিত্রকল্প —কবি জীবনানন্দ দাশ*, বইপত্র, ৮বি কলেজ রোড, কলকাতা ৯; ১৩৯৪ শুভ নবমী; পৃ [৮] + ২৬৪; দাম: ছত্রিশ টাকা।

শ্যামাপদ সরকার *রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ*, কামিনী প্রকাশন, ১১৫ অখিল মিস্ত্রি লেন, কলকাতা ৯; অগ্রহায়ণ ১৩৮৬; পৃ ৮০।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় *প্রসঙ্গ জীবনানন্দ*, অয়ন, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯; ১৯৮৩ মার্চ; পৃ ১০৪; দাম: আট টাকা।

শীতল চৌধুরী *জীবনানন্দ অন্বেষা, সাহিত্যশ্রী*, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯; পৌষ ১৩৯৮, জানুয়ারি ১৯৯২; পৃ. [৮] + ১২২; দাম: তিরিশ টাকা।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু *কবি জীবনানন্দ*, শঙ্খ প্রকাশন, ৭৯/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯; ১৩৮২ শ্রাবণ; পৃ. ১১৫; দাম: আট টাকা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য *কবি জীবনানন্দ দাশ*, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২; প্রথম সংস্করণ ১৩৭৬ ফাল্গুন; ১৯৭০ মার্চ। (পু.মু.) ১৩৮১ জ্যৈষ্ঠ ১৯৭৪ মে; পৃ. ১৪৮; দাম: নয় টাকা।

সমীরণ মজুমদার *জীবনানন্দ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর; বইমেলা ১৯৯২; পৃ [৮] + ৬১; দাম: পঁচিশ টাকা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯; জানুয়ারি ১৯৯৯; পৃ. ২১৫; দাম: সত্তর টাকা।

সুস্নাত জানা *উত্তর প্রবেশ*, সূর্যদেশ প্রকাশনী, শ্রীরামপুর মেদিনীপুর, ১৯৮৪; পৃ ১০৫; দাম: বারো টাকা।

—*জীবনানন্দ : আলো বলয়ের দিকে*, বামা পুস্তকালয়, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা; ১৯৯৯; পৃ ১৪০; দাম: ষাট টাকা।

সুচেতা মিত্র *আমি সেই পুরোহিত*, এ মুখার্জি এ্যান্ড কোং প্রা. লি, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩; বইমেলা ১৩৯২; পৃ. [১২] + ১৫৫; দাম: কুড়ি টাকা।

সুজাতা সিংহ *বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ*, জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা ৬; ১৯৮৬ জুন; পৃ. [৮] + ১৪৪; দাম: পঁচিশ টাকা।

সুজিতকুমার নাগ *বাংলার কবি জীবনানন্দ*, আদিত্য প্রকাশালয়; [২য় মুদ্রণ তারিখ নেই]; পৃ. ১০০।

সুব্রত রুদ্র *প্রবন্ধকার জীবনানন্দ*, নাথ পাবলিশিং, ২৩বি পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলকাতা ২৯; ১৯৮৫ ফেব্রুয়ারি; পৃ ১০৫; দাম: চৌদ্দ টাকা।

সুমিতা চক্রবর্তী *জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল*, সাহিত্যলোক ৩২/৭, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬; ১৩৯৩ ফাল্গুন, ১৯৮৭ মার্চ; পৃ. [১০] + ১৮৬; দাম: বত্রিশ টাকা।

—*কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠ : জীবনানন্দ; বিষ্ণু দে*, প্রমা ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ কলকাতা ১৭; বইমেলা ১৯৯৫; পৃ [১৬] + ১৭৬; দাম: ষাট টাকা।

—*কালবেলার কবিতা জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ*, প্রমা প্রকাশনী ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ কলকাতা ১৭; কলিকাতা পুস্তকমেলা; জানুয়ারি ১৯৯৯; পৃ ১৫১; দাম: পঁচাত্তর টাকা।

সুশীল ভট্টাচার্য *জীবনানন্দ পরিক্রমা*, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ১৯৯৯; প্রকাশক: শংকর মণ্ডল, ২০৯এ বিধান সরণী; কলকাতা ৬; পৃ ৪৬৪; দাম: দুইশত টাকা। ভূমিকা : পবিত্র সরকার।

Chidananda Dasgupta *Jibananda Das*, Sahitya Akademi, First Published 1972, P. 56, Price: Popular – Rs. 2.50 Cloth Bound – Rs. 4.50.

Clinton B. Seely *A Poet Apart*, A literary Biography of the Bengali Poet Jibananda Das (1899 – 1954), Newark: University of Delaware Press, 1990, P. 341.

জীবনানন্দ বিষয়ক সম্পাদিত গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত *জীবনানন্দ*, চারিত্র, প্রকাশক সৈয়দ আহমদ মাসুম, ৫১ গ্রীণ রোড, ঢাকা ৫; ১৩৯১ অগ্রহায়ণ, ১৯৮৪ নভেম্বর; পৃ ৩৪৭; দাম: একশো টাকা।

উত্তম দাশ সম্পাদিত *শতবর্ষের আলোকে জীবনানন্দ*, মহাদিগন্ত, বারুইপর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ৭৪৩৩০২; ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৯; পৃ ৩৪৪; দাম: একশত পঞ্চাশ টাকা।

কমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *জীবনানন্দ অন্বীক্ষণ*, প্রকাশক: কমল মুখোপাধ্যায়, শিলীন্ধ্র প্রকাশন; ৩ টি এন চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৯০; ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯; পৃ [৬] + ১৩৫ + ২৫৬ + ৫৬; দাম: দুইশত টাকা।

তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *জীবনানন্দ-জিজ্ঞাসা*, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯; এপ্রিল ১৯৮৫; পৃ [৬] + ২১২; দাম: পঁচিশ টাকা।

তাপস বসু সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশ ও সমকালীন ভাবনাক্রম*, প্রকাশক: স্বপনকুমার কয়াল, পতত্রি প্রকাশন, ব্লক-আই/বি, ফ্ল্যাট-১, কুষ্টিয়া সরকারী আবাসন, কলকাতা ৩৯; আশ্বিন ১৩৯৪, অক্টোবর ১৯৮৭; পৃ {৫] + ১৩০; দাম: কুড়ি টাকা।

দেবকুমার বসু সম্পাদিত *জীবনানন্দ স্মৃতি*, প্রকাশক: বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২; ১৩৭৮ আষাঢ়, ১৯৭১ জুন; পৃ [৮] + ২৯৬; দাম: ছয় টাকা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, প্রকাশক: শ্রীমোহিত বসু, ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬; ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩, ৯ মে ১৯৮৬; পৃ. ৫২১; দাম: ষাট টাকা।

জীবনানন্দ দাশ : *বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬; দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, মে ১৯৯৭; পৃ ৫২৭; দাম: একশো আশি টাকা।

দেবেশ রায় সম্পাদিত বিষয়: *জীবনানন্দ*, প্রকাশক: প্রিয়ব্রত দেব, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩; জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯; পৃ ১০৩; দাম: চল্লিশ টাকা।

প্রশান্ত রায় সম্পাদিত *জীবনানন্দর গদ্যে*, প্রকাশক সুমতি রায়, মাঝি, ৭ সুকিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬; বইমেলা ১৯৮৭; পৃ. ১৭৬; দাম: পনেরো টাকা।

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত *জীবাননান্দ দাশের গোধূলিসন্ধির নৃত্য*, প্রকাশক: মঈনুল আহমদ সাবের, দিব্য প্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০; ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ৯৪; দাম: ষাট টাকা।

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত *জীবাননান্দ দাশের আট বছর আগের একদিন*, প্রকাশক: মঈনুল আহমদ সাবের, দিব্য প্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ; ১৯৯৪; পৃ. ১৪২;

দামঃ পঞ্চাশ টাকা।

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত *জীবাননান্দ দাশ-এর 'মৃত্যুর আগে'*, অন্য প্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ. ২৪৮; দামঃ একশত ষাট টাকা।

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত *জীবাননান্দ তুলনায়, সম্পর্কে*, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ১১২; দামঃ পঁচাত্তর টাকা।

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশ*, প্রকাশকঃ সুধীন মিত্র, অম্বিষ্ট, ৯/১/১/এ লক্ষ্মীদত্ত লেন, কলিকাতা ৩; ১ বৈশাখ ১৩৮০; পৃ [৪] + ১৫৯; দামঃ পাঁচ টাকা।

শঙ্খ ঘোষ সম্পাদিত *এই সময় ও জীবনানন্দ*, সাহিত্য অকাদেমি রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ্ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১; ১৯৯৬; পৃ [৮] + ১৮৪; দামঃ আশি টাকা।

শৌণক বর্মণ সম্পাদিত বিষয় : *জীবনানন্দ*, প্রচ্ছায়া, ১২৯ পাইওনিয়ার পার্ক, বারাসত ৭৪৩২০১; উত্তর চব্বিশ পরগনা; ২৫ বৈশাখ ১৪০৫, ৯ মে ১৯৯৮; দামঃ পঞ্চাশ টাকা।

সন্দীপ দত্ত সম্পাদিত *জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী*, হার্দ্য, বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণাকেন্দ্র, ১৮/এম ট্যামার লেন, কলকাতা-৯; ফাল্গুন ১৩৯০, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪; পৃ ১৭৩; দামঃ কুড়ি টাকা।

সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত *প্রসঙ্গ জীবনানন্দ*, প্রকাশকঃ বুনবুন দত্ত, ওয়ানটাচ পাবলিশার্স, ৭ দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলিকাতা ১৪, অগ্রহায়ণ ১৪০৩; ডিসেম্বর ১৯৯৬; পৃ [৮] + ১২৩ + ১১; দামঃ পঞ্চাশ টাকা।

সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত *জীবনানন্দঃ জীবন আর সৃষ্টি;* প্রকাশকঃ সমীরকুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং, ২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০২৯; বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৯ মাঘ ১৪০৫; পৃ [৮] + ১০০৮; দামঃ তিনশত টাকা।

সৈকত হাবিব সম্পাদিত *বনলতা সেনঃ ষাট বছরের পাঠ*, প্রকাশকঃ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, কথা প্রকাশ, ৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০৪; পৃ ২৩২; দামঃ একশত কুড়ি টাকা।

জীবনানন্দ-প্রসঙ্গ-সংবলিত গ্রন্থপঞ্জি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত *কল্লোলযুগ*, ডি এম লাইব্রেরী ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলকাতা ৬, আশ্বিন ১৩৫৭।

অতীন্দ্রিয় পাঠক *বিষয় উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৯; প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০ ০০২; দাম: পঁয়তাল্লিশ টাকা।

জীবনানন্দের উপন্যাস 'মাল্যবান' (৪৯-৬৩)

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত *কবিতা-পরিচয়*, প্রকাশক: শ্রীসুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩; ডিসেম্বর ১৯৮১, অগ্রহায়ণ ১৩৮৮; দাম: তিরিশ টাকা।

১. হাজার বছর শুধু খেলা করে: জীবনানন্দ দাশ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (৯৩-৯৭); ২. ওই বিষয়ে আলোচনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (৯৭); ৩. গোধূলি সন্ধির নৃত্য/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (৯৮-১০১); ৪. ওই বিষয় আলোচনা: নরেশ গুহ (১০২-১০৪); ৫. অরুণকুমার সরকার (১০৪-১০৬); ৬. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১০৬-১১৪); ৭. 'অদ্ভুত আঁধার এক' জীবনানন্দ দাশ/বিনয় মজুমদার (১১৫-১২৩); ৮. ওই/নরেশ গুহ (১২৩); ৯. 'ঘোড়া' : জীবনানন্দ দাশ/আলোক সরকার (১২৪-১২৯); ১০. মৃত্যুর আগে : জীবনানন্দ দাশ/তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (১৩০-১৪০)।

অরুণকুমার ঘোষ *আধুনিক বাঙলা কবিতা পাঠ*, ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬; জানুয়ারি ১৯৮০; দাম: বারো টাকা।

১. বনলতা সেন (১৯০-২৫); ২. আট বছর আগের একদিন (২৬-৩৩); ৩. রাত্রি (৩৪-৩৯)।

অরুণ ভট্টাচার্য *কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতু বদল*, জিজ্ঞাসা কলকাতা। ১৩৬৫।

১. রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ ও তাদের উত্তরাধিকার (৭৪-৮৫); জীবনানন্দের কবিতায় কয়েকটি প্রশ্ন (৮৩-৯৪); জীবনানন্দের কাব্যে প্রবহমানতা (৯৫-১০০)।

—*রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ*, উত্তরসূরী প্রকাশনী; কলকাতা; বৈশাখ ১৩৮৮; দাম: তিরিশ টাকা।

অরুণকুমার সরকার *তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী*, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৪; দাম: বারো টাকা।

জীবনানন্দ দাশের আস্তিকতা (২৪-৩০)।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় *সাহিত্য দর্শন*, আনন্দধারা, কলকাতা, ১৯৫৯।

জীবনানন্দ দাশ শীর্ষক স্বতন্ত্র অধ্যায়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত *দিকে দিগন্তরে*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম

চাটুজ্যে স্ট্রিট কলকাতা ৭৩, দাম: বারো টাকা।

জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা : 'পটভূমির' (১৩-৭৬)।

—*বিকল্প এক বইমেলার চিঠি*, প্রজ্ঞা প্রকাশন, এ ১২৫ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭; ১৯৯৮; দাম: একশ পঁচিশ টাকা।

জীবনানন্দকে নিয়ে ব্যক্তিগত একটি উন্মুক্ত চিঠি (৩৬-৪৬)।

—*স্থির কবিতার দিকে*, আশা প্রকাশনী, ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, মহালয়া ১৩৮৩। দাম : বারো টাকা।

'জীবনানন্দের স্বদেশ' শীর্ষক নিবন্ধ (১০১-১০৪)।

অশ্রুকুমার সিকদার *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়*, পরিবেশক সিগনেট বুক শপ্‌, কলকাতা ১২; অগ্রহায়ণ ১৩৮১; দাম: আঠারো টাকা।

১. ইয়েটস ও জীবনানন্দ (৮৯-১০৮); ২. জীবনানন্দ-র চার অধ্যায় (১০৯-১৩৫)।

—*কবির কথা কবিতার কথা*, অরুণা প্রকাশনী ৭ যুগল কিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬, মাঘ ১৪০০; দাম: পঞ্চাশ টাকা।

জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার' (২৮-৩৩)।

আনন্দ ঘোষ হাজরা *কবির দায়! কবিতার দায়*, মহাদিগন্ত, বারুইপুর, চব্বিশ পরগণা (দ); ৭৪৩৩০২; জুন ১৯৯৩; দাম: পঁচিশ টাকা।

জীবনানন্দ (৯১-৯৭)

আবদুল মান্নান সৈয়দ *করতলে মহাদেশ*, নলেজ হোম, ঢাকা; ডিসেম্বর ১৯৭৯; দাম: পঁচিশ টাকা।

১. মৃত্যুর নিপুণ শিল্প (৬৫-৭৫) ২. চোখও অনুভব করে ছন্দবিদ্যুৎ (৮৬-১০১)।

—*দশ দিগন্তের দ্রষ্টা*, বাংলা একাডেমি ঢাকা; নভেম্বর ১৯৮০; দাম: কুড়ি টাকা।

জীবনানন্দ দাশ ছন্দ (১৯৭-২২০)।

আবুল ফজল *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

দুজন আধুনিক কবি : জীবনানন্দ দাশ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (৪৩-৬১)

আমিনুল ইসলাম *সময় ও সাহিত্য*, নলেজ হোম, ঢাকা; ১৩৭০।

জীবনানন্দ দাশ (১০৮-১১৮)।

আশিষকুমার দে, শিপ্রা দে, *আধুনিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, শিলালিপি, ৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট; কলকাতা ৯।

জীবনানন্দ দাশ (৫৭-৭০)।

উত্তম দাশ *বাংলা সাহিত্যে সনেট*, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, ৭৪৩৩০২; ১৫ আগস্ট ১৯৮৯; দাম: একশত টাকা।

জীবনানন্দ দাশ (৩০৮-৩১৪)।

উদয় চক্রবর্তী *আধুনিক কবি : কবিতার শৈলী*, উত্থক প্রকাশনী, ৪০ মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা ৭০০ ০৬০; দাম: তিরিশ টাকা।

জীবনানন্দ দাশ : নঞর্থক বাক্যের গভীরে (৯-১৪)।

কণিকা সাহা *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ*, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা ৬; আষাঢ় ১৪০১, জুন ১৯৯৪; দাম: পঁচাত্তর টাকা।

জীবনানন্দ দাশ (৫৩-৫৫)।

কল্যাণসুন্দরম্ *বাংলা সহিত্যে বস্তুবাদের ক্রমবিকাশ*, প্রকাশক শ্রীমতী বিজন মৈত্র, ৫/১ বি বাগমারী রোড, কলকাতা ৫৪; দাম: তিরিশ টাকা।

জীবনানন্দ দাশ : অবশেষে ফিরে এলেন বাস্তবে (৯৯-১০১)।

কার্তিক লাহিড়ী *সৃজনের সমুদ্রমন্থন*, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৮৪; অন্বেষা, ৮৯এ এন. কে. ঘোষাল রোড, কলকাতা ৪২; দাম: বারো টাকা।

উপন্যাসের কাব্যশরীর : জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান' (৩১-৩৯)।

—*পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলা উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৮; পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৯; দাম: ষাট টাকা।

উপন্যাসের কাব্যশরীর : জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান' (৭৯-৮৫)।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত *কবিতায় মানবিক উচ্চারণ ও অন্যান্য ভাবনা*, প্রমা, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা ১৭; সেপ্টেম্বর ১৯৯১; দাম: তিরিশ টাকা।

জীবনানন্দ-র হেমন্ত-জগৎ (৬৪-৭০)।

—*কবিতার রূপ-রূপান্তর*, উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩; ডিসেম্বর ১৯৮১; দাম: আট টাকা পঞ্চাশ।

কবিতার শিল্পদৃষ্টি : জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ (৬৬-৭৮)।

জগদীশ ভট্টাচার্য *আমার কালের কয়েকজন কবি*, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা; ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭০; দাম: সত্তর টাকা।

জীবনানন্দ দাশ (১৭-৫২)

জহর সেন মজুমদার *বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ*, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯; জানুয়ারি ১৯৯৮; দাম: দুশ' পঞ্চাশ টাকা।

জীবনানন্দ দাশ : ঘুম ও জাগরণ (৭০-১১৭)।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী *শব্দের সীমানা*, মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রূপসী বাংলা (৯৫-১০৪)।

জীবেন্দ্র সিংহ রায় সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা বিচার ও বিশ্লেষণ*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান; ৩ জুলাই ১৯৮১; দ্বিতীয় সংস্করণ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৯; দাম: চল্লিশ টাকা।

১. স্মৃতির আকার : জীবনানন্দ দাশের কবিতা/শঙ্খিব্রত ঘোষ (৯৯-১১০); ২. প্রসঙ্গ : জীবনানন্দ দাশ বিজিতকুমার দত্ত (২৫০-২৮০)।

তপনকুমার মাইতি *কবিবাক্য*, বাক্প্রতিমা মহিষাদল, মেদিনীপুর; বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯; দাম: চল্লিশ টাকা।

১. সন্ধ্যার নক্ষত্রের কাছে শান্তির রেখানুসন্ধান (৭৯-৮৭); ২. জীবনানন্দ ও সজনীকান্ত

(৮৮-৯৯);

দীপ্তি ত্রিপাঠী *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, নাভানা, কলকাতা; শ্রাবণ ১৩৬৫; দাম: সাড়ে সাত টাকা। প্রথম দে'জ সংস্করণ, মাঘ ১৩৮০, কলকাতা।

জীবনানন্দ দাশ (১৫০-২০৯)।

দেবকুমার ঘোষ শীতল চৌধুরী সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা: পাঠ-প্রসঙ্গ*, লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৮ টেমার লেন, কলকাতা ৯; ডিসেম্বর ১৯৮৯; দাম: পঁয়তাল্লিশ টাকা।

বোধ : জীবনানন্দ দাশ/প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য (১৯-২৯)।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় *কাব্যের মুক্তি ও তারপর*, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯; মে ১৯৯৮, বৈশাখ ১৪০৫; দাম: আশি টাকা।

১. লোকায়ত উত্তরাধিকার ও জীবনানন্দ (৪১-৪৯); ২. হাকস্লি প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ (১০১-১০৮)।

দেবী রায় *পণ্ডিত নই, প্রেমিক মাত্র*, বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯; ৯ মে ১৯৯৮, বৈশাখ ১৪০৫; দাম: চল্লিশ টাকা।

পণ্ডিত নই, প্রেমিক মাত্র (৩১ —৩৮)।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় *আধুনিক বাংলা কবিতা (পাঠ/প্রসঙ্গ/প্রকরণ)*, রত্নাবলী, ৫৯এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৯; ফেব্রুয়ারি ১৯৯১; দাম: ত্রিশটাকা।

১. বনলতা সেন (১–২৬); ২. বোধ (২৭-৪০)।

—একালের বাংলা কবিতা : নিবিড় পাঠ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯; ডিসেম্বর ১৯৯২; দাম: পঁয়তাল্লিশ টাকা।

রাত্রি (৭১-৮১)।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা; আষাঢ় ১৩৬৩; দাম: দু'টাকা।

জীবনানন্দ দাশ (৩৬-৪৭)।

নিখিলকুমার নন্দী *দেশ কাল সাহিত্য*, নবপত্র প্রকাশন, ৮ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯; ডিসেম্বর ১৯৮৪; দাম: কুড়ি টাকা।

১. কৌতুক, করুণ ও 'ভয়াবহ আরতি' সম্প্রতি (১৮৪-২১৫); ২. লোকায়তিক অবনীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ (২১৬-২৩২)।

নীলরতন সেন *প্রসঙ্গ: বাংলা ছন্দ শিল্প ও ছন্দ চিন্তা*, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩; শ্রাবণ ১৩৯৬, আগস্ট ১৯৮৯; দাম: আশি টাকা।

ছন্দকুশলী জীবনানন্দ (১২০-১৩৬)।

বাণী রায় *নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ*, মুখার্জি বুক হাউস, ৫৭ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা ৬; প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৫; দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৮। দাম: তিনটাকা পঞ্চাশ।

জীবনানন্দ প্রসঙ্গ (১-২০)।

বারীন্দ্র বসু *কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা*, রত্নাবলী, ৫৯এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা

৯; এপ্রিল ১৯৮৭; দাম: তিরিশ টাকা।

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা; বৈশাখ ১৩৭৬; দাম: পনের টাকা।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা ২১৩-২৭৮)

বুদ্ধদেব বসু *কালের পুতুল*, নিউ এজ, জে এন সিংহ রায় ২২ ক্যানিং স্ট্রিট, কলকাতা ১; মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৫৯; দাম: তিরিশ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

১. জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি (২৬-৩৪); ২. জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন (৩৫-৩৮); জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে (৩৯-৫৬)।

—প্রবন্ধ সংকলন, ভারবি, কলকাতা, ১৩৭৩, দাম: চৌদ্দ টাকা।

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে (৯৩-১১২)।

মঞ্জুভাষ মিত্র *আধুনিক বাংলা কবিতা ইওরোপীয় প্রভাব*, প্রকাশক: প্রশান্ত মিত্র, নবার্ক, ডিসি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, ডাক দেশবন্ধুনগর, কলকাতা ৫৯; আগস্ট ১৯৮৬; দাম: ছাপ্পান্ন টাকা।

জীবনানন্দ দাশ (১০৬-১৫৭)।

মণিলাল খান *বাঙলা চলিতরীতির ক্রমবিকাশ*, প্রকাশক: শ্রীমতী সবিতা খান, ৯৮ বাবুপাড়া রোড, ডাকঘর ভাটপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা; এপ্রিল ১৯৯৩; দাম: চল্লিশ টাকা।

জীবনানন্দ দাশ (১৭৮-১৮৮)।

মাহবুব সাদিক *কবিতায় মিথ এবং*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; ফাল্গুন ১৩৯৯; দাম: সত্তর টাকা।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা : প্রসঙ্গ পুরাণ (১৮-৩৯)।

রঞ্জিত সিংহ *শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি/বাংলা কবিতার নব্যক্লাসিক্যাল রীতি প্রসঙ্গে*, পরমা, ৩৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা ২৯; ক্লাসিক প্রেস; প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭১; দাম: পাঁচ টাকা।

জীবনানন্দ দাশ (২২-৩৩)

—দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৪০১, অক্টোবর ১৯৯৪; দাম: পঁয়তাল্লিশ টাকা।

জীবনানন্দ দাশ : ১ (৩৬-৪৮); জীবনানন্দ দাশ : ২ (৪৯-৬৩)

রণেশ দাশগুপ্ত *সাম্যবাদী উত্থান ও প্রত্যাশা : আত্ম জিজ্ঞাসা*, উত্থক প্রকাশনী, ৪ মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড; কলকাতা ৬০; দাম: পঁয়ত্রিশ টাকা।

জীবনানন্দ মার্কস লেনিন কমিউনিস্টরা (১০৩-১১২)।

শঙ্খ ঘোষ *ছন্দের বারান্দা*, প্রকাশক অরুণা বাগচী, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগল কিশোর দাশ লেন, কলকাতা ৬; প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮; দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মাঘ ১৩৮২; তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ নববর্ষ ১৩৮৭; দাম: দশ টাকা।

শত জলঝরনার ধ্বনি (৫৮-৭২)

—*জার্নাল*, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩; ২৫ বৈশাখ ১৩৯২; দাম: কুড়ি টাকা।

জীবনানন্দ : উত্তরাধিকার (১৮৫-১৯৩); জীবনানন্দ : পদ্য প্রতিমা (১৯৪-২০৩)

—*বইয়ের ঘর*, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩; ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬; দাম: পঞ্চাশ টাকা।

ধূসর থেকে ধূসর (৯৭-১০৩)।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় *কবিতা: প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, উচ্চারণ, কলকাতা; অক্টোবর ১৯৮৩; দাম: ষোলো টাকা।

ঐতিহ্য ও বনলতা সেন (৮৯-৯৫); জীবনানন্দের দেশ বিদেশ (৯৬-১০৫); জীবনানন্দ-র গদ্যরীতি (১০১-১০৭); চিঠিপত্রে জীবনানন্দ (১০৮-১১৫)।

শামসুর রাহমান *আমৃত্যু তার জীবনানন্দ*, বইঘর, ১১০/২৮৬ বিপণী বিতান, চট্টগ্রাম; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, ফাল্গুন ১৩৯২; দাম: পঁয়ত্রিশ টাকা।

অসীমের সৈকতে (১১৫-১২০)

শুদ্ধসত্ত্ব বসু *বাংলা কাব্যে দুরূহতা ও সুররিয়ালিজম*, শরৎ পুস্তকালয়, কলকাতা, মাঘ ১৩৮৭।

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত *বিচ্ছিন্ন প্রতিভাস*, প্রকাশক মায়া দেব, অনুক্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১; পৌষ ১৩৮১, ডিসেম্বর ১৯৭৪; দাম: পাঁচ টাকা।

জীবনানন্দ দাশ (৫২-৯০)।

শৈলেশ্বর ঘোষ *প্রতিবাদের সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪; প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭; প্রতিভাস ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০ ০০২; দাম: পঁয়তাল্লিশ টাকা।

জীবনানন্দ একজন ক্ষতিকর কবি (৮৬-১০৩)।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য *আধুনিক কবিতার ভূমিকা*, সবিতা প্রকাশ ভবন, ১৭এ মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা ১৬; ভদ্র ১৩৬৬; দাম: তিন টাকা পঞ্চাশ।

জীবনানন্দ দাশ (২৯-৫১)।

—*তিনজন আধুনিক কবি*, পূর্ব্বাশা লিমিটেড, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় *কবিতা কল্পনালতা*, এসেম পাবলিকেশন, ৬২/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯; বৈশাখ ১৩৭৯; দাম: ন'টাকা।

সময়গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ (১৩৬-১৫০)।

—*কবিতার কালান্তর*, সান্যাল প্রকাশন, ১৬ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৯; আশ্বিন ১৩৭৩; দাম: চৌদ্দ টাকা।

তিরিশের যুগে বিস্ময়ের বিবর্ণতা : জীবনানন্দ (১২৯-১৩৭); সময় গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ (১৫০-১৬০)।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী *দ্বিতীয় ভুবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

জীবনানন্দের কবিতা (১৮৮-১৯৯)।

সুতপা ভট্টাচার্য *কবির চোখে কবি*, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাশ লেন, কলকাতা ৬; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭; দাম: তিরিশ টাকা।

জীবনানন্দ : রবীন্দ্রনাথ (১৩-২৫); জীবনানন্দ-র একটি প্রবন্ধ [কাব্য সাহিত্য সত্যেন্দ্রনাথ

প্রথম প্রকাশ অনুক্ত প্রথম সংখ্যা, ১৩৬২, পৃ ১৪| পৃ ১৪৭২-১৪৪।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য*, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯; দাম: সত্তর টাকা।

১. আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার (১১-১৯); ২. প্রজ্জ্বলন্ত সূর্য এবং সাতটি তারার তিমির (২০-২৯); ৩. ধানসিঁড়ি নদীর সন্ধানে (৩০-৩৮)।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় *প্রসঙ্গত কবিতা*, মাঝি প্রকাশনী, ৭ সুকিয়া রো, কলকাতা ৬; পৌষ ১৩৯১, জানুয়ারি ১৯৮৫; দাম: কুড়ি টাকা।

'এখন হেমন্ত ঢের' জীবনানন্দের কবিতায় (৯০-১০২)।

হরপ্রসাদ মিত্র *কবিতার বিচিত্র কথা*, রবীন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ নভেম্বর ১৯৬৪, দাম: বারো টাকা।

জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব; জীবনানন্দ-র 'নম্র হাত' প্রয়োগটি 'ঝরাপালক'-এ প্রথম এবং 'মহাপৃথিবীতে' পুনঃ প্রয়োগ —কৈশোরে উচ্ছ্বসিত, যৌবনে সংশয়াচ্ছন্ন, ত্বরাগত প্রৌঢ় বয়সে অতি নিঃসঙ্গতা চিহ্নিত। জীবনানন্দের নিসর্গবীক্ষা; 'ঝরাপালক'; জীবনানন্দ জনসাধারণের কবি নন; বুদ্ধদেব বসুর আনুকূল্য ও জীবনানন্দ-র প্রচার; জীবনানন্দ-র উপলব্ধি —প্রকৃতি ও শাশ্বত জীবন।
